মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০১০

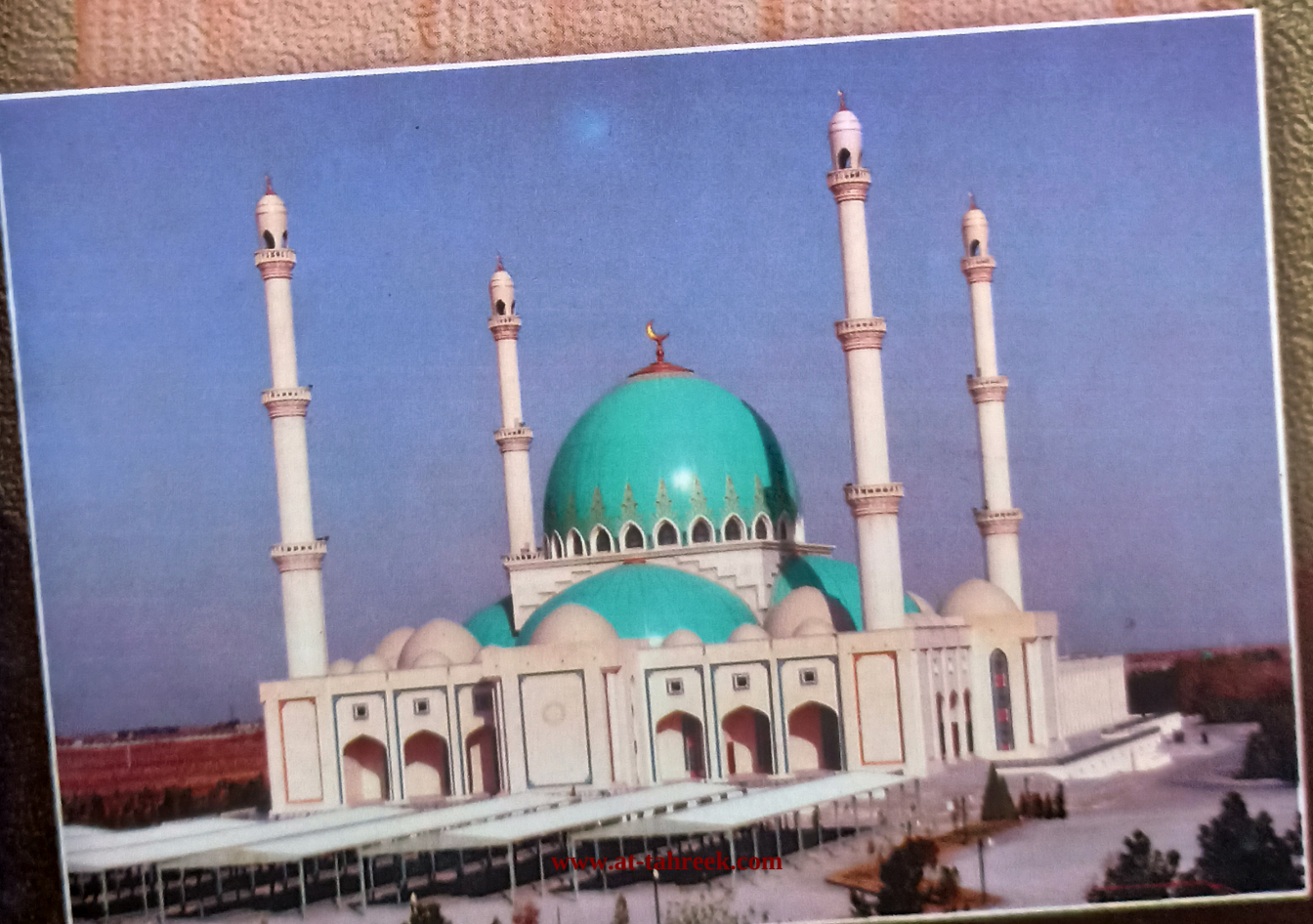

www.at-tahreek.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষঃ	৮ম সংখ্যা
জুমা. উলা.-জুমা. আখেরাহ	১৪৩১ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪১৭ বাং
মে	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম
সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইলঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইলঃ tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২০তম কিস্তি)* ০৩
    - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - দাঈর সফলতা লাভের উপায় ১৫
    -অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - ইসলামে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও শ্রমিকের অধিকার ১৯
    -ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম
  - শান্তির ধর্ম ইসলাম ২২
    -মুহাম্মাদ রশীদ
  - ইসলামের আলোকে সম্পদ বৃদ্ধির উপায় ২৭
    -মুহাম্মাদ আবু তাহের
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৫
  - নিয়তি
  - মহিয়সী নারী
- **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭
  - চোখের উপকারী শাক-সবজি ও ফলমুল
- **ক্ষেত-খামার :** ৩৮
  - সমন্বিত চাষাবাদে স্বাবলম্বিতা অর্জন
  - সবুজ ঘাসে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে
- **কবিতা :** ৩৯
  - মুমিন বলি তাকে
  - অহি-র দাওয়াত
  - ধরতেই হবে সিঁদেল চোর
- **সোনামণিদের পাতা** ৪০
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৫০

ধর্ম দর্শন

বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়, পানি সবকিছুকে ভিজিয়ে দেয়, আগুন সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেয়, এগুলিই ওদের ধর্ম। ওরা নীরবে ওদের ধর্ম মেনে চলে, যতক্ষণ না সৃষ্টিকর্তার অন্য কোন হুকুম আসে। যেমন আগুন ইবরাহীমকে পোড়ায়নি, নদী ইউনুসকে ডুবিয়ে মারেনি। বায়ু সুলায়মানকে উল্টে ফেলে দেয়নি। কিন্তু মানুষ? মায়ের গর্ভে চার মাসের ছোট্ট দেহে তার অদৃশ্য রূহটি প্রবেশ করল। ৯ মাস সেখানে থেকে পুষ্ট হয়ে তিন পর্দার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হ'ল। আস্তে আস্তে বড় হ'ল, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ল। চিন্তা এল। কে তাকে সৃষ্টি করল? কেন করল? কি করবে সে এখন? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে চিন্তার হাযার গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। জড়বাদী গলি, নাস্তিক্যবাদী গলি, বস্তুবাদী গলি, যুক্তিবাদী গলি, ধর্ম নিরপেক্ষ গলি, অদৃষ্টবাদী গলি, মুক্তবুদ্ধি গলি ইত্যাদি। এতগুলি চিন্তার সড়ক ও গলিপথ ঘুরতে ঘুরতে সে এক সময় বুদ্ধিহত হবার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রশ্নের জওয়াব সে খুঁজে পায়না। ওদিকে সে এগিয়ে চলেছে জীবন নাট্যের শেষ অংকের দিকে। কেননা দেহ চলে তার নিজস্ব ধর্মে, তার সৃষ্টিকর্তার বিধান মতে।

এদিকে আমার স্বাধীন চিন্তাশক্তি আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কখনো আমি আস্তিক, কখনো আমি নাস্তিক, কখনো অসীলাপূজারী, কখনো সংশয়বাদী, কখনো দিশেহারা। অবশেষে জীবন সৈকতে দাঁড়িয়ে আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি যে, সূচনা ও লয়-এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন সত্তা আছেন, যিনি চিরঞ্জীব, যিনি সবকিছু করছেন অদৃশ্যে থেকে, তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা অনুযায়ী। যিনি স্রষ্টা। তাই সৃষ্টির চর্মচক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না। যে রূহটি বিগত ৬০/৭০ বছর সর্বদা আমার সাথে আমার দেহে বিরাজ করছে, তাকে আজও আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু ওটা যে আছে এবং ওটা যে জীবন্ত, তার প্রমাণ তো আমি নিজেই। অনুরূপভাবে স্রষ্টা যে আছেন, অসংখ্য সৃষ্টিই তার প্রমাণ। যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা। যিনি আদি, যিনি অন্ত, যিনি সকল শক্তির আধার ও সকল কিছুর ধারক।

আল্লাহকে পেলাম। কিন্তু তাঁর বিধান কোথায় পাব? অন্য সব সৃষ্টি চলছে স্ব স্ব বিধান মতে। কিন্তু আমার চলার পথ কি? সে পথের বিধান কি? আমার সামনে মদ আছে, দুধ আছে। কোন্‌টা খাব। অথচ আমারই গোয়ালের গরু দিব্যি ঘাস ও শুকনো বিচালী চিবাচ্ছে ও শক্ত-সমর্থ হচ্ছে। তাকে জোর করলেও সে বিয়ার-হুইস্কি খাবে না বা গাঁজা টানবে না। কিন্তু আমার অবস্থা কী? আমাকে যে জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমি এখন কোন্ পথে চলব? রাস্তা দিয়ে রথ যাচ্ছে। নিজেদের হাতে গড়া দেবমূর্তি নিয়ে মানুষ চলছে। সারাদিন পূজা দিয়ে এবার তাকে ডুবিয়ে দেবে। কি হলো এতে? কি পেলাম তাতে? কোন জবাব না পেয়ে কবি গেয়েছেন, 'রথযাত্রা সমারোহ মহা ধূমধাম, ভক্তেরা সব লুটিয়ে শির করিছে প্রণাম। রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি। মূর্তি ভাবে আমিই দেব হাসে অন্তর্যামী'। আমার চিন্তা থমকে গেল। যে সৃষ্টিকর্তা তার অন্য সৃষ্টিকে বিধান দিলেন, তিনি কি তার সেরা সৃষ্টি মানুষকে কোন বিধান দেননি? নিশ্চয়ই তিনি দায়িত্বহীন সৃষ্টিকর্তা নন। তাইতো দেখছি নবী-রাসূলগণ বলছেন, আমরা আল্লাহ্‌র বার্তাবহ। হে মানুষ! আল্লাহ্‌র বিধান মানো ও আমাদের আনুগত্য কর। তুমি হালাল খাও, হারাম খেয়ো না। তুমি দুধ খাও, মদ খেয়ো না'। তাইতো এ যে আমার বিবেকের প্রতিধ্বনি। মন বলছে মদ খাই। হারাম খাই, কিন্তু বিবেক যে নিষেধ করছে। মন বলছে সুদ খাই, ঘুষ খাই, চুরি করি, মানুষ খুন করি। কিন্তু বিবেক যে ধিক্কার দিচ্ছে। তাহ'লে তো দেখছি আমার স্বভাবধর্ম নবী-রাসূলগণের অনুগত। তাহ'লে কেন আমি দিশেহারা হয়ে ঘুরছি? আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যুগে যুগে সকল নবী মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার প্রতি আহ্বান জানিয়ে গেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিগত সকল নবীর সত্যয়ন করে গেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন। কুরআন ও হাদীছ রূপে যা আমার সামনে বিদ্যমান। তাহ'লে কেন আমি দিশেহারার মত এ পথে ওপথে দৌড়াচ্ছি? শেষনবীর রেখে যাওয়া ছিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সরল পথ ছেড়ে কেন আমি অন্য পথে আছি?

সৃষ্টিকর্তাকে পেলাম, তাঁর বিধান পেলাম, এক্ষণে আমার শেষ ঠিকানা কোথায়? যে রূহ এসেছিল একদিন অদৃশ্য লোক থেকে মায়ের গর্ভে, যা এখন আমার দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে আমাকে কর্মতৎপর করে রেখেছে, এ রূহ যখন দেহ পিঞ্জর ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমার পরিণতি কি হবে? আমার সবকিছু কি এই মাটিতেই শেষ? আমি নিয়ত দেখছি যালেম তার শক্তি ও বুদ্ধির জোরে অসহায় ও দুর্বলের উপর যুলুম করে যাচ্ছে। এরপরেও সে দুনিয়াতে খ্যাতি ও প্রশংসা পাচ্ছে। অন্য দিকে সৎ ও নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মযলূম মার খাচ্ছে ও বদনাম কুড়াচ্ছে। এভাবে যালেম ও মযলূম উভয়ে এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে। অথচ যালেম তার শাস্তি পেল না। মযলূম তার প্রতিদান পেল না। এটাই কি সৃষ্টিকর্তার বিধান? মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

কিন্তু না, নেমে এসেছে আসমানী তারবার্তা। শেষনবীর মুখে ঐ যে শোনা যায় গুরু গম্ভীর ঘোষণা। 'ওরা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?' '(ক্বিয়ামতের) মহা সংবাদ সম্পর্কে?' 'যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে?' 'কখনোই না। শীঘ্র ওরা জানতে পারবে'। 'অতঃপর কখনোই না। শীঘ্র ওরা জানতে পারবে' *(নাবা ১-৫)*। হে মানুষ! 'ভয় কর তোমরা সেই দিনকে, যেদিন তোমরা ফিরে আসবে আল্লাহ্‌র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২৮১)*।

হাঁ এক্ষণে আমি খুঁজে পেয়েছি আমার শেষ ঠিকানা। আমি এখন নিশ্চিন্ত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত- এই তিনটি আলোকস্তম্ভের নির্দেশনায় আমার জীবন তরী চলবে। এর বাইরে সবকিছু শয়তানী খোশ-খেয়াল ও মায়া-মরীচিকা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার চেহারাকে দীনের প্রতি একনিষ্ঠ কর। এটাই আল্লাহ্‌র ফিৎরত বা স্বভাবধর্ম। যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা'। 'সবাই তোমরা তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁকে ভয় কর'... *(রূম ৩০-৩১)*। পিতা-মাতার কারণে কিংবা ভ্রান্ত পরিবেশের কারণে মানুষ কাফের, মুশরিক, বিদ'আতী হ'তে পারে। কিন্তু সত্য গ্রহণের যোগ্যতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুপ্ত থাকে।

আর সেটা হ'ল 'ইসলাম'। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন হ'ল 'ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। তিনি বলেন, আমি জিন ও ইনসানকে আমার দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি' *(যারিয়াত ৫৬)*। এভাবে মানব প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রতি দাসত্ব ও আনুগত্যের জাযবা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও মানুষ শয়তানী ধোঁকায় পড়ে সাময়িকভাবে প্রতারিত হয়। এটাই হ'ল প্রকৃত ধর্মদর্শন। এর বাইরে সবকিছু কল্পনা মাত্র। আল্লাহ আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন- আমীন!! *(স.স)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২০তম কিস্তি)

(৮) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা :

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (আঃ)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা'বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকূব (আঃ) উহা পুনর্নির্মাণ করেন। তার প্রায় হাযার বছর পরে হযরত দাঊদ (আঃ) উহার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হ'লেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় হযরত সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হ'ল। আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় ও সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। উক্ত কথাগুলি আল্লাহ বলেন নিম্নোক্ত ভাবে-

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ- (سبا ٣٤)-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা (মসজিদ নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ৩৪/১৪)*। সুলায়মানের মৃত্যুর এই ঘটনা আংশিক কুরআনের আলোচ্য আয়াতের এবং আংশিক ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে *(ইবনে কাছীর)*।

সুলায়মানের এই অলৌকিক মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হ'লে নবী-রাসূল যে-ই হৌন না কেন, এক সেকেণ্ড আগপিছ হবে না।

(২) আল্লাহ কোন মহান কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে যেকোন উপায়ে তা সম্পন্ন করেন। এমনকি মৃত লাশের মাধ্যমেও করতে পারেন।

(৩) ইতিপূর্বে জিনেরা বিভিন্ন আগাম খবর এনে বলত যে, আমরা গায়েবের খবর জানি। অথচ চোখের সামনে মৃত্যুবরণকারী সুলায়মান (আঃ)-এর খবর তারা জানতে পারেনি এক বছরের মধ্যে। এতে তাদের অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী অসার প্রমাণিত হয়।

সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. নবুঅত ও খেলাফত একত্রে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

২. ধর্মই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৩. প্রকৃত মহান তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অহংকারী হন না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত থাকেন।

৪. শত্রুমুক্ত কোন মানুষ দুনিয়াতে নেই। সুলায়মানের মত একচ্ছত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ্র বিরুদ্ধেও চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যাচার চালানো হয়েছে।

৫. সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে প্রজাসাধারণের কাজ করলেও তারা অনেক সময় না বুঝে বিরোধিতা করে। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আল্লাহ বাকী সময়ের জন্য সুলায়মানের প্রাণহীন দেহকে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখেন জিন মিস্ত্রী ও জোগাড়েদের ভয় দেখানোর জন্য। যাতে তারা কাজ ফেলে রেখে চলে না যায় এবং নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হবার সুযোগ না পায়।

সুলায়মানের মৃত্যু ও রাজত্বকাল :

যুহরী প্রমুখ হ'তে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (আঃ) ৫২ বছর বেঁচেছিলেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেন। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ২০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রাহবা'আম (رحبعام) ১৭ বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের রাজত্ব বিভক্ত হয়ে

www.at-tahreek.com

যায়।[১] সুলায়মান মনছূরপুরীর হিসাব মতে শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় ১৫৪৬ বছর পূর্বে সুলায়মান (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[২]

২১. হযরত ইলিয়াস (আঃ)

পবিত্র কুরআনে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা যায়। সূরা আন'আম ৮৫ আয়াতে ও সূরা ছাফফাত ১২৩-১৩২ আয়াতে। সূরা আন'আমে ৮৩-৮৫ আয়াতে ১৮ জন নবীর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। সেখানে কোন আলোচনা স্থান পায়নি। তবে সূরা ছাফফাতে সংক্ষেপে হ'লেও তাঁর দাওয়াতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনায় এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে, তিনি হযরত হিযক্বীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা' (আঃ)-এর পূর্বে দামেস্কের পশ্চিমে বা'আলাবাক অঞ্চলের বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই সময় হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উত্তরসুরীদের অপকর্মের দরুণ বনু ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগকে 'ইয়াহূদিয়াহ' বলা হ'ত এবং তাদের রাজধানী ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসে। অপর ভাগের নাম ছিল 'ইসরাঈল' এবং তাদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে।[৩]

ইলিয়াসের জন্মস্থান :

হযরত ইলিয়াস (আঃ) ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল'আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবী হিসাবে মনোনীত করেন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দান করেন।

ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা :

এই সময় ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও নাবলুস অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলদের দুই গ্রুপের দু'টি রাজধানী ছিল। তারা আপোষে পরস্পরে মারমুখী ছিল। ফেলে আসা নবুঅতী সমাজ ব্যবস্থা থেকে তারা অনেক দূরে একটি পতিত সমাজে পরিণত হয়েছিল। কিতাবধারী ও কিতাবহীন জাহেলী সমাজের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় ছিল না।

তখনকার 'ইসরাঈল'-এর শাসনকর্তার নাম ছিল 'আখিয়াব' বা 'আখীব'। তার স্ত্রী ছিল 'ইযবীল'। যে বা'আল (بعل) নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে বা'আল মূর্তির নামে এক বিশাল উপাসনালয় তৈরী করে এবং সেখানে সকল বনু ইস্রাঈলকে মূর্তিপূজায় আহ্বান করে। দলে দলে লোক সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। মূসা-হারূণ, দাঊদ ও সুলায়মান নবীর উম্মতেরা বিনা দ্বিধায় শিরকের মহাপাতকে আত্মাহুতি দিচ্ছিল। এমন এক মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের নিকটে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য ইলিয়াসকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন।

ইলিয়াসের দাওয়াত :

শিরকে আচ্ছন্ন ফিলিস্তীনবাসীকে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কেননা শিরক ও তাওহীদের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। ইলিয়াস ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ- أَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ- اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ- فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ- إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ- سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ- (الصافات ١٢٣-١٣٢)-

'নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম' *(ছাফফাত ১২৩)*। 'যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি ভয় কর না'? *(১২৪)* 'তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা করবে আর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে'? *(১২৫)* 'যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা' *(১২৬)*। 'অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে' *(১২৭)*। 'কিন্তু আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত' *(১২৮)*। আমরা এই নিয়মের উপরে পরবর্তীদেরকেও রেখে দিয়েছি' *(১২৯)*। 'ইলিয়াস-এর উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক' *(১৩০)*। 'এভাবেই আমরা সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(১৩১)*। 'নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম *(ছাফফাত ৩৭/১২৩-১৩২)*।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

বিগত নবীগণের যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইলিয়াস (আঃ)-এর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ইসরাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহ্র প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানালেন। কিন্তু দু'একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা ইলিয়াস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হ'ল। তাকে যত্রতত্র

১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৯-৩০।*
২. *মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১০৯ পৃঃ।*
৩. *আল-বিদায়াহ ১/৩১৪; তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৫৩-৫৫।*

অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইলিয়াস (আঃ) তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে রাজা ও রাণী তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন এবং দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইলিয়াস (আঃ) মনে করলেন দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তিনি যদি তাদেরকে মো'জেযা প্রদর্শন করেন, তাহ'লে হয়ত তারা শিরক বর্জন করে তাওহীদ কবুল করবে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতে ফিরে আসবে।

বাদশাহ্র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি :

আল্লাহ্র হুকুমে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের দরবারে হাযির হ'লেন। তিনি বললেন, দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের কারণ হ'ল আল্লাহ্র নাফরমানী। তোমরা নাফরমানী থেকে বিরত হ'লে এ আযাব দূর হ'তে পারে। তোমরা বলে থাক যে, তোমাদের বা'আল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ' নবী (!) আছে। তাই যদি হয়, তাহ'লে তুমি তাদের সবাইকে একত্রিত কর। তারা এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বা'আল দেবতার নামে কুরবানী করুক। আর আমি একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করি। যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে গণ্য হবে। ইলিয়াস (আঃ)-এর এ প্রস্তাবে সবাই সানন্দে রাযী হ'ল।

আল্লাহ ও বা'আল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা :

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'কোহে কারমাল' নামক পাহাড়ী উপত্যকায় সকলে সমবেত হ'ল। বা'আল দেবতার নামে তার মিথ্যা নবীরা কুরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আল দেবতার উদ্দেশ্যে আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা হ'ল। কিন্তু দেবতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আসমান থেকে কোন আগুন নাযিল হ'ল না।

অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র নামে কুরবানী করলেন এবং যথাসময়ে আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে গেল। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। এভাবেই কবুল হয়েছিল আদমপুত্র হাবীলের কুরবানী। তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যেও এ রীতি গ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইলিয়াসের বর্তমান ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী কবুলের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করে নিল। সকলের নিকটে ইলিয়াস (আঃ)-এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বা'আল পূজারী কথিত ধর্মনেতারা তাদের যিদের উপরে অটল রইল। এইসব মিথ্যা নবীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ অনুসারীরা ঈমান আনল না।

ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র :

ওদিকে আখিয়াবের স্ত্রী ইখবীল হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। ফলে তিনি রাজধানী সামেরাহ (নাবলুস) ছেড়ে চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু ইসরাঈলের অপর রাজ্য পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদিয়াহতে উপস্থিত হ'লেন। ঐসময় বা'আল পূজার ঢেউ এখানেও লেগেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) এখানে পৌঁছে তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। সেখানকার সম্রাট 'ইহুরাম'-এর কাছেও তিনি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু নিরাশ হ'লেন। অবশেষে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

কয়েক বছর পর ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় 'ইসরাঈলে' ফিরে এলেন এবং 'আখিয়াব' ও তার পুত্র 'আখযিয়া'-কে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণায় অটল রইল। অবশেষে তাদের উপরে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যধির গযব নাযিল হ'ল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি?

সুয়ূত্বী, ইবনে আসাকির, হাকেম প্রমুখের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, চারজন নবী জীবিত আছেন। তন্মধ্যে খিযির ও ইলিয়াস দুনিয়াতে এবং ইদরীস ও ঈসা আসমানে রয়েছেন। কিন্তু হাকেম ও ইবনু কাছীর এসব বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেননি। সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এসব বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। ইলিয়াস (আঃ) স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করব।

বা'আল দেবতার পরিচয় :

সূরা ছাফফাত ১২৫ আয়াতে যে বা'আল (بعل) দেবতার কথা বলা হয়েছে, আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক। কিন্তু সম্ভবতঃ এটি হিব্রু শব্দ। কেননা তখনকার সময় ফিলিস্তীন অঞ্চলের ভাষা ইবরানী বা হিব্রু ছিল। এটি ইসরাঈলীদের পূজিত দেবমূর্তির নাম। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে শাম অঞ্চলে এর পূজা হ'ত এবং এটাই ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। বা'আল বাক্কা (بعلبك)

শব্দটি مركب بنائى বা অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দের উদাহরণ হিসাবে আরবী ব্যাকরণের একটি অতি পরিচিত শব্দ। এটি লেবাননের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যা উক্ত বা'আল দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারু কারু মতে জাহেলী আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি 'হোবল' (هبل) এই বা'আলেরই অপর নাম। মক্কার খুযা'আহ গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই সর্বপ্রথম সিরিয়া থেকে বহু মূল্যের বিনিময়ে এই মূর্তি নিয়ে এসে কা'বা গৃহে স্থাপন করেন এবং জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, সিরিয়রা এই মূর্তির অসীলায় পানি প্রার্থনা করে। আমরাও এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করব। তাতে সিরিয়ার ন্যায় মক্কা অঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এলাকা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। এটাই ছিল কা'বা গৃহে স্থাপিত প্রথম দেবমূর্তি। পরে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে আরও মূর্তি এনে স্থাপন করে। এভাবে রাসূলের আবির্ভাবকালে তার সংখ্যা ৩৬০-য়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তবে তারা এর দ্বারা তাদের দাবী মতে ইবরাহীমী ধর্মের তাওহীদ বিশ্বাসে কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করত না। এটাকে তারা স্রেফ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অসীলা মনে করত।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেদের গোত্রে হাযার হাযার নবীর আগমন সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈল মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়েছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে। একইভাবে যদি ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার না থাকে, তবে একদিন মুসলিমদের হাতেই ইসলামের কবর রচনা হবে। ইতিমধ্যে মুসলিম দেশ সমূহের অভ্যন্তরে দুনিয়াপূজারী ধর্মনেতাদের হাত দিয়ে পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত শিরকের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছে।

(২) শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হ'লে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইসরাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বা'আল মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল। পরে সারা দেশ তার সমর্থক হয়ে যায়।

(৩) সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস (আঃ) একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন।

(৪) মৃত ব্যক্তি বা তার কবরের কোন প্রভাব জীবিত ব্যক্তিদের উপরে পড়ে না। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আশপাশে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান সহ বিগত যুগের শত শত জলীলুল ক্বদর নবীর কবর থাকা সত্ত্বেও তাদের বুকের উপরে সংঘটিত বা'আল দেবমূর্তি পূজার ব্যাপারে তাদের কোন প্রভাব তাদের স্বগোত্রীয় বনু ইস্রাঈলদের উপরে পড়েনি।

(৫) সর্বদা সমাজের কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সবাইকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়। যেমন ইসরাঈলে যোগ্য লোক না থাকায় আল্লাহ পাক জর্ডান থেকে ইলিয়াসকে পাঠান তাদের হেদায়াতের জন্য।

২২-২৩. হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ) :

যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সুলায়মান পরবর্তী দুই নবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া ছিলেন পরবর্তী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড়। কিন্তু তিনি ঈসার ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।[৪] হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ) সম্পর্কে ৪টি সূরার ১৮টি আয়াতে[৫] বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আন'আমে কেবল ১৮জন নবীর নামের তালিকায় তাঁদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। বাকী অন্য সূরাগুলিতে খুবই সংক্ষেপে কেবল ইয়াহ্ইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। হযরত যাকারিয়া সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানে যা বলেন, তার সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, আমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা সন্তান অর্থাৎ মারিয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى 'এই কন্যার মত কোন পুত্রই নেই' *(আলে-ইমরান ৩/৩৬)*। এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? সম্ভবতঃ ঐসময় মারিয়ামের পিতা জীবিত ছিলেন না। বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হ'তে চায়। ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে মারিয়ামের খালু এবং তৎকালীন নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর নাম আসে। এ ঘটনাটিই আল্লাহপাক তাঁর শেষনবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

৪. *মানছূরপুরী, রহমাতুললিল আলামীন ৩/১১০।*
৫. *যথাক্রমে সূরা আলে-ইমরান ৩/৩৭, ৪৪; আন'আম ৬/৮৫, মারিয়াম ১৯/২-১৫=১৪; এবং সূরা আম্বিয়া ২১/৮৯।*

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ- (آل عمران ٤٤)-

'এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারিয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল' *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*। 'অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন' *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*।

মারিয়াম মসজিদের সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) তাকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ 'এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন' *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*।

সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দো'আ :

সম্ভবতঃ শিশু মারিয়ামের একথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়ার মনের কোন আশার সঞ্চার হয় এবং চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম ছাড়াই মারিয়ামকে তাজা ফল সরবরাহ করেছেন নিশ্চয়ই তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ- (آل عمران ٣٨)-

'সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*। একথাটি অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাবে-

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا- إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّاً- قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً- وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً- يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً- (مريم ٢-٦)-

'এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি'। 'যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে'। 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে মস্তক শ্বেত-শুভ্র হয়ে গেছে। হে প্রভু! আপনাকে ডেকে আমি কখনো নিরাশ হইনি'। 'আমি ভয় করি আমার পরবর্তী বংশধরের। অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন'। 'সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূব-বংশের এবং হে প্রভু! আপনি তাকে করুন সদা-সন্তুষ্ট' *(মারিয়াম ১৯/২-৬)*।

জবাবে আল্লাহ বললেন,

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً- قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً- قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً- قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيّاً- فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَّعَشِيّاً- (مريم ٧-١١)-

'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারু নামকরণ করিনি'। 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আর আমিও বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে উপনীত'। 'তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলে দিয়েছেন যে, এটা আমার জন্য খুবই সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না'। 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ অবস্থায়) একটানা তিন দিন লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না'। 'অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল' *(মারিয়াম ১৯/৭-১১)*।

ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহ বলেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ- (آل عمران ٣٩)-

'অতঃপর যখন সে কামরায় ছালাতরত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে। যিনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে। যিনি নেতা হবেন এবং যিনি নারীসঙ্গ মুক্ত হবেন ও সৎকর্মশীল নবী হবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩৯)*। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ মতে যাকারিয়া তিনদিন যাবৎ লোকদের সাথে কথা বন্ধ রাখলেন ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত এবং সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ্র ইবাদতে রত থাকলেন ও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন *(ঐ, ৪০-৪১)*। যাকারিয়ার প্রার্থনা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَّرَهَباً وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِينَ- (الأنبيا ٨٩-٩٠)-

'এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, যখন সে তার প্রভুকে আহ্বান করেছিল, হে আমার পালনকর্তা! তুমি 'আমাকে (উত্তরাধিকারীহীন) একা ছেড়ো না! তুমি তো (ইলম ও নবুঅতের) সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। 'অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম যোগ্যতাসম্পন্ন। তারা সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত' *(আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০)*।

অতঃপর ইয়াহইয়া সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً- وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيّاً- وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً- وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً- (مريم ١٢-١٥)-

'হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর। আর আমরা তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম'। 'এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষভাবে দান করেছিলাম কোমলতা ও পবিত্রতা এবং সে ছিল অতীব তাক্বওয়াশীল'। 'সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না'। 'তার উপরে শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে' *(মারিয়াম ১৯/১২-১৫)*।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ থেকে যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতিভাত হয়। যেমন-

(১) যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে বসবাস করেন এবং তাঁরা বনু ইস্রাঈল বংশের নবী ছিলেন।

(২) যাকারিয়া (আঃ) বিবি মারিয়ামের অভিভাবক ও লালন-পালনকারী ছিলেন।

(৩) যাকারিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভ হ'তে একমাত্র পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং আল্লাহ স্বয়ং তার নাম রাখেন ইয়াহইয়া, যে নাম ইতিপূর্বে কারু জন্য রাখা হয়নি।

(৪) ইয়াহইয়া নবী হন। তিনি শৈশবেই বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, কোমল হৃদয় ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং পিতা-মাতার অতীব অনুগত এবং আল্লাহভীরু ছিলেন।

(৫) মারিয়াম ছিলেন ইয়াহইয়ার খালাতো বোন এবং ইয়াহইয়ার পরেই মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) নবী এবং রাসূল হন। তারপর থেকে শেষনবীর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছর নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ থাকে। যাকে فترة الرسل বা 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়।

(৬) যাকারিয়া (আঃ)-এর শরী'আতে ছিয়াম অবস্থায় সর্বদা মৌন থাকা এবং ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত কারু সাথে কথা না বলার বিধান ছিল। ইসলামী শরী'আতে এটা রহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, لايُتْمَ بعد احتلامٍ ولا صُمَاتَ يومٍ الى الليل 'অর্থাৎ সন্তান বালেগ হওয়ার পরে পিতৃহারা হ'লে তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না এবং রাত্রি পর্যন্ত সারা দিন মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়'।[৬] উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের চরিত্র পরে এতই কলুষিত ও উদ্ধত হয় যে, তারা যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার ন্যায় মহান পয়গম্বরগণকে হত্যা করে এবং হযরত ঈসাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেন।[৭]

ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু :

যাকারিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জনৈকা নষ্টা মহিলার প্ররোচনায় শাম দেশের বাদশাহ নবী ইয়াহইয়াকে হত্যা করলে ঐ রাতেই বাদশাহ সপরিবারে নিজ প্রাসাদসহ ভূমিধ্বসের গযবে ধ্বংস হয়ে যান। এতে লোকেরা হযরত যাকারিয়াকেই দায়ী করে ও তাকে হত্যা করার জন্য ধাওয়া করে। তখন একটি গাছ ফাঁক হয়ে তাঁকে আশ্রয় দেয়।

৬. *আবুদাঊদ হা/২৮৭৩ 'অছিয়ত সমূহ' অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*
৭. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪৭-৫০; রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০-১১।*

পরে শয়তানের প্ররোচনায় লোকেরা ঐ গাছটি করাতে চিরে দু'ভাগ করে ফেলে এবং এভাবেই যাকারিয়া নিহত হন বলে যাকারিয়া (আঃ) নিজেই মে'রাজ রজনীতে শেষনবী (ছাঃ)-এর সাথে বর্ণনা করেছেন বলে ইবনু আব্বাস-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, هذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعه منكر– 'এটি বিস্ময়কর পূর্বাপর সম্পর্ক ও আশ্চর্যজনক হাদীছ এবং এটি রাসূল থেকে বর্ণিত হওয়াটা একেবারেই অমূলক।[৮] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, গাছের ফাটলে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি ছিলেন শা'ইয়া (شعيا)। আর যাকারিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।[৯] মানছূরপুরী বাইবেলের বর্ণনার আলোকে বলেন, ইয়াহ্ইয়াকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু ঐ মহিলা তার মাথা দাবী করায় জেলখানায় তাকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত এনে ঐ মহিলাকে উপহার দেওয়া হয়।[১০] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

২৪. হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি 'ইনজীল' প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'আল্লাহ্র পুত্র' *(তওবাহ ৯/৩০)* বানিয়েছে'। বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি 'আল্লাহ' সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ'লেন তিন আল্লাহ্র একজন (ثالث ثلثة)। অর্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে 'কাফের' বলে ঘোষণা করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)*। কুরআন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব।

ঈসার মা ও নানী :

ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা করতে গেলে তাঁর মা ও নানীর আলোচনা আগেই করে নিতে হয়। কারণ তাঁদের ঘটনাবলীর সাথে ঈসার জীবনের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরী'আতে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও চালু ছিল। এসব উৎসর্গীত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হ'ত না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কন্যা প্রসব করেছি'? অর্থাৎ একে দিয়ে তো আমার মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি উক্ত কন্যাকেই কবুল করে নেন। বস্তুতঃ ইনিই ছিলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, যিনি ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنةِ خديجةُ بنت خُوَيْلد وفاطمةُ بنت محمدٍ ومريُم بنتِ عمرانَ وآسيةُ بنتِ مُزَاحِمَ امرأةُ فرعونَ،

رواه أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس رضـ

'জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হ'লেন চারজন: খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম, যিনি ফেরাঊনের স্ত্রী'।[১১]

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন :

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ

৮. *আল-বিদায়াহ ২/৫০।*
৯. *আল-বিদায়াহ, ২/৪৮।*
১০. *রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১১ পৃঃ।*
১১. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫০৮।*

الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- (آل عمران ٣٥-٣٧)-

'যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা রয়েছে তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত হিসাবে। অতএব আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সে কি প্রসব করেছে। (আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) এই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম 'মারিয়াম'। (মারিয়ামের মা দো'আ করে বলল, হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ'তে'। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন'। (অতঃপর ঘটনা হ'ল এই যে,) 'যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাদ্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারিয়াম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল? মারিয়াম বলত, 'এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন' *(আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীত সন্তান পালন করাকে তখনকার সময়ে খুবই পুণ্যের কাজ মনে করা হ'ত। আর সেকারণে মারিয়ামকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে লটারীর ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর বয়োবৃদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*।

ঈসার জন্ম ও লালন-পালন :

এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা থাকতে পারে। যেখানে মারিয়াম মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِيّاً- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً- (مريم ١٦-٢١)-

(হে মুহাম্মাদ!) 'আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হ'তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল'। 'অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের 'রূহ' (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল'। 'মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও'। 'সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব'। 'মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই'। 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন ও আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়' *(মারিয়াম ১৯/১৬-২১)*। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হ'ল *(আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)*। অন্য আয়াতে একে 'আল্লাহ্র কলেমা' (بكلمة منه অর্থাৎ 'কুন্' (হও) বলা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنْسِيّاً- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল'। 'যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)*। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহ্র উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের কিবলা বানিয়েছে।

(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আর খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় Xmas Day বা বড় দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। অথচ এর কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই। যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে ১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।

ইসলামে কারু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই বিদ'আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের পক্ষে। এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত

سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُوْلِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا- (مريم ٢٢-٢٦)

'অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল'। 'এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল'। 'তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম'। 'এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ আসমান থেকে নয়, বরং পার্শ্ববর্তী যমীন থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন'। 'আর তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে'। 'তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহ্র জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না' *(মারিয়াম ১৯/২২-২৬)*।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম-পূর্ব কালের বিভিন্ন শরী'আতে সম্ভবতঃ ছিয়াম পালনের অন্যতম নিয়ম ছিল সারাদিন মৌনতা অবলম্বন করা। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কেও সন্তান প্রদানের নিদর্শন হিসাবে তিন দিন ছিয়ামের সাথে মৌনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঐ অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলার অবকাশ ছিল *(মারিয়াম ১৯/১০-১১)*। একইভাবে মারিয়ামকেও নির্দেশ দেওয়া হ'ল *(মারিয়াম ১৯/২৬)*।

আলোচনা :

(১) যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, তাই তার গর্ভধারণের মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত ছিল বলেই ধরে নিতে হবে। নয় মাস দশদিন পরে সন্তান প্রসব শেষে চল্লিশ দিন 'নেফাস' অর্থাৎ রজঃস্রাব হ'তে পবিত্রতার মেয়াদও এখানে ধর্তব্য না হওয়াই সমীচীন। অতএব ঈসাকে গর্ভধারণের ব্যাপারটাও যেমন নিয়ম বহির্ভূত, তার ভূমিষ্ট হওয়া ও তার মায়ের পবিত্রতা লাভের পুরা ঘটনাটাই নিয়ম বহির্ভূত এবং অলৌকিক। আর এটা আল্লাহ্র জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে, মাকে দশ মাস গর্ভধারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এই নিয়ম ভেঙ্গে সন্তান দান করাও তাঁরই এখতিয়ার। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

সামান্যই হৌক কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালূত ও দাঊদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবীকে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন বিশেষভাবে হিজরতের রাত্রিতে মক্কা ত্যাগের সময়, হিজরতকালীন সফরে এবং বদর যুদ্ধের কঠিন সময়ে। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- (مريم ٢٧-٢٨)-

'অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ'। 'হে হারূণের বোন![১২] তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না' *(মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)*। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহ্র দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ٢٩-٣٣)-

'অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব'? ঈসা তখন বলে উঠল, 'আমি আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন'। 'আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে'। 'এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি'। 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব' *(মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)*।

ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ- مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

'ইনিই হ'লেন মারিয়াম পুত্র ঈসা। আর ওটাই হ'ল সত্যকথা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে), যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে'। 'আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন অতিভক্ত খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, ঈসা 'আল্লাহ্র পুত্র')। তিনি মহাপবিত্র। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! ব্যস, হয়ে যায়'। 'ঈসা আরও বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (মনে রেখ) এটাই হ'ল সরল পথ' *(মারিয়াম ১৯/৩৪-৩৬)*।

কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসার মুখ দিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ কথা শুনেও কি কওমের লোকেরা আশ্বস্ত হ'তে পেরেছিল? কিছু লোক আশ্বস্ত হ'লেও অনেকে পারেনি। তারা নানা বাজে কথা রটাতে থাকে। তাদের ঐসব বাক-বিতণ্ডার প্রতি ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- (مريم ٣٧-٣٨)-

'অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন (মত ও পথে) বিভক্ত হয়ে গেল (দুনিয়াতে যার শেষ হবে না)। অতএব ক্বিয়ামতের মহাদিবস আগমন কালে অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য ধ্বংস'। 'সেদিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমাদের কাছে আগমন করবে, কিন্তু আজ যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে' *(মারিয়াম ১৯/৩৭-৩৮)*।

১২. *মারিয়ামের এক ভাইয়ের নাম ছিল হারূণ। অথবা হারূণ (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কারণেও এটা বলা হ'তে পারে।*

মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য :

আল্লাহ পাক নিজেই মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ- (التحريم ١٢)-

'তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হ'তে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম' *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহ্র মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব *(আলে ইমরান ৩/৪২)*।

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্র উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারীনী ও সিজদাকারীনী *(ঐ, ৩/৪৩)*।

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহ্র আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্তবায়নকারিনী *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(৪) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন 'মারিয়াম' *(আলে ইমরান ৩/৩৬)*। অতএব তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ নিজে রেখেছিলেন।

(২) মারিয়ামের মা দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ'তে এবং আল্লাহ সে দো'আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে। অতএব মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৩) মারিয়াম আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং তাকে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হ'ত *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্মা মহিলাগণ মসজিদের খিদমত করতে পারেন এবং আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন।

(৪) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ পাক নিয়মের স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়ম ভঙ্গকারী। তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন।

(৫) ঈসার জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সময়ে নয়।

(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে আল্লাহ্র হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিব্রীল মানবাকৃতি ধারণ করে মারিয়ামের জামায় ফুঁক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায় দিয়ে তার খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন।

(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। যেমন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ পতিত হয়।

(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহ্র হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ বের হ'তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত জুরায়েজ-এর ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৩]

(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহ্র একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একজন সম্মানিত নবী ও কিতাবধারী রাসূল।

(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কুরআনের সর্বত্র তাঁকে 'মারিয়াম-পুত্র' (عيسى ابن مريم) বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৮৭, ২৫৩; আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি)*। পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে হয়তবা তাঁকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ'ত, যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ابنت عمران) 'ইমরান-কন্যা' বলা হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(১১) একমাত্র মারিয়ামের নাম ধরেই আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন *(তাহরীম ১২)*। যা পৃথিবীর অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে করা হয়নি। অতএব যাবতীয় বিতর্কের অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া আল্লাহ তাঁকে

১৩. *বুখারী, হা/২৪৮২ 'মাযালিম' অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ*।

'ছিদ্দীক্বাহ' অর্থাৎ কথায় ও কর্মে 'সত্যবাদীনী' আখ্যা দিয়েছেন *(মায়েদাহ ৫/৭৫)*। যেটা অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে দেওয়া হয়নি।

ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) তিনি ছিলেন বিনা বাপে পয়দা বিশ্বের একমাত্র নবী *(আলে ইমরান ৩/৪৬ প্রভৃতি)*। (২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ'তে মুক্ত ছিলেন *(ঐ, ৩/৩৬-৩৭)*। (৪) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৫) তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন *(মারিয়াম ১৯/২৭-৩৩; আলে ইমরান ৩/৪৬)*। (৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৪৯)* এবং শেষনবী 'আহমাদ'-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন *(ছফ ৬১/৬)*। (৭) তাঁর মো'জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে *(আলে ইমরান ৩/৪৯; মায়েদাহ ৫/১১০)*।

(৮) তিনি আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে তিনি হালাল করেন *(আলে ইমরান ৩/৫০)*। (৯) তিনি ইহুদী চক্রান্তের শিকার হয়ে সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ৪/১৫৮)*। শত্রুরা তাঁরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এবং তারা নিশ্চিতভাবেই ঈসাকে হত্যা করেনি' *(নিসা ৪/১৫৭)*। (১০) তিনিই একমাত্র নবী, যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সশরীরে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল, ক্রুশ, শূকর ও ইহুদী ধ্বংস করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।[১৪]

[চলবে]

---

১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫-৭ 'ফিতান' অধ্যায় 'ঈসার অবতরণ' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫, ঐ, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত

নবীদের কাহিনী

(পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী)

(১ম খণ্ড)

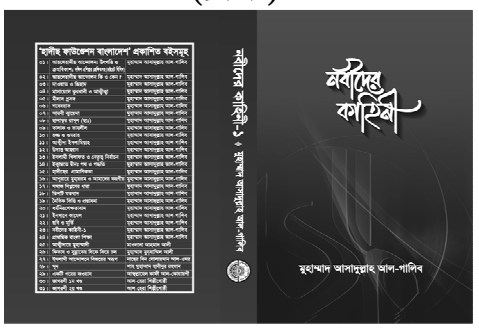

প্রাপ্তিস্থান

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তিনটি বই-

১. ছবি ও মূর্তি
২. তিনটি মতবাদ
৩. তালাক ও তাহলীল

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূল: ড. নাছের আল-ওমর

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

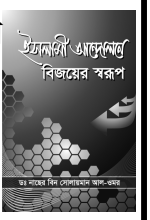

প্রাপ্তিস্থান

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাঃ ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

দাঈর সফলতা লাভের উপায়

মূল : শায়খ ফাহদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াজরী

অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

[ইসলাম দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। বিধায় দ্বীন কায়েমে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আলেম-ওলামা নবীগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রত্যেকেই দ্বীনের একজন দাঈ বা আহ্বানকারী। কিন্তু সকল দাঈর দাওয়াত কার্যকর হয় না বা সকল দাঈ তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে না। এর কারণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যেগুলো অনুসরণ না করা। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি শায়খ ফাহদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াজরী লিখিত نجاح الداعية *শীর্ষক প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। ভারতের জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা* صوت الأمة *(জুন ২০০৭, সংখ্যা ৬, খণ্ড ৩৯) থেকে উক্ত প্রবন্ধটি বঙ্গানুবাদ করে 'দাঈর সফলতা লাভের উপায়' শিরোনামে পত্রস্থ করা হ'ল। -অনুবাদক]*

আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া এক মহান ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সৌভাগ্যবান বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের জ্ঞানসম্পন্ন সকলেই অবগত। কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দানের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ – 'তোমার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান কর হিকমত সহকারে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর পসন্দযুক্ত পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত হ'লেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও' *(বুখারী; মিশকাত হা/১৯৮)*। আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী (দাঈ)-র দাওয়াতের সফলতার জন্য কিছু নির্দিষ্ট উপায় বা মাধ্যম রয়েছে। সুতরাং এ সফলতা দাঈর প্রসিদ্ধি বা খ্যাতি, তার অনুসারীর আধিক্য, মানুষের নিকটে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা, তার লেখনির আধিক্য, শ্রুতিমধুর কথা, ভাষার লালিত্যের কারণে হয় না। এখানে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর সফলতার কতিপয় মাধ্যম আমরা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।-

প্রথমতঃ ইখলাছ

এটা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কেননা এক্ষেত্রে দাঈর কোন ক্ষমতা ও সামর্থ্য নেই, তার লেখনি বা গ্রন্থ যতই প্রচার-প্রসার লাভ করুক এবং তার বক্তব্যের ক্যাসেট সমূহ যতই অধিক হোক না কেন এবং নিকট ও দূরের লোকেরা তাকে চিনুক না কেন ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা ব্যতীত তার কোন সফলতা-কৃতকার্যতা নেই। আর ইখলাছ হচ্ছে কোন কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ 'বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি' *(যুমার ৩৯/১১)*। বড় দাঈ নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ 'আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্র নিকট রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯)*।

সুতরাং দাঈকে হুঁশিয়ার হ'তে হবে যে, তার দাওয়াতের মাধ্যমে অর্থোপার্জন বা সম্পদ লাভ, খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি অর্জন অথবা কোন কাজে অগ্রগণ্য হওয়া তার উদ্দেশ্য হবে না। কিন্তু দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে উপরোক্ত পার্থিব বিষয়গুলি অর্জন মূল উদ্দেশ্য না হয়েও যদি আপনা আপনি ঐসবের কিছু অর্জিত হয় তাতে কোন সমস্যা নেই।

দ্বিতীয়তঃ কথা ও দাওয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন

দাঈর সফলতার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে (কথা-কর্মে) সমন্বয় সাধন। দাঈ যদি মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব, ছালাত আদায় করা ওয়াজিব, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মুসলিম জামা'আত আঁকড়ে ধরে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যিক কর্তব্য, কিন্তু বাস্তবে সে এসবের বিরোধিতা করে, তাহ'লে তা হবে তার জন্য ব্যর্থ, অকার্যকর। শু'আইব (আঃ) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। তিনি একটি পদ্ধতি চালু করেন, একটি তরীকা বর্ণনা করেন, যা তিনি তাঁর কওম ও উম্মতদেরকে এবং যারা এ আয়াত পাঠ করবে তাদেরকে বলেছেন,

وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ إِلاَّ الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ،

'আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করি সে কাজে পরে নিজেই লিপ্ত হব। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই। আল্লাহ্র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*।

আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل 'আমি এমন কিছু মানুষকে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, বক্তব্য তাদেরকে আকর্ষণ

করেনি, নিশ্চয়ই আমল বা কর্মই তাদেরকে আকর্ষণ করেছে'। কোন কোন সালাফে ছালেহীন বলেন, من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 'যে ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাকে এমন ইলমের অধিকারী করবেন যা সে জানত না'।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

বর্তমান সময়ে অনেক দাঈর ভুল পদ্ধতি হচ্ছে, বাহ্যিক সফলতার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা। সুতরাং দাঈ গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ এবং দারস দান ও বক্তব্য উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়। আর ভুলে যায় এবং ভুলে যাওয়ার ভান করে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে এবং দাওয়াতের তাওফীক কামনা করতে। যেহেতু সে বাহ্যিক কর্মপরিকল্পনার উপর নির্ভর করে, তাই দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে তাওফীক্ব কামনা করে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয়।

দাঈর জন্য আবশ্যক হ'ল আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করা। দাওয়াত, শিক্ষাদান, শিক্ষার্জন, জিহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র তাওফীক্ব কামনার মাধ্যমে তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণই ছিল রাসূলের নিকট প্রথম ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তিনি দো'আ করতেন,

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلاَتَكِلْنِيْ إِلِىَ نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ،

'হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমার রহমতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং তুমি আমার সকল কর্মকাণ্ডকে সংশোধন করে দাও এবং তুমি আমার চোখের পলককেও আমার দিকে সোপর্দ করে দিও না'।

চতুর্থতঃ শারঈ জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া

এটা এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের অনেক ইসলামী দলই উদাসীন। বর্তমানে অনেক দল যারা (দাওয়াতের) এক্ষেত্রে প্রবেশ করে তারা গুরুত্বপূর্ণ এ মাধ্যম বা হাতিয়ারকে ভুলে যায় ও ভুলে যাওয়ার ভান করে বা অবজ্ঞা, অবহেলা করে। অথচ ইলম তথা জ্ঞানই হচ্ছে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম। বর্তমানে অনেক দল আছে, যারা দাওয়াতের ময়দানে বিকাশমান এবং যারা দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ততার দাবীদার, তারা আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের আকৃতি-প্রকৃতি বিকৃত করে দিয়েছে। তারা একে বিকৃত করেছে, কেননা তারা দাওয়াত দিতে শুরু করেছে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টি, ভিত্তিমূল ও শক্তিশালী উৎস ব্যতিরেকে। ফলে নিজেরা গোমরাহ ও বিভ্রান্ত হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে।

একারণেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর প্রভু বলেন,

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْراً نَّهْدِيْ بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

'আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন' *(শূরা ৪২/৫২)*।

পঞ্চমতঃ বিদ'আত, পাপাচার ও গোমরাহীর মজলিস পরিহার করা

যখন দাঈ ইচ্ছা পোষণ করবে দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত হয়ে কথা ও কর্মে কৃতকার্য হ'তে, তখন তাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ও প্রকাশ্য হ'তে হবে এবং তাকে সুস্পষ্ট হ'তে হবে যে, সে কাদের বৈঠকে বা মজলিসে বসবে। দাঈর জন্য আবশ্যক হ'ল বিদ'আত, পাপাচার ও গোমরাহীর বৈঠক সর্বতোভাবে পরিহার করা। সুতরাং সে বিদ'আতপন্থীদের সাথে একই স্থানে, একই বিশ্রামাগারে, একই সমাবেশস্থলে, একই কনফারেন্সে কিংবা একই সভা-সেমিনারে সমবেত হবে না। কিন্তু যখন (বিদ'আত সংক্রান্ত) বিতর্কে তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন উদ্দেশ্য হবে, তখন তাদের সাথে একত্রে বসতে অসুবিধা নেই। আর যখন তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বৈঠকে বসবে এমনকি যদি বলে, আমি তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে ঐকমত্য পোষণ করব, তাহ'লে এরূপ বৈঠকে বসা সমীচীন হবে না।

আল্লাহ্র পথের শ্রেষ্ঠ দাঈ নবী-রাসূলগণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। তাঁরা তাঁদের কওমকে পরিত্যাগ করেছেন। ফলে তাদের জন্য কৃতকার্যতা, সফলতা ও সৌভাগ্যের তরীকা-পদ্ধতি অবারিত হয়ে গেছে। অতএব এক্ষেত্রে ইবরাহীম (আঃ) এক অনুপম দৃষ্টান্ত। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا-

'অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকূবকে এবং প্রত্যেককে নবী করলাম' *(মারইয়াম ১৯/৪৯)*।

আল্লাহ আরো বলেন, فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ 'তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়' *(নিসা ৪/১৪০)*। এখানে আল্লাহ বিরোধীদের সাথে বসতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ 'অন্যথা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে' *(নিসা ৪/১৪০)*।

দাওয়াতের প্রতি আগ্রহী এমন অনেক লোক আছে যারা দাঈদের পাপাচারী ও পথভ্রষ্ট লোকদের মজলিসে বসায় এবং তারা যা বলে তার সাথে সাদৃশ্য করার চেষ্টা করে। তাদের সাথে ও পার্শ্বে উপবেশন করে, যদিও গোপনে তাদের বিরোধিতা করে।

ষষ্ঠতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দ্বারা সূচনা করা

দাঈ তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা করবে বা একটি পদ্ধতি চালু করবে। হোক সেটা দরসের ক্ষেত্রে, বক্তব্যের ক্ষেত্রে অথবা লিখিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে। তার এ পদ্ধতি হ'তে হবে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় এবং তার অনুসৃত তরীকাও হ'তে হবে প্রকাশ্য। অতঃপর সে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোনটার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। যদি সে লেখক, প্রভাষক, বক্তা বা শিক্ষক হয় তাহ'লে সে প্রথমে শিরক থেকে সতর্ক করবে এবং তাওহীদ তথা একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিবে। সুতরাং সে এমন বিষয় দ্বারা আরম্ভ করবে, যা তাওহীদকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবে।

দাঈ নবীগণের দাওয়াতের বিষয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাবে যে, তাঁরা তাঁদের সময় ও জীবনকালকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের অন্তর সংশোধনের কাজে ব্যয় করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ،

'সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মাঝে একটা গোশতপিণ্ড আছে। সেটা যদি পরিশুদ্ধ হয়, তাহ'লে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়। আর সেটা যখন বিপর্যস্ত হয়, তখন সমস্ত শরীর বিশৃংখল-বিপর্যস্ত হয়। আর সেটা হ'ল কলব বা অন্তর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

দাঈর উচিত আমাদের নিকটবর্তী সময়ের মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। তিনি তাঁর দাওয়াতের ময়দানে কৃতকার্য হয়েছিলেন বিত্ত-বৈভব, অনুপম বাচনভঙ্গি বা সম্ভ্রান্ত বংশ মর্যাদা কিংবা তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারীদের কারণে নয়। তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন এজন্য যে, তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, একটি তরীকা বের করেছিলেন। আর তিনি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে শুরু করেছিলেন। সেটা হ'ল আল্লাহ্র একত্ববাদ। ফলে তিনি ثلاثة الاصول 'তিনটি মূলনীতি' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যে গ্রন্থটি বিভিন্ন যুগ ও এলাকার লোকজন ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করে।

সপ্তমতঃ নিকটাত্মীয়দের থেকে শুরু করা

সফল দাঈ হচ্ছেন তিনি, যিনি তার নিকটাত্মীয়দের থেকে তথা পরিবার থেকে দাওয়াত শুরু করেন। অতঃপর পিতা-মাতা, প্রতিবেশী প্রমুখকে দাওয়াত দেন। সফল দাঈ প্রথমতঃ নিজ পরিবারের সদস্যদের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রতিবেশীদের দিকে, মসজিদের জামা'আতের দিকে এবং যারা তাদের সাথে বসেন তাদের দিকে মনোনিবেশ করেন।

ঐসকল লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করুন, যারা মসজিদে ইমামতি করেন। তিনি মহল্লার মসজিদকে পরবর্তীতে একটি ইসলামিক কেন্দ্রে পরিণত করে ফেলেন। তিনি প্রতিবেশীদেরকে দাওয়াত দেয়া শুরু করেন, তাদের সাথে বসেন এবং তাদের প্রতি ইহসান করেন, যদিও কখনো তিনি তার শহর থেকে না বের হন। এর মাধ্যমে তিনি এ আয়াতের প্রতি আমল করেন। আল্লাহ বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ– 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*। এ আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ও ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ (রাঃ)-কে ডাকতে লাগলেন এবং তাঁর চাচাদেরকেও সতর্ক করতে লাগলেন। এটাই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি, যার উপর চলা দাঈর জন্য আবশ্যক। এটা একটা সুস্পষ্ট বিষয়।

অষ্টমতঃ আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করা

নিশ্চয়ই দাঈ যখন জানবে যে, দাওয়াত দেওয়া একটি সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব, একটি গৌরবময় ইবাদত এবং তাকে তার কর্মের ভিত্তিমূল ও মূল দায়িত্বে পরিণত করবে এবং তাকে নিজের উপর আবশ্যকীয় কাজ হিসাবে ফরয করে নিবে, তখন সে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার শক্তি-সামর্থ্য তথা তাওফীক্ব পাবে। তখন সে এ কাজকে অবসর সময় বা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ফেলে রাখবে না। কেননা অবসর ও উপযুক্ত সময়ে দাওয়াত দানের অপেক্ষায় থাকলে অবসর ও সুযোগের পরে তা বর্জন করবে। উদাহরণ স্বরূপ সে রামাযান মাসেই কেবল দাওয়াত দিবে, বক্তব্য দিবে ও দাওয়াত দানের চেষ্টা করবে, যখন রামাযান চলে যাবে, দাওয়াত দান পরিহার করবে। হয়তো তার এই বর্জন ও অবকাশ পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। এমনকি পরবর্তী বছরে রামাযান আসা পর্যন্ত সে

অক্ষম ও অলস হয়ে বসে থাকবে। কিন্তু আমরা যদি দাওয়াতকে আমাদের দিবা-রাত্রি বা দৈনন্দিন আবশ্যকীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেই তাহ'লে ঐ কাজ করতে আমরা সমর্থ হব। এখানে দাওয়াত বলতে শুধু ভাষণ ও বক্তৃতা প্রদানকে বুঝাতে চাইনি; বরং দাওয়াতের সাথে পারস্পরিক সাক্ষাৎ, হাদিয়া, উপঢৌকন বিনিময় প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَـذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَـا وَمَـنِ اتَّبَعَنِيْ –

'বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

নবমতঃ একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা স্তরের জন্য দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ না করা

এর অর্থ হচ্ছে দাঈ সবাইকে দাওয়াত দিবে। সে হয়তো এমন মহল্লায় বসবাস করে, যার আশপাশে আছে অনারব প্রতিবেশী বা মূর্খ, নিরক্ষর সাধারণ লোক কিংবা স্বল্প শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও মহিলা। সুতরাং কেবল যুবকদের জন্য কিংবা নারীদের জন্য অথবা শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, আমীর-ওমারার জন্য দাওয়াতকে নির্দিষ্ট করা ভুল। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পন্থা নয়। সুতরাং দাওয়াত সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য অবারিত হ'তে হবে। আর এক্ষেত্রে মূলভিত্তি হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ,

لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ

'যদি তোমার (দাওয়াতের) মাধ্যমে আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত (সঠিক পথ) দান করেন, তাহ'লে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়ে অতি উত্তম হবে'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى– أَنْ جَاءهُ الْأَعْمَى– وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى– أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى– أَمَّا مَنِ اسْـتَغْنَى– فَأَنْـتَ لَـهُ تَصَدَّى– وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى– وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَـسْعَى– وَهُوَ يَخْشَى– فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى– كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ– فَمَـنْ شَاءَ ذَكَرَهُ–

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হ'ত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার উপকার হ'ত। পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগূল। সে শুদ্ধ না হ'লে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসল, এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে। আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন! কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। অতএব যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে' *(আবাসা ৮০/১২)*।

দশমতঃ দাওয়াত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট হওয়া

দাঈ কখনোই সফলতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ তার দাওয়াত সুস্পষ্ট না হবে। সুস্পষ্ট বলতে আল্লাহ্র কিতাব আল-কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত হাদীছের দিকে দাওয়াত দেওয়া বুঝানো হয়েছে। সুতরাং দাওয়াত কোন অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য কিংবা হেয়ালী ও ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী বিষয়ের প্রতি হবে না। বরং প্রকাশ্য পদ্ধতিতে প্রকাশ্য রূপেই দাওয়াত হ'তে হবে। যারা এ বলে দলীল সাব্যস্ত করে থাকেন যে, নবীগণ গোপনে দাওয়াতী কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন, তারা ভুল বলেন। কেননা নূহ (আঃ) যেমন বলেছেন,

ثُمَّ إِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً– ثُمَّ إِنِّيْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً– فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً–

'অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি। অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি' *(নূহ ৭১/৮-১০)*।

এভাবে সূরা নূহের শেষ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য। আর তাঁর দাওয়াত যে প্রকাশ্য ছিল তার প্রমাণ হ'ল তিনি দিনে-রাত্রে, প্রকাশ্যে-গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন। এখানে 'গোপনে'র (الإسرار) অর্থ হচ্ছে আমি তাদেরকে সমবেত অবস্থায় এবং পৃথক পৃথক অবস্থায় দাওয়াত দিয়েছি। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও তিন বছর গোপনে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

যদি দাঈ কোন কাফির দেশে বসবাস করে এবং আশংকা করে যে, মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করলে, হকের দিকে দাওয়াত দিলে লাঞ্ছিত-অপমানিত হ'তে হবে অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হবে তাহ'লে ভিন্ন কথা। কিন্তু কোন মুসলিম ভূ-খণ্ডে কিংবা মুসলিম দেশে বসবাস করলে উচিত হবে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেওয়া এবং দাঈর উচিত হবে প্রকাশ্য হওয়া। কেননা দাঈ যদি অপ্রকাশ্য বা আড়ালে থাকে অতঃপর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এবং মানুষের কাছে নিজের আবরণ খুলে দেয়, তখন মানুষ তাকে অপসন্দ করবে, এমনকি তার নিকটের লোকও।

[চলবে]

ইসলামে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও শ্রমিকের অধিকার

*ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম**

মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করলেও সামাজিক অবস্থান সবার একই রূপ নয়। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ উঁচু বংশের, কেউ নীচু বংশের, কেউ দক্ষ, কেউ অদক্ষ। আবার এক একজন এক এক বিষয়ে পারদর্শী। ফলে বিভিন্ন পেশায় তারা নিয়োজিত। ইসলাম সকল বৈধ পেশাকে উৎসাহিত করে এবং সকল পেশার মানুষকে সমান সম্মান করে। সম্পদ, বংশ ও পেশার কারণে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিরূপিত হয় নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। কাজেই যে কোন পেশার লোক সম্মানের পাত্র। কেননা সমাজ জীবনে তথা দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন পেশার লোকের মুখাপেক্ষী হই। এমনকি শ্রমিক-মজুর, দাস-দাসী, শিক্ষক, জেলে, তাঁতী ও ব্যবসায়ী প্রত্যেকেরই সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কাজেই প্রত্যেক পেশাজীবির অধিকারের প্রতি আমাদের সমান যত্নবান হওয়া এবং সমান সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ।

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক, মানসিক ও কৌশলগত শক্তি আছে। এগুলি কাজে বিনিয়োগ করার নাম শ্রম। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তি শ্রমিক। শ্রমের দ্বারা মানুষ তার ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর সব মহৎ কাজের পিছনে অজস্র মানুষের শ্রম জড়িত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষ যতটুকু চেষ্টা করবে, ততটুকু সে পাবে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শ্রম দিয়ে জীবিকার্জন করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوِدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ-

'কারও জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন'।[১]

উন্নয়নের জন্য শ্রমের বিকল্প নেই। তাই শুধু ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে মশগূল না থেকে ছালাত শেষে জীবিকার্জনের জন্য পৃথিবীতে বের হয়ে পড়ার কথা আল্লাহ বলেছেন *(জুম'আহ ৬২/১০)*।

কারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের পর। অধিকার প্রাপক ও অধিকারদাতা উভয়ের সুসম্পর্ক ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে অধিকার প্রতিষ্ঠা। পারস্পরিক সমঝোতা ছাড়া কোনক্রমেই তা সম্ভব হয় না। শ্রমিক নিজের উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, এ কাজ সে অর্থ উপার্জনের জন্য করে না; বরং এর সাথে পরকালের সফলতা জড়িত বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। শ্রমিকের দায়িত্ব চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। ইরশাদ হচ্ছে, 'শ্রমিক হিসাবে সেই ব্যক্তি ভাল, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/২১৬)*। শ্রমিক দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে অলসতা প্রদর্শন করলে তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা ওযনে কম দেয়। ওযন নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং দেওয়ার সময় কম করে দেয়' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১-৩)*। শ্রমিক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিবে এটা তার কর্তব্য। আর এ কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করলে তার জন্য দ্বিগুণ পুণ্যের কথা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহ্র হকও আদায় করে'।[২]

শ্রমিক শুধু দায়িত্ব পালন পূর্বক মালিকের মনোরঞ্জন করে চলবে আর তার কোন প্রাপ্যতা থাকবে না এটা হ'তে পারে না। সে যেমন নিজের দেহের রক্ত পানি করে মালিকের কাজের যোগান দিবে, তেমনভাবে তার মালিকের নিকট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা হ'ল, لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ 'কোন ক্ষতি করা চলবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না'।[৩]

শ্রমিকের প্রথম দাবী বা অধিকার হ'ল তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও'।[৪] শ্রমজীবি লোকদের মজুরী লাভ করা তার নায্য দাবী সমূহের মধ্যে অন্যতম। এ দাবী পূরণে নানাজন নানাভাবে নির্ধারণের কথা বলে থাকেন। পুঁজিবাদীদের মতে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ, রাজশাহী।

১. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯।*

২. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/১১।*
৩. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৬।*
৪. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯৮৭, হাদীছ ছহীহ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*

যোগানের অনুপাতে শ্রমের মূল্য নির্ণীত করতে হবে।[৫] সমাজতান্ত্রিকদের মতে দক্ষতানুসারে কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরী দিতে হবে।[৬] এ সমস্ত মতবাদ অনুসারে শ্রমিকের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। তাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করতে হ'লে শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে মজুরী নির্ধারণ করতে হবে।[৭] ওমর (রাঃ) প্রয়োজন ও দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে বেতন নির্ধারণ করে দিতেন।[৮] অনেক সময় শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকগণ উপযুক্ত মজুরী প্রদান না করে ইচ্ছামত মজুরী দেন এবং শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত করেন ও ঠকান। শ্রমিকগণ নীরবে তা সহ্য করে থাকে। এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তার মধ্যে একজন হ'ল যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে, অথচ তার পূর্ণ মজুরী প্রদান করে না' (وَرَجُلٌ اَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)।[৯]

শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কাজের সময় নির্ধারণ। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করে নিত। এতে শ্রমিকদের অত্যাচারের সীমা থাকত না। এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত শ্রমিকগণ ১৯৮০ সালে মে মাসে শিকাগো শহরে আট ঘণ্টা কাজ করার দাবীতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। শেষ পর্যন্ত দাবীর মুখে তা গৃহীত হয়।[১০] তবে এ নির্ধারণটাও যুক্তিসংগত নয়। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হ'ল- শ্রমিকের নিকট হ'তে ততক্ষণ কাজ করে নেয়া যাবে, যতক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সক্ষম।[১১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'কাউকে আল্লাহ তার সাধ্যের অতীত কাজের দায়িত্ব দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

কাজ করে নেয়ার আগে শ্রমিককে তার কাজের ধরন সম্পর্কে অবগত করাতে হবে। তাকে এক কাজে নিয়োগ করে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাজে লাগানো উচিত নয়। এমনকি তার সম্মতি ব্যতীত যেকোন কাজে নিয়োগ দান সমীচীন নয়। শ্রমিক দিয়ে এমন ধরনের কাজ করানো আদৌ সঙ্গত হবে না যা তার জন্য অতি কষ্টকর বা সাধ্যাতীত। সর্বদা মনে রাখতে হবে শ্রমিক মালিকের হাতের ক্রীড়নক নয়, বরং সে তারই সমমর্যাদার অধিকারী স্বাধীন এক সত্তা।[১২]

শ্রমিকের পেশা পরিবর্তন বা কর্মস্থল পরিবর্তনে অধিকার থাকবে। এতে কারও হস্তক্ষেপ অর্থই তার স্বাধীন সত্তায় বাধা দানের শামিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে যে, শ্রমিককে তার এই মানবিক স্বাধীনতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক ইচ্ছামত কাজ নির্বাচন করে নিতে বা এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে গমন করতে পারে না। ১৯৪০ সালের ২৬ জুন তারিখে স্টালিনের আমলে শ্রমিকদের স্থানান্তরের অধিকার হ'তে বঞ্চিত করা হয়।[১৩]

শ্রমিকের আরেকটি প্রণিধানযোগ্য অধিকার হ'ল লভ্যাংশের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব লাভ করা। আমরা দেখতে পাই শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও মুনাফা লুটে নেয় মালিক শ্রেণী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই অমানবিক ব্যবস্থার মূলে কুঠারাগাত হেনে ঘোষণা করেন, 'শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ হ'তেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহ্‌র মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না'।[১৪]

সমাজের সদস্য হিসাবে অন্যসব মানুষের ন্যায় শ্রমিকেরও মৌলিক অধিকার রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে। এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিকদের একান্ত কর্তব্য। শ্রমিকের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে এমন ধরনের কাজ তাদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা অনুচিত। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, 'মালিকের জন্য উচিৎ শ্রমিকের নিকট থেকে ততটুকু কাজ নেওয়া, যতটুকু সে সামর্থ্য অনুযায়ী অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। এমন কোন কাজ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে অথবা তার ক্ষতি হয়।[১৫]

শ্রমিকদেরকে সুদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা মালিক পক্ষের কর্তব্য। অনুরূপভাবে সমাজের অন্যান্য লোকের সন্তানের ন্যায় তাদের সন্তানরাও যেন উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে সুযোগ করে দেওয়াও কর্তব্য।

শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন সাধারণতঃ দারিদ্র্যসীমার একেবারেই নীচে বসবাস করে। তাই তাদের অধিকাংশের মাথা গুজার ঠাঁই পর্যন্ত থাকে না। যদিও কিছু লোকের

৫. *ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃঃ ১০৯।*
৬. *ঐ।*
৭. *ঐ, পৃঃ ১১১।*
৮. *মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনু: মাওলানা আবদুল আউয়াল (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০০ খৃঃ), পৃঃ ৭৮।*
৯. *বুখারী; মিশকাত হা/২৯৮৪।*
১০. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃঃ ১১৩।*
১১. *ঐ।*
১২. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃঃ ১১৪।*
১৩. *ঐ, পৃঃ ১১৫।*
১৪. *ঐ, পৃঃ ১১৬।*
১৫. *ঐ।*

বাসস্থান থাকে, তবে তাদের কাজের তাকীদে নিজ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাতে হয়। ফলে তারা হয় উদ্বাস্তু। তারা যেন নিদ্রা ও বিশ্রামসহ সুস্থ থেকে মনযোগের সঙ্গে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মালিকের উপর বর্তায়। মালিকের পক্ষ থেকে এটি এক ধরনের অনুগ্রহ মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের প্রাপ্য অধিকার। ওমর (রাঃ) সরকারী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলতেন, 'সবচেয়ে ভাল এবং সৎ শাসনকর্তা সে-ই যার অধীনে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সাথে থাকে। আর সবচেয়ে খারাপ শাসনকর্তা সেই, যার প্রজা-সাধারণ অভাব ও অশান্তিতে দিন যাপন করে।[১৬]

মিল-কারখানা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে সেখানে মুনাফা হবার সাথে সাথে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল বা মালিকের সম্পদের ক্ষতি সাধিত হ'তে পারে। এতে অর্থপিপাসু ও আত্মসর্বস্ব মালিকগণ জঘন্য লালসার বশবর্তী হয়ে শ্রমিকগণের কাজ খারাপের অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণের নামে শোষণ করতে তৎপর হয়ে উঠে। এটা যথারীতি শ্রমিকের অধিকার হরণ। তাদের শ্রমের যতকিঞ্চিত অবমূল্যায়ন করা যেন না হয় সেদিকে মালিকগণের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, 'যাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিক হিসাবে রাখা হয়েছে, তার হাতে যদি ক্ষতি বা কোন কিছু নষ্ট হয়ে যায়, তবে ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব শ্রমিকের উপর বর্তায় না। হ্যাঁ, সে যদি ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে তা করে তবে অন্য কথা। আর এই ব্যাপারে কোন সাক্ষী না থাকলে মজুরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কসম সহ'।[১৭]

কোন কোন মালিক কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে শ্রমিকের পারিশ্রমিক কমিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। এটি একেবারে অমানবিক কাজ। শ্রমিককে নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করার পর, উৎপাদন ঘাটতি হ'লেও তাদের মতামত ব্যতীত সামান্যতম পারিশ্রমিক কম করা যাবে না। ঘাটতির লোকসান মালিককেই বহন করতে হবে।[১৮]

শ্রমিকগণের চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান করা তাদের অন্যতম অধিকার হিসাবে গণ্য। মালিকগণ ইচ্ছামত শ্রমিককে চাকুরীচ্যুত করবে কিংবা কথায় কথায় চাকুরী ছাড়ার নোটিশ দিবে এটা মানবতা বিরোধী। তাই শ্রমিকগণ যাতে নিশ্চিন্ত মনে চাকুরী করতে পারে এ ব্যাপারে নিয়োগকারী সংস্থা অভয়বাণী প্রদান করবে। অপরপক্ষে শ্রমিকগণ অসুবিধার কারণে চাকুরী ছাড়তে চাইলে সে সুযোগ তাদের দিতে হবে। এমনিভাবে নিয়োগকারী সংস্থার মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিলে সে শ্রমিকের সাথে কৃতচুক্তি বাতিল করতে পারে। এই সকল পরিস্থিতিতে সবকিছু ন্যায়নীতির ভিত্তিতে হচ্ছে কি-না সে দিকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সতর্ক দৃষ্টি রাখবে মালিকগণ, যাতে কোন রকমের বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়।[১৯]

মানুষের জীবনে চাহিদার অন্ত নেই। চাহিদা বহুল জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন। শ্রমিকদের অর্থ-উপার্জনের একমাত্র পথ শ্রমের বিনিময় গ্রহণ। মালিকগণ শ্রমিকদের যে অর্থ প্রদান করে থাকে, এতে যদি তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ না হয়, তবে সে স্বীয় প্রয়োজন পূরণার্থে মালিকের নিকট দাবী-দাওয়া পেশ করার অধিকার রাখে। তাদের যথোপযুক্ত দাবী পূরণের কথা উল্লেখ করে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'শ্রমিকদেরকে যথারীতি খাদ্য ও পোষাক দিতে হবে'।[২০]

বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ শ্রমিকগণের সবচেয়ে বড় প্রাণের দাবী। শ্রমই শ্রমিকগণের একমাত্র পুঁজি। শ্রমিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জীবিকা নির্বাহের কোন পথই থাকে না, যা দিয়ে সে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সে তখন একেবারে অসহায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। খাদ্যের জন্য সে তার যৌবনের উষ্ণ রক্ত ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে আজ সে নিঃস্ব ও রিক্ত অথচ মালিকগণ ভুলেও তার করুণ দৈন্যদশার দিকে ফিরে তাকায় না। তাই বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসহায় ও দুর্বল লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মালিক তথা সরকারের। সরকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবে, প্রয়োজন অনুপাতে ভাতা নির্ধারণ এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً: فَعَلَىَّ قَضَؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ-

'আমি মুমিনের অভিভাবক। তাদের মধ্যে হ'তে কেউ মৃত্যুবরণ করলে এবং তার উপর কর্য (দেনা) থাকলে আর তা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে তা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। আর যদি সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার অংশীদারগণ এ সম্পদের অধিকারী হবে'।[২১]

---

১৬. *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, পৃঃ ১১৭-১১৮।*
১৭. *ঐ।*
১৮. *ঐ।*
১৯. *ঐ।*
২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৪৪।*
২১. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৪৪।*

শান্তির ধর্ম ইসলাম

*মুহাম্মাদ রশীদ**

ইসলাম শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে ‘সিলম’, যার অর্থ শান্তি। অতএব ইসলাম-এর পারিভাষিক অর্থ হবে নবী (ছাঃ)-এর ত্বরীক্বা মোতাবেক আল্লাহ্র বিধান পালন করতঃ জীবন গঠন করে শান্তি লাভ করা।

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইসলামই হ’ল সঠিক ও সত্য ধর্ম। বাকী সব বাতিল। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন সকলেই ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন ধর্ম ও মতের আবির্ভাব ঘটে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَن يُّقْبَلَ مِنْهُ-

‘যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের অন্বেষণ করবে তার পক্ষ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। অতএব ইসলাম ছাড়া যত দ্বীন আছে সবই বাতিল।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِىْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

‘যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তার শপথ, যদি এ উম্মতের মধ্য হ’তে কোন ইহুদী ও খৃষ্টান আমার কথা শুনে কিন্তু আমাকে যা কিছু দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার উপর ঈমান না এনে মারা যায়, তাহ’লে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[১]

সম্প্রতি ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার চালাচ্ছে। সে কারণে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামের সততা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা পেশ করা হ’ল:

কুরআন সৎপথ প্রদর্শনকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيْراً- وأَنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً-

‘নিশ্চয়ই এ কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না, আমরা তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯-১০)*।

ইসলাম মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন তথা সকল মানবের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَـى وَالْجَـارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَـا مَلَكَـتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً-

‘তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র আর তার সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর পথিক এবং তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারী তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

উক্ত আয়াতে নিয়মতান্ত্রিক মুসলিম-অমুসলিম সবার সাথে সদ্ব্যহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম যে ন্যায়-নিষ্ঠার ধর্ম তা-ই এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। অতএব ইসলাম যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং অশান্তি প্রতিষ্ঠা চায় না এ আয়াত দ্বারা তা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হচ্ছে।

ইসলাম অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে ও কারো সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً- وَمَن يَّفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيْراً-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরে একজন আরেকজনের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে (যা উপার্জিত হয় তা ভক্ষণ করো)। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াশীল। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন ও নির্যাতন করে এ রকম করবে আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব। এটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ’ *(নিসা ৪/২৯-৩০)*।

ইসলাম লোকজনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

* *উনাইযা ইসলামিক সেন্টার, সঊদী আরব।*

১. *মুসলিম হা/১৫৩।*

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَّكُوْنُوْا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। সম্ভবতঃ ওরা বিদ্রূপকারীদের থেকে ভাল হ'তে পারে। আর কোন নারী যেন অন্য নারীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। সম্ভবতঃ ওরা বিদ্রূপকারিণীদের থেকে ভাল হ'তে পারে। তোমরা একজন আরেকজনকে দোষারোপ করো না এবং একজন আরেকজনকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর অসৎ কাজ করা কতই না খারাপ। আর যারা তওবা করে না তারাই অত্যাচারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

উক্ত আয়াতে সাধারণ লোকজনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং একে অপরকে দোষারোপ ও মন্দ নামে ডাকাকে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ইসলামের যদি এরকম নির্দেশ থাকে, তাহ'লে ইসলাম কি সন্ত্রাসী কাজ-কর্মের নির্দেশ দিতে পারে? একটু ভাবলেই তা অনুমেয়। অতএব ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এর দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হচ্ছে।

ইসলাম পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে দূরে থাক। কারণ কোন কোন ধারণা গুনাহ। আর তোমরা অন্যের গোপন বিষয় অন্বেষণ করো না এবং তোমরা একজন আরেকজনের পরনিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করাকে পসন্দ করবে? না, তোমরা একে অপসন্দই করবে। ভয় করো আল্লাহকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও দয়াবান' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

কতই সুন্দর ইসলাম যে, সন্ত্রাস তো দূরের কথা বরং কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কুধারণা করতে নিষেধ করেছে। তবে কেউ যদি প্রকাশ্যে কিছু করে তাহ'লে তা ভিন্ন কথা। কারো গোপন দোষ অন্বেষণ করতে এবং পরনিন্দা করতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। ইসলাম যে স্বচ্ছ, সুন্দর ও কালিমামুক্ত এগুলো তারই প্রমাণ।

ইসলাম জাত ও বর্ণের পার্থক্য করে না। আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে লোকসকল! আমি তোমাদের নর ও নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্য হ'তে সে-ই সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও দক্ষ' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক সকল মানবকে সমানভাবে উল্লেখ করেছেন। চাই কালো হোক, সাদা হোক কিংবা অন্য কোন রঙ্গের হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির ভিত্তিতে।

ইসলাম সবাইকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ-

'বলুন, হে কিতাবধারীগণ! এসো একটি বাণীর দিকে যেটি আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আমরা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করি। আর আমাদের একজন অন্যজনকে রব হিসাবে গ্রহণ করি না। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল তোমরা সাক্ষী থাক আমরা হচ্ছি মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক কিতাবধারীদেরসহ সকল মানব জাতিকে একমাত্র তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন। অতএব সকল মানবজাতির উচিত যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর একমাত্র আল্লাহকেই প্রভু হিসাবে মানবে।

ইসলাম গচ্ছিত আমানত হক্বদারদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ হক্বদারদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা লোকজনের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক আমানত আদায় ও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম যে সুন্দর ও ন্যায়-নিষ্ঠার ধর্ম তা-ই এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। তাই ইসলামী বিধি-বিধান যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে ভূমণ্ডলে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব ইসলাম যে শান্তির ধর্ম, সন্ত্রাসের ধর্ম নয় এটাই প্রমাণিত।

ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে কুরআনে অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। বরং কুরআনের পুরো অংশটাই সৌন্দর্যে ভরপুর। কিন্তু এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হ'ল। আশা করি ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের দলীল হিসাবে এগুলোই যথেষ্ট।

ইসলাম সৎ চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যা মানুষকে অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। জবাবে তিনি বলেন, تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 'আল্লাহভীতি ও সৎচরিত্রই সর্বাধিক জান্নাতে প্রবেশ করাবে'।[২] অতএব ইসলাম সৎচরিত্রের অধিকারী হওয়ার ও আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ প্রদান করে, সন্ত্রাসের নয়।

ইসলাম সততা অবলম্বন করার ও মিথ্যাচারিতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছে।

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সততা অবলম্বন করো। কারণ সততা নেক কাজের পথ দেখায় এবং নেক কাজ জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। মানুষ সৎ কথা বলতে থাকে এবং সততার অন্বেষণ করতে থাকে। পরিশেষে তার নাম আল্লাহ্র কাছে সত্যবাদী হিসাবে লিখা হয়। আর তোমরা মিথ্যাচারিতা থেকে দূরে থাক। কারণ মিথ্যাচারিতা মানুষকে অসৎ কাজের দিকে নিয়ে যায় এবং অসৎ কাজ জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে থাকে ও মিথ্যার অন্বেষণ করতে থাকে। ফলে তার নাম আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদীরূপে লিখে দেয়া হয়'।[৩]

অতএব ইসলাম যে সৎ ও ন্যায়-নিষ্ঠার ধর্ম এর দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হ'ল। পক্ষান্তরে ইসলাম যে মিথ্যাচারিতা ও ধোকার ধর্ম নয় এর দ্বারা তাও প্রমাণিত হ'ল।

ইসলাম শুধু মানুষ কেন বরং কুকুরের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে।

عن أبى هريرة رضى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে তার প্রচণ্ড পিপাসা অনুভূত হ'লে সে কূপে নেমে পানি পান করল। তারপর কূপ থেকে বের হয়ে দেখল একটা কুকুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভিজা মাটি চাটছিল। সে বলল, যেভাবে আমার তৃষ্ণা পেয়েছে সেভাবে এ কুকুরেরও তৃষ্ণা পেয়েছে। তাই সে তার চামড়ার মোজা ভরে পানি নিল এবং চামড়ার মুখ বন্ধ করে উপরে উঠল আর কুকুরকে পানি খাওয়াল। যার ফলে আল্লাহ তার শুকরিয়া আদায় করলেন আর তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্য কি পশুতেও ছওয়াব রয়েছে? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক জীবন্ত কলিজা বিশিষ্ট প্রাণীতে ছওয়াব রয়েছে'।[৪]

যে ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করে ইসলাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ-

২. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৩২ সনদ হাসান।*

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪।*

৪. *বুখারী হা/২৩৬৩।*

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে বলল, আল্লাহ্র কসম আমি এটি মুসলিমদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিব, যেন তারা কষ্ট না পান (আর ওটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল)। যার ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল'।[৫]

মানুষ কেন বরং কোন প্রাণীর উপরও যুলুম করা ইসলামে অবৈধ। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

'একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছে। তাই সে মারা গেছে। ফলে মহিলাটি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। মহিলাটি যখন বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল তখন তাকে খেতেও দেয়নি এবং পান করতেও দেয়নি। এমনকি তাকে মাটির কীট পতঙ্গও খেতে দেয়নি'।[৬]

ইসলাম মানুষ কেন বরং একটা বিড়ালকেও কষ্ট দিতে নিষেধ করেছে। অতএব যাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা উচিত। আর কোন বিষয় বোধগম্য না হ'লে বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞেস করা উচিত। আল্লাহ সকলকে সঠিক জ্ঞান দান করুন আমীন!

যার অসদাচরণ থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ،

'যার অসদাচরণ থেকে প্রতিবেশী নির্ভয় ও নিরাপদ থাকতে পারে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৭]

উক্ত হাদীছে ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যহারের নির্দেশ দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অতএব প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া যদি ইসলাম নিষিদ্ধ করে থাকে তাহ'লে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করাকে কি ইসলাম বৈধ বলে ঘোষণা দিতে পারে? একটু অনুধাবন করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ইসলাম মজদুরের মজুরী তার ঘাম শুকাবার আগে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে,

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ،

আব্দুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মজদুরকে ঘাম শুকাবার আগে তার মজুরী প্রদান কর'।[৮] সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক মজদুরের হক আদায় করতে হবে। মজদুরের হক্ব আদায়ে বিলম্ব করা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

মজদুরী ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল কাজ। বরং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম কামাই হচ্ছে ঐ কামাই যেটি মানুষ নিজ হাত দ্বারা করে'।[৯] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যত নবী এসেছেন সবাই ছাগল চরিয়েছেন' *(বুখারী হা/২১৪৩)*।

হালাল কামাই করার জন্য যারা বের হন আল্লাহ পাক তাদের প্রশংসা করে বলেছেন, وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ، 'আর কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধানে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়ে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

অবশ্য কামাইটা হ'তে হবে বৈধ, অবৈধ হবে না। কারণ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ 'ঐ শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না যেটি হারাম খাবার দ্বারা পুষ্ট হয়েছে'।[১০]

অতএব কামাইটা যেন অবৈধ না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এর দ্বারা তাই প্রমাণিত হচ্ছে। ইসলাম কাউকে যুলুম করার অনুমোদন দেয় না। শ্রমিককে পরিশ্রম করে কামাই করার নির্দেশ দিচ্ছে ইসলাম। অন্যদিকে মালিক পক্ষকে তার হক্ব যথা সময়ে এবং তৎক্ষণাৎ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম জিহ্বা ও হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'প্রকৃত মুসলিম হ'ল সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে'।[১১]

উক্ত হাদীছে যদিও শুধু মুসলিমের কথা উল্লেখ হয়েছে তবুও তার মানে এটি নয় যে, অমুসলিমকে কষ্ট দিবে। বরং এর সাথে ঐসব অমুসলিমও শামিল যারা মুসলিমদের কষ্ট

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০৪।*
৬. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৩।*
৭. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
৮. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯৮৭, সদন ছহীহ।*
৯. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৮৮।*
১০. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৩০; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭।*
১১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬।*

দেয় না এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا،

'যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়'।[১২]

একজন মুসলিমকে হত্যা করা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া থেকেও ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ 'আল্লাহ্র নিকট একজন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড থেকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সহজ'।[১৩]

মুসলিমের ইযযত আল্লাহ্র কাছে এত বেশী। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আজ অনেকেই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যার ফলে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি মুসলিম মুসলিমকে হত্যা করছে। পরিণামে সুনামের ইসলাম দুর্নামে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর এসব অসৎ লোক শান্তির ধর্ম ইসলামকে অশান্তির ধর্ম বলে জনসম্মুখে তুলে ধরছে। কিন্তু আল্লাহ্র অঙ্গীকার মোতাবেক তাঁর দ্বীনের হেফাযত তিনি নিজেই করবেন। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

'নিশ্চয়ই আমি যিকির নাযিল করেছি আর আমিই এর হেফাযত করব' *(হিজর ১৫/৯)*।

শান্তির ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে যতই লিখা যাক না কেন শেষ হবে না। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল মাত্র। আশা করি সত্যসন্ধানীদের অনেকটা সহযোগী হবে। আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শক।

১২. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৪৫২; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৭।*
১৩. *তিরমিযী, নাসাঈ, ছহীহ আল জামে' হা/৫০৭৭।*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আপনি কি ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ করতে আগ্রহী? আজই যোগাযোগ করুন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

* ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দান।
* বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী বাড়ী ভাড়া।
* নিজস্ব বাবুর্চী দ্বারা নাশ্তা সহ তিন বেলা রুচি সম্মত বাঙ্গালী খাবার পরিবেশন।
* নিজ হাতে কুরবানীর পশু ক্রয় ও জবেহ করার সুব্যবস্থা।
* জাবালে নূর, জাবালে ছাওর, ওহোদ, খন্দক সহ মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সফর।
* বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত পরিহার করে হজ্জ ও ওমরার কার্যাদি রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পাদন করা।

পরিচালনায়ঃ
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা
মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭;
০১৯২০৫৮৭১৮৫।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ
ডি.বি.এইচ, ইন্টারন্যাশনাল
ভি,আই,পি টাওয়ার (৭ম তলা)
৫১/১ ভি,আই,পি, রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোনঃ (০২) ৮৩৬১৩৬১;
৯৩৪৭০৪৩; ৯৩৫৪৫১০

রাজশাহী অঞ্চলে যোগাযোগ
মুহাম্মাদ মোফাক্কার হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

ইসলামের আলোকে সম্পদ বৃদ্ধির উপায়

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

ভূমিকা :

মানুষ মাত্রই তার সম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়। সম্পদ বাড়ানোর জন্য কৃষি, চাকুরী, চিকিৎসা সহ মানুষ বিভিন্ন কাজ করে। এজন্যে তারা পরিবার ছেড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ও এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে থাকে। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সরকার, মানবাধিকার সংস্থা ও বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা দিয়ে থাকে। এ পরিকল্পনা সমূহের মৌলিক দর্শন হ'ল কাজ করা। কাজ করলেই সম্পদ বাড়বে। ইসলাম এ দর্শনকে অস্বীকার করে না। তবে ইসলাম এর সাথে আরো কিছু অভ্যন্তরীণ উপায় সংযুক্ত করে। যথা- ১. তাক্বওয়া অবলম্বন করা ২. আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া ৩. তওবা করা ৪. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ৫. যথাযথভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা ৬. করযে হাসানা প্রদান করা ৭. আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৮. দান করা ৯. আল্লাহ্র জন্যে হিজরত করা ১০. বিবাহ করা ১২. সম্পদ বৃদ্ধির দো'আ করা ১৩. হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করা ১৪. দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা প্রভৃতি। এগুলো অভ্যন্তরীণ এজন্য যে, এগুলো দ্বারা সরাসরি সম্পদ বাড়ে না। এসব সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক কার্যকরণ। এসবের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সমৃদ্ধি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে এ সবের অভাবে আল্লাহ সম্পদ কমিয়ে দেন এবং কখনো শাস্তি প্রদান করেন। আর কাজের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির বিধান ইসলামে লাগামহীন নয়। বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্র বৈধ সীমায় থেকে কাজ করলে আল্লাহ সম্পদ বৃদ্ধি করবেন। বৈধ পন্থায় নবী ও রাসূলগণ কাজ করতেন। ব্যক্তি, পরিবার ও জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধির জন্য হালাল পন্থায় কাজ করার কোন বিকল্প নেই।

সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে :

সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি মানুষের হাতে নয়; বরং তা আল্লাহ্র হাতে। এজন্য দেখা যায় প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও অনেকে সাবলম্বী হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে স্বল্প পরিশ্রমে আল্লাহ্র অনুগ্রহে অনেকেই অল্প সময়ে সচ্ছল হয়, স্বাবলম্বী হয়।

আল্লাহ বলেন,

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

'এরা কি তোমাদের প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং তারা যা জমা করে তা হ'তে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর' *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُوْنَ-

'আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হ'তে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে' *(নাহল ১৬/৭১)*।

তিনি আরো বলেন,

تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

'তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর এবং মৃত হ'তে জীবিতকে নির্গত কর এবং জীবিত হ'তে মৃতকে বহির্গত কর এবং তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাক' *(আলে ইমরান ৩/২৭)*।

সম্পদ বৃদ্ধির মৌলিক পথ :

ইসলামে সম্পদ বৃদ্ধির মৌলিক পথ ১টি। আর তাহ'ল- হালাল পথ। আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ-

'হে মুহাম্মাদ! তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও এসব বস্তু

* *এম. ফিল. গবেষক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে ক্বিয়ামতের দিনে ঐসব লোকের জন্য যারা মুমিন হবে, এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দশনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি' *(আ'রাফ ৭/৩২)*।

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَـرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّـنْ خَلَقْنَا تَفْـضِيْلاً– 'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَـاتِ مَـا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّـهِ إِنْ كُنْـتُمْ إِيَّـاهُ تَعْبُـدُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যা জীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

সম্পদ বৃদ্ধির কতিপয় উপায় :

হালাল পথে সম্পদ বৃদ্ধির বহু উপায় ইসলামে রয়েছে। নিম্নে কতিপয় উপায় প্রদত্ত হ'ল :

১. তাক্বওয়া অবলম্বন করা :

তাক্বওয়া ইসলামী শরী'আতের একটি পরিচিত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা, ভয় করা।[১] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাক্বওয়া অর্থ হ'ল আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হ'তে দূরে থেকে ইসলাম নির্ধারিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। অথবা যে কাজ করার কারণে মানুষকে আল্লাহ্র শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা হচ্ছে তাক্বওয়া। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত করুণা, ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ হারানোর ভয় অন্তরে সদা জাগ্রত থাকার নাম তাক্বওয়া।[২]

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) একবার উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে বললেন, আপনি তাক্বওয়া সম্পর্কে আমাকে বলুন। জবাবে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। কা'ব (রাঃ) বললেন, সেখানে আপনি কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, কাপড়-চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। কা'ব (রাঃ) বললেন, ওটাই তো তাক্বওয়া।[৩]

ইসলামের সার্বভৌম অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্তে যাবতীয় হারাম কার্যাবলী থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রেখে হালাল পন্থায় যে জীবিকা নির্বাহ করতে ইসলাম নির্দেশ দেয় এমন তাক্বওয়ার দীপ্ত সজীবতায় বদ্ধমূল মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহ স্বীয় মহিমায় সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً– وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُـلِّ شَـيْءٍ قَـدْراً– 'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ'তে রিযক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

আল্লামা কাযী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আন্দালুসী (মৃঃ ৫৪৬) এ বিষয়ে বলেন, আল্লাহ তাক্বওয়া অবলম্বনকারীর দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ সমূহ দূরীভূত করেন।[৪] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অভাব দুনিয়ার অন্যতম বিপদ, যা আল্লাহ তাক্বওয়ার মাধ্যমে মোচন করেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّـنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـكِنْ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَـا كَـانُواْ يَكْسِبُوْنَ–

'জনপদের অধিবাসীগণ যদি ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা নবী রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

২. ক্ষমা চাওয়া :

আল্লাহ বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَـانَ غَفَّـاراً– يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً– وَيُمْدِدْكُمْ بِـأَمْوَالٍ وَّبَنِـيْنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـاراً– 'আমি চললাম,

১. *কাযী নাছিরুদ্দীন আল-বায়যাবী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আসাফিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ১৬; ইমাম মুহাম্মদ বিন আবু বাকর আর-রাযী, মুখতারুস সিহাহ (বৈরুত : মাকতাবু লিবানন, ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ), পৃঃ ৬৪৭; ড. ইবরাহীম মাদকূর, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, তা.বি.), পৃঃ ১০৫২।*

২. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা ১৯৯২), পৃঃ ১০৭।*

৩. *আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ আলী বাগদাদী, লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনিত তানযীল, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ২৮।*

৪. *ঐ, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৩), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪।*

www.at-tahreek.com

তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

৩. তওবা করা :

তওবার অর্থ হচ্ছে পাপকে ঘৃণিত কর্ম জ্ঞান করে বর্জন করা। নিজ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং পুনরায় যথাসম্ভব নেক কার্যাবলীর মাধ্যমে পূর্বের ক্ষতিপূরণ করে নেয়া।

ইমাম নববী (রহঃ) এ বিষয়ে উল্লেখ করেন, আলেমগণ বলেন, যাবতীয় পাপ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। পাপ যদি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং কোন মানুষের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, যেমন কোন মানুষের হক মারা ইত্যাদি। তাহ'লে এর তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা- (১) পাপ বর্জন করা (২) পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া (৩) পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বাদ পড়ে গেলে তওবা সঠিক হবে না।

আর পাপ যদি মানুষের (হক্বের) মধ্যে সম্পৃক্ত হয় তাহ'লে তার চারটি শর্ত রয়েছে। উল্লেখিত তিনটি শর্তের সঙ্গে চতুর্থ শর্ত হচ্ছে যে, হক্বদারের হক্ব আদায় করা। তা যদি সম্পদ হয় অথবা এরূপ কোন বস্তু হয় তাহ'লে মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া। যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য এমন কিছু বলে থাকে তাহ'লে যাকে কথার দ্বারা আঘাত দেওয়া হয়েছে তাকে এমন সুযোগ দেওয়া যাতে সে শাস্তি দিতে পারে। অথবা সে তার কাছে ক্ষমার আবেদন করবে। যদি তা গীবত হয় তাহ'লে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِيْنَ– 'হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই দিকে নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' *(হূদ ১১/৫২)*।

আল্লাহ আদ জাতির উপর পাপের কারণে তাদের তিন বছর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করেছিলেন। তারপর তাদেরকে ক্ষমার মাধ্যমে বৃষ্টি ও রিযকের জন্যে দো'আ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬]

আল্লাহ বলেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ–

'আর এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য কঠিন দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি' *(হূদ ১১/৩)*।

৪. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা :

কেবল আল্লাহ্র উপর আন্তরিক নির্ভরতার নাম ভরসা। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا 'তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা কর তাহ'লে তোমাদের জীবিকা দেওয়া হবে ঐভাবে যেভাবে পাখি রিযক প্রাপ্ত হয়। পাখি সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং পেট পূরণ করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে'।[৭] ইমাম আহমাদ আরো বলেন, وكان الصحابة يتجرون ويعملون فى نخيلهم والقدوة فيهم– 'ছাহাবাগণ ব্যবসা করতেন এবং নিজ খেজুরের বাগানে কাজ করতেন। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম নমুনা'।[৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْراً– 'তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত' *(ফুরক্বান ২৫/৫৮)*।

৫. *ইমাম নববী, বিয়াযুছ ছালেহীন (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ১১।*

৬. *আলা-মুহাররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরুল কিতাবিল আযীয, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০।*

৭. *তিরমিযী, হা/২৩৪৪ হাদীছ ছহীহ; মুসনাদে আহমদ, হা/২০৫, ৩৭২, ৩৭৫।*

৮. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ১১/৩০৫-৩০৬।*

আল্লাহ পাক বলেন, 'আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হ'তে দান করবেন রিযক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُوْنَ– 'কতই না ভাল হ'ত, যদি তারা সন্তুষ্ট হ'ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও। আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি' *(তওবা ৯/৫৯)*।

৫. যথাযথভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা :

আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوْا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ–

'আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার যথারীতি আমলকারী হ'ত, তবে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হ'তে এবং পায়ের নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হ'তে প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করত। তাদের একদল তো সরল পথের পথিক; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য' *(মায়েদাহ ৫/৬৬)*।

হাদীছে এসেছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য আত্মনিয়োগ কর। আমি তোমার অন্তরকে ধনে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য মোচন করে দেব। আর যদি তুমি তা না কর তাহ'লে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করব, তোমার অভাবকে মোচন করব না'।[৯]

৯. *ইবনু মাজাহ, 'যুহ্দ' অধ্যায়, হা/৪১০৭, হাদীছ ছহীহ।*

৬. শুকরিয়া জ্ঞাপন করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ– 'যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হ'লে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হ'লে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

৭. কর্যে হাসানা প্রদান করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ– 'দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*।

আল্লাহ আরো বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ– 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্যে এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ কৃতজ্ঞ সহনশীল' *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيْرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ– 'কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহই সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ– 'কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহ'লে তিনি বহুগুণে একে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১১)*।

৮. আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা :

আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করলে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ–

www.at-tahreek.com

'যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন- একটি শস্য বীজ, তা হ'তে উৎপন্ন হ'ল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হ'ল শত শস্য এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুলদাতা, মহাজ্ঞানী' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ– 'বল, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে বস্তু বৈধ করেছেন ও খরচ করতে আদেশ দিয়েছেন তা তোমরা যখনই খরচ কর না কেন তিনি দুনিয়াতে তার প্রতিফল দিবেন এবং আখেরাতেও প্রতিদান দিবেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمْ : أَللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا،

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দাগণ যখন প্রভাত করে তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তার মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার পথে ব্যয় করে তাকে উত্তম প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন, কৃপণের মাল ধ্বংস কর'।[১০]

৯. দান করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ– 'সূদকে আল্লাহ মিটিয়ে দেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কোন এক ব্যক্তি বৃক্ষ ও পানি শূন্য প্রান্তরে ছিল। অতঃপর সে মেঘের কাছ থেকে শব্দ শ্রবণ করে যে, অমুকের উদ্যানকে পানি প্রদান কর। মেঘ কালো পাথরের পানে যায় ও পানি বর্ষণ করে। পানির একটি নালায় ঐ বর্ষিত পানি প্রবেশ করে এবং প্রবাহিত হ'তে থাকে। অতঃপর সে পানির পিছনে পিছনে যেতে আরম্ভ করে। সেখানে গিয়ে দেখে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোদাল দ্বারা নিজ বাগানে পানি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অতঃপর সে বাগান মালিককে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার কি নাম? উত্তরে সে বলল, অমুক। এটি সেই নামই ছিল যা সে মেঘের কাছে শ্রবণ করেছিল। বাগানের মালিক তখন আগন্তুক ব্যক্তিকে বলল, যে মেঘ এই পানি বর্ষণ করেছে তার কাছে এই শব্দ শুনেছি অমুকের উদ্যানে পানি বর্ষণ কর, আর সেটি হচ্ছে তোমার নাম। তুমি ঐ বাগানে কি কর? সে বলল, তুমি যখন জিজ্ঞেস করছ তখন বলি, বাগানে যা হয় তা আমি হিসাব করে দেখি এবং তিন ভাগ করি, এক তৃতীয়াংশ দান করি, এক তৃতীয়াংশ নিজে খাই, বাচ্চাদের খাওয়াই, আর এক তৃতীয়াংশ বাগানের জন্য খরচ করি'।[১১]

১০. আল্লাহ্র জন্যে হিজরত করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ يَجِدْ فِيْ الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيْراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً–

'যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশ ত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার ছওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(নিসা ৪/১০০)*।

এই আয়াতে আল্লাহ স্বীকার করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে হিজরত করবে সে দু'টি পুরস্কার পাবে। একটি হচ্ছে: 'মুরাগামান কাছীরান', দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'সা'আতান'। ইমাম রাযী মুরাগামানের অর্থ সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বা তাঁর পথে অন্য দেশে হিজরত করবে সে ঐ দেশে কল্যাণ এবং অনুদান পাবে। আর তার নিজ দেশের শত্রুদের জন্য লজ্জা ও অসম্মানের কারণ হবে। কেননা স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে আগমনকারীর অবস্থা সেখানে যদি সুদৃঢ় হয় এবং ঐ সংবাদ স্বদেশের লোকদের কাছে পৌঁছে, তাহ'লে তারা তার সঙ্গে পূর্বকৃত দুর্ব্যবহার স্মরণ করে লজ্জিত এবং লাঞ্ছিত হবে। 'সা'আতান'-এর অর্থ

১০. *ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড (ভারত : মাকতাবুল ইত্তিহাদ, তা.বি.), পৃঃ ৪১১।*

১১. *ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড (ভারত : মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, তা.বি.), পৃঃ ৪১১।*

ইবনে আব্বাস, রাবী, যাহহাক, আতা এবং জমহূর আলেমগণ জীবিকার সচ্ছলতা বলেছেন। কাতাদাহ 'সা'আতান'-এর অর্থ বলেন, গোমরাহী ও সংকীর্ণতার পরিবর্তে হিদায়াতের প্রশস্ততা এবং অভাবের পরিবর্তে সচ্ছলতা।[১২]

সারকথা হচ্ছে, মানব জাতিকে যেন বলা হয়েছে বিদেশে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে, কেবল এই ভয়ে যদি তোমরা দেশ ত্যাগ করতে চাও, তাহ'লে তোমরা ভয় কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিজরতের জন্য তোমাদেরকে বৃহৎ অবদান দিবেন এবং সম্মান প্রদান করবেন, যা তোমাদের শত্রুদের লজ্জা ও তোমাদের জীবিকার সচ্ছলতার কারণ হবে।

১১. বিবাহ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (বিপত্নিক পুরুষ বা বিধবা স্ত্রী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও; তারা অভাবগ্রস্ত হ'লে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ' *(নূর ২৪/৩২)*। এই আয়াত প্রমাণ করে আনুগত্যশীল যুবক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করলে আল্লাহ তাকে ধনী করবেন।[১৩] এর তাফসীরে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, التمسوا الغنى فى النكاح 'বিবাহর মাধ্যমে সম্পদ অন্বেষণ কর'।[১৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيْرًا– 'তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা কর না, তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি; তাদের হত্যা করা মহাপাপ' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩১)*।

১২. সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দো'আ করা :

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ–

'যখন ইবরাহীম (আঃ) বলেছেন, হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানকে আপনি নিরাপদ শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে জীবিকার জন্য ফল শস্য প্রদান করুন। তিনি বলেন, যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি অল্প দিন শান্তি দান করব, তৎপরে তাদেরকে অগ্নির শান্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টময় *(বাক্বারাহ ২/১২৬)*।

আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন এভাবে-

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ–

'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে নিয়ে বসবাস করলাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকটে। হে আমাদের প্রতিপালক! এই জন্য যে, তারা যেন ছালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করুন; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' *(ইবরাহীম ১৪/৩৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ–

'ঈসা ইবনে মারইয়াম দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আকাশ হ'তে খাদ্য অবতীর্ণ করুন, যেন ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে এবং যারা পরে, সকলের একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হ'তে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে খাদ্য প্রদান করুন। বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম খাদ্য প্রদানকারী' *(মায়েদাহ ৫/১১৪)*।

১৩. যাকাত প্রদান করা :

আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ–

১২. *ইমাম কুরতুবী, আল-জামিউ লিআহকামিল কুরআন, ৫ম খণ্ড, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ২য় সংস্করণ, ১৪২১ হিজরী), পৃঃ ৩৩০-৩৩১।*

১৩. *শায়খ মুহাম্মদ আমীন আশ-শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন, ৭ম খণ্ড, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ১৪৯।*

১৪. *আবু জাফর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান, তাহক্বীক: শায়খ খলীল, ১০ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খৃঃ), পৃঃ ১৫১।*

'মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সূদের উপর যা দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী' *(রূম ৩০/৩৯)*।

১৪. হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করা :

হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ-

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হজ্জ ও ওমরা পরস্পর আদায় কর। কেননা সে দু'টি অভাব ও পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমন হাপর সোনা, চাঁদি এবং লোহার জংকে মিটিয়ে দেয়। আর কবুল হজ্জের ছওয়াব হ'ল জান্নাত'।[১৫] এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, হজ্জ ও ওমরা করার ফল হচ্ছে দারিদ্র ও পাপ বিমোচন।

১৫. আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা :

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সম্পদ বৃদ্ধির উপায়। আত্মীয় হ'ল যাদের আপসে বংশীয় সম্পর্ক আছে, তাতে তারা একে অপরের ওয়ারিছ হোক অথবা না হোক, তাদের আপসে বিবাহ বৈধ হোক না হোক। এ মর্মে হাদীছে এসেছে-

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِىْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে তার জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন তার আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে'।[১৬]

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْأَثَرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় অর্জন কর যাতে তোমাদের আত্মীয়ের সাথে মায়ার বন্ধন স্থাপন করতে পার। কেননা আত্মীয়তার বন্ধনে পরিবার বা বংশ প্রীতি, সম্পদ এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়'।[১৭]

১৬. দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা :

যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করে তার জন্যে খরচ করা জীবিকার চাবিকাঠির অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে এসেছে :

وعن انس رضى الله عنه قال: كَانَ اَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِى النَّبِىَّ صلى عليه وسلم وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلى النَّبِىِّ صلى عليه وسلم فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

আনাস (রাঃ) বর্ণিত হ'তে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে দু'ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন (ইলম শিক্ষার জন্যে) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসত। অপর ভাই জীবিকার সন্ধানে যেত। জীবিকা সন্ধানকারী ভাই জ্ঞানার্জনকারী ভাইয়ের বিরুদ্ধে রাসূলের নিকট (জীবিকা সন্ধান না করার) অভিযোগ আনে। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হ'তে পারে ভাইয়ের কারণে তোমাকে জীবিকা দেয়া হচ্ছে'।[১৮]

১৭. গরীবদের সহায়তা করা :

গরীবদের সহায়তা করলে রিযক বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَأَىَ سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ،

মুছ'আব বিন সা'দ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ মনে করতেন যে, গরীব ও দুর্বলদের উপর তাঁর মর্যাদা আছে। সেজন্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাহায্য ও রিযক প্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদের কারণে'।[১৯]

১৮. কাজ করা :

কাজ করলে সম্পদ বাড়ে। আল্লাহ ছালাত আদায়ের পরই সম্পদ অর্জনের জন্যে অন্বেষণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'ছালাত সমাপ্ত হ'লে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র

১৫. *তিরমিযী, হা/৮১০, হাদীছ হাসান ছহীহ; নাসাঈ, 'মানাসিকুল হজ্জ', হা/২৫৮৪; আহমাদ, হা/৩৪৮৭।*
১৬. *ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮৫।*
১৭. *তিরমিযী, হা/১৯৭৯, হাদীছ ছহীহ; মুসনাদ আহমদ, হা/৮৬৫১।*
১৮. *তিরমিযী, হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/৫৩০৮ সনদ জাইয়িদ।*
১৯. *ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫।*

অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(জুম'আহ ৬২/১০)*।

কাজ করার বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً-

'আর তোমরা আকাঙ্খা কর না এমন সব বিষয় যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব-বিষয়ে জ্ঞাত' *(নিসা ৪/৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِيْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً- 'তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৬৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ- وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ- وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকরণ রয়েছে এবং ওটা হ'তে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। আর যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে ওদেরকে চারণভূমি হ'তে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর ওরা তোমাদের ভারবহণ করে নিয়ে যায় দূর দেশে। যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই স্নেহশীল, পরম দয়ালু' *(নাহল ১৬/৫-৭)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ- 'তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হ'তে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট' *(মুলক্ব ৬৭/১৫)*।

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে রয়েছে সম্পদ বৃদ্ধির উত্তম উপায় সমূহ। সেই উপায় সমূহ যদি মানুষ অনুশীলন করে তাহ'লে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সমৃদ্ধি নেমে আসবে। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। অনৈতিকতা ও অসাধু উপায়ে উপার্জনের পথ বন্ধ হবে। মানুষ হবে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে প্রবল শক্তিশালী। বাহ্যিক দিক থেকে হবে বিবিধ কর্মে দক্ষ শিল্পী। আসুন, আমরা ইসলামী উপায়ে নিজেদের উপার্জন বৃদ্ধিতে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

ঢাকা যেলা সম্মেলন ২০১০

স্থান: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা।

তারিখ: ১৪ মে শুক্রবার, সকাল ৯-টা।

প্রধান অতিথি: প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

বক্তব্য রাখবেন: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
ঢাকা যেলা

ফোন: (০২) ৯৫৬৮২৮৯, মোবাইল: ০১৭১৬৩৮০৪৭০, ০১৭১৮৫১৪৪৮৪।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

নিয়তি

এ জগতে উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার খেলা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যাঁর ইশারায় উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার খেলা সংঘটিত হয়, তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ। মানুষ জ্ঞান সাধনা বলে জগতে অনেক কিছু বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কার করে মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষ সময় ও দূরত্বকে জয় করেছে। এত কিছু করার পরও মানুষের নিয়তি বা ভাগ্যের উপর কোন হাত নেই। এখানে মানুষ একেবারে অসহায়। নিয়তির কারণেই একজন সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়, আরেকজন সুখ-সমৃদ্ধ জীবন হ'তে ছিটকে পড়ে যায়। ভাগ্যচক্রেই তাকে অন্তহীন অশান্তি ও দুঃখময় জীবনে প্রবেশ করতে হয়। ভাগ্য-বিড়ম্বনার একটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করা হ'ল।-

নাজমা একজন অতি সুন্দরী ও বিদূষী যুবতী। কিন্তু তার আপনজন কেউ নেই। শৈশবেই সে পিতা মাতাকে হারায়। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সৌন্দর্যের গুণেই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়। এখন নাজমার আর সুখের শেষ নেই। স্বামীর সোহাগ ও শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরে তার দিন কাটে। সন্তানহীন পরিবারে সন্তানের আগমন বার্তা পরিবারে অতি আনন্দের দোলা লাগে। নাজমা এখন সন্তান সম্ভবা।

একদিন বিকালে স্বামী-স্ত্রী গাড়ী যোগে বেড়াতে বের হয়। স্বামীই চালক। দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না। স্বামী গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। উভয়ে চরম আঘাত প্রাপ্ত হয়। নাজমা গর্ভবতী থাকার কারণে তার আঘাত প্রবল হয়। ডাক্তারদের সেবা-যত্নে উভয়েই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু নাজমার গর্ভের সন্তানটি মারা যায়। এর সাথে সে চিরদিনের জন্য সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

স্বাভাবিক কারণেই পরিবারের উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ের আবশ্যকতা দেখা দেয়। নাজমা স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়েতে অনুমতিও দেয়। কিন্তু পরে তার মনে কেমন একটা ভাবের সৃষ্টি হয়। তার সামনে তার সতীনের ঘোরাফেরা অসহ্য হবে এবং সতীন সন্তান দান করে সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকারিণী হবে। ভাবতে তার মন শিউরে উঠে। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয়, স্বামীর ঘর ছেড়ে সে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াবে। সে তার মনোবেদনা ব্যক্ত করে স্বামীর নামে চিঠি লিখে রেখে সবার অলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। নাজমার তো আপনজন বলতে কেউ নেই। এটাই পরিবারের সবাইকে পীড়া দেয়। তাদের ভাবনা-মেয়েটা না জানি কতইনা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে আছে। স্বামী তাকে খুঁজে পেতে অক্লান্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে। কিন্তু সে প্রথম স্ত্রীর কথা ভুলতে পারে না। শ্বশুর-শাশুড়ীও বউয়ের কথা ভুলতে পারে না। দ্বিতীয় স্ত্রীর এক পুত্র ও কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু তাতে কি হবে? নাজমার অভাবই যেন পরিবারের অশান্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

নাজমা অজো পাড়াগাঁয়ে পাঠ্য জীবনের এক বান্ধবীর আশ্রয়ে উঠে। সেখানে সে শিক্ষকতার পেশায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সে কয়েক বছর ধরেই তার শিক্ষকতার টাকা সঞ্চয় করে রাখে। ভাগ্য যার প্রসন্ন নয়, কোনখানেই তার সুখ হয় না। নাজমা মরণব্যাধি লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

এতদিন ধরে যে অজ্ঞাত বাস করে এসেছে, মরণকালে সে স্বামীকে তার ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লেখে। চিঠি পেয়ে স্বামী সেখানে ছুটে যায়। বহুদিন পর স্বামী-স্ত্রীতে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। স্বামী তাকে ঢাকা নিয়ে এসে চিকিৎসা করতে চায়। কিন্তু তখন আর সময় নেই। মানুষ নিজের মনের খবর নিজেই জানে না। যে নাজমা সতীনের ঘোরাফেরা অসহ্য হবে মনে করে এবং সতীন সন্তান দান করলে নাজমা পরিবারের অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হবে ভেবে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিল, সে নাজমাই আজ তার সঞ্চিত সব টাকা-পয়সা সতীনের সন্তানের জন্য স্বামীর হাতে তুলে দেয়। অতঃপর সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

মহিয়সী নারী

নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কবিপ্রাণ
যত কথা তার হইল কবিতা শব্দ হইল গান।
রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন রাজারে শাসিছে রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর স্ত্রী মেহেরুন্নেসার রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নাম দিয়েছিলেন নূর জাহান। আর মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজ বেগমের স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে স্ত্রীর কবরের উপর জগদ্বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন, যা আজও জগদ্বাসীর নিকট দর্শনীয় বস্তু হিসাবে অম্লান রয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে, বিশ হাযার শ্রমিকের বাইশ বছরের বিরামহীন পরিশ্রমের ফল সেটি। লোকচক্ষুর অন্তরালে এরূপ কতশত মহিয়সী নারী যে রাজ্য শাসনে রাজাকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তা আমাদের অজানা রয়েছে। একজন জমিদার পত্নীর জীবনী আমাদের কাছে সে অজানা কাহিনীর কিছুটা প্রকাশ করবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার প্রজাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালিয়েছেন। এরূপ একজন অত্যাচারী ও ব্যভিচারী জমিদারের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ময়ূর। ময়ূর প্রথমে

জমিদারের বৈধ স্ত্রী হিসাবে আসন পায়নি। কিন্তু সে তার যোগ্যতাগুণে বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে। ময়ূর অত্যন্ত সুন্দরী কুমারী যুবতী। সে গ্রাম্য মেলা দেখতে গেলে জমিদারের লোকেরা তাকে জোর করে মেলা হ'তে ধরে নিয়ে যায়। জমিদার তার স্বভাবদোষে তার সাথে অবৈধ মিলনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ময়ূর বলে, আপনি আপনার স্বভাব না বদলালে আমি যে কোন মুহূর্তে আত্মহত্যা করব। আমি আমার ইয্যত রক্ষার্থে মরণকে মোটেও ভয় করব না। আপনি আমাকে চাইলে আমার কয়েকটি শর্ত আপনাকে মেনে নিতে হবে।

জমিদার ইতিপূর্বে এরূপ সুন্দরী কোন নারীর সাক্ষাৎ পাননি। আর ময়ূরের মধ্যে যে তেজস্বিতা রয়েছে, এতেও জমিদার মুগ্ধ হন। তাই তিনি তার শর্তগুলি শুনতে চান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার শর্তগুলি কি কি? ময়ূর বলে, (১) আপনি প্রজাদের উপর অত্যাচার করবেন না (২) আপনি ব্যভিচার করবেন না। মদ পান করবেন না এবং অন্দর মহলে বাইজী এনে নৃত্য-গীত করাবেন না (৩) আপনার অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে প্রজারা যে মাসঊদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল, সে মাসঊদকে আপনার ক্ষমা করতে হবে।

মানুষ একজন নারীর প্রেমে মুগ্ধ হ'লে তার যথা-সর্বস্ব যে বিলিয়ে দিতে পারে, তার উজ্জ্বল নযীর রেখেছেন অষ্টম এডওয়ার্ড। রাজ পরিবার ছাড়া নিম্ন পরিবারে বিয়ে করলে সিংহাসনের অধিকার হারাতে হবে জেনেও তিনি একজন আইরিশ কৃষক কন্যাকে বিয়ে করেন। সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় অর্ধেক পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। সেক্ষেত্রে তিনি একজন সামান্য জমিদার মাত্র। তাই তিনি ময়ূরের শর্তগুলি দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিলেন।

ময়ূরের আরোপিত শর্তের কারণে জমিদার এখন আর অত্যাচারী জমিদার নন। তিনি এখন প্রজাবৎসল জমিদার। এখন তিনি একজন সৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তার এরূপ আশাতীত পরিবর্তন মহিয়সী নারী ময়ূরের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করা হয়েছে, তার জন্য তিনি স্ত্রীর পরামর্শে দুই বছরের খাজনা মওকুফের ঘোষণা দিতে আদেশ দেন। কিন্তু সব দেশে সব সময় একদল কুচক্রী লোক থাকে। জমিদারের ম্যানেজার সে কুচক্রী দলের নেতা। এতদিন ধরে যত অপকর্ম তারই পরামর্শে সাধিত হয়েছে। সতীন একজন নারীর কাছে সব সময় বিষ নযরে থাকে। তাই ময়ূর এখন প্রথম স্ত্রীর বিষ নযরের বিষয়বস্তু। ময়ূরকে সরাতে সার্বক্ষণিক তার চিন্তা-ভাবনা। এজন্য সে বুদ্ধ স্বভাবের ম্যানেজারের সাথে হাত মিলিয়েছে। ম্যানেজারও সেটি চায়। ফলে দু'বছরের স্থলে চার বছরের খাজনা মওকুফের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে ইংরেজ সরকারের কালেক্টরী দেওয়ার ক্ষমতা জমিদারের থাকে না। এছাড়া যে মাসঊদকে ময়ূরের শর্তে জমিদার মাফ করে দিয়েছিলেন, তাকে জড়িয়ে অতি কুৎসিত অভিযোগ অতি সুনিপুণভাবে ম্যানেজার জমিদারের সামনে পেশ করে। ময়ূর এখন সন্তান সম্ভবা। সে মাসঊদের পক্ষের বলে ধারণা দেওয়া হয়। ময়ূর এসব অভিযোগ শত চেষ্টা করেও জমিদারের কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে অপারগ হয়। সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। অতি কুরুচিকর অভিযোগে জমিদার হঠাৎ করে চরম উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীর গলা চেঁপে ধরে শ্বাস রোধে তার মৃত্যু ঘটান। ময়ূরের মৃত্যুর পরপরই জমিদারের কিছু নিম্ন কর্মচারীদের কাছ থেকে আসল ঘটনা প্রকাশিত হয়। ম্যানেজার ও প্রথম স্ত্রীর চক্রান্তও ফাঁস হয়ে যায়। জমিদারের আদেশে তাদের দু'জনকে ধরে অন্ধকার মৃত্যু কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

এদিকে ইংরেজ সরকারের কালেক্টরী দেওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। চার বছরের খাজনা মওকুফের ফলে কালেক্টরী দেওয়া আর সম্ভব হ'ল না। তাছাড়া ময়ূরের মৃত্যুতে জমিদার একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েন। জমিদারী ধরে রাখতে তার চরম অনীহা হয়। তিনি জমিদারী ছেড়ে দেন। বাকী জীবন তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষের মত অতিবাহিত করেন।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সেবা নিন সুস্থ থাকুন

৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

চিকিৎসা জগৎ

চোখের উপকারী শাক-সবজি ও ফলমূল

চোখ সুস্থ রাখতে হ'লে দরকার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিন 'এ'। নিত্যদিনের খাবারের তালিকায় 'এ' ভিটামিনযুক্ত খাবার অবশ্যই থাকা উচিত। সঠিক পরিমাণে এই ভিটামিন যুক্ত খাবার না খেলে রাতকানা রোগ এবং চোখের অন্যান্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে। ভিটামিন 'এ'-এর প্রধান উৎস প্রাণিজ প্রোটিন যেমন যকৃৎ ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, পনির ও মাছ। ছোট মাছ বা মলা, ডেলা, পুঁটিমাছ খেলে চোখ ভাল থাকে। রাতকানা রোগ হয় না সস্তা এবং সহজলভ্য রঙ্গীন ফলমূল ও শাক-সবজি থেকেও প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। এসব খাবার টাটকা এবং সহজপাচ্যও বটে। গাঢ় সবুজ পাতা যুক্ত সবজি-কচুশাক, সজিনাশাক, পালংশাক, লাউশাক, নটেশাক, পুঁইশাক, শিম, বরবটি, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পাকা আম, পেঁপে, তরমুজ, কাঁঠাল ইত্যাদি এ জাতীয় খাবার। যারা নিরামিষ ভোজী চোখ ভাল রাখার জন্য ছোটবেলা থেকেই তাদের সব ধরনের শাক-সবজি, ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। অল্প সেদ্ধ বা কাঁচা সালাদ, ফল ও ফলের রসের সঙ্গে অবশ্যই দুধ, দই, ছানা খাওয়া উচিত। সয়াবিন ভিটামিন 'এ'-এর আরেকটি ভাল উৎস। বিভিন্নভাবে সয়াবিন রান্না করে খাওয়া যায়। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে অন্ধকারে দেখার উপযোগী চোখের রডকোষগুলোর কর্মদক্ষতা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে। ফলে শিশু রাতের বেলায় কোন জিনিস খুঁজতে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুরতে থাকে এবং কোন জিনিসে বাধা পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। বাচ্চা জন্মের সময় তার শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'এ' থাকায় মাতৃদুগ্ধ পান করা পর্যন্ত এই ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা হয় না। কিন্তু শিশুর যখন বাড়তি খাবার প্রয়োজন হয় তখনই এই ভিটামিনের অভাব হ'লে চোখের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। শিশুদের চোখের যে সমস্যাগুলো বেশী দেখা যায় তা হ'ল- অক্ষি শুষ্কতার পর চোখের বাইরের আবরণে কিছু ছোট ছোট দাগ পড়া। ফলে কর্ণিয়া অস্বচ্ছ ও ঘোলাটে দেখায় এবং কর্নিয়ার অনুভূতি কমে যেতে থাকে। এর ফলে দেখতে অসুবিধা হয়। পরে কর্নিয়াতে সংক্রমণ হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। তখন শুধু ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার খেলেই চলবে না, নিয়মিত ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খেতে দিতে হবে। বয়স্কদের ছানিপড়া বিলম্বিত করতে ভিটামিন-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিকভাবে ভিটামিন-এ যুক্ত খাবার নিয়মিত না খেলে নির্ধারিত সময়ের আগেই চোখের আলো ঝাপসা হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ গরীব, অশিক্ষিত এবং পুষ্টি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই; বরং রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার। ফলে দারিদ্র ছাড়াও অজ্ঞতার কারণে এই সমস্ত ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার নির্বাচন করা এবং সঠিকভাবে রান্না করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভিটামিন 'এ'-এর সস্তা ও সহজ উৎস সম্পর্কে পিতা-মাতার অজ্ঞতা শিশুদের ভিটামিন এ-এর অভাব ঘটায়। সাধারণ স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পুষ্টিজ্ঞান নেই বলে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক জানে না কিভাবে স্বল্পমূল্যে সুষম খাদ্য পাওয়া যায়। কোন খাদ্যে কি ধরনের ভিটামিন রয়েছে এবং কিভাবে রাঁধলে ভিটামিন নষ্ট না হয়ে অক্ষুণ্ন থাকে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অভাব শিশুর অন্ধত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই চোখ ভাল রাখতে প্রতিদিনই আমাদের পর্যাপ্ত টাটকা শাকসবজি ও ফলমূল খেতে হবে।

[সংকলিত]

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও **মাসিক আত-তাহরীক**-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রণীত 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি বের হয়েছে। চার রংয়ের সুদৃশ্য লেমিনেটিং প্রচ্ছদে মুদ্রিত বইটিতে আছে-

১. জিহাদ ও জঙ্গীবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, ২. জিহাদ ও জঙ্গীবাদের পার্থক্য, ৩. জঙ্গীবাদের কারণ ও প্রতিকারের উপায়, ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গীবাদ, ৫. ইসলামের নামে মানুষ হত্যা ও আত্মহত্যার পরিণতি, ৬. জঙ্গীবাদ দমনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর ভূমিকা, ৭. জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ড. গালিবের আপোষহীন বক্তব্য, ৮. জঙ্গীবাদ দমনে আত-তাহরীক-এর ভূমিকা, ৯. মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করার বিধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি।

সাবলীল বাংলা ভাষায় রচিত বইটির প্রতিটি বিষয় তথ্যসূত্রসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রচিত 'দ্বীন মে গুলূ' উর্দূ বইটি অনুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। যা **'ধর্মে বাড়াবাড়ি'** শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (বাইপাস মোড়)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইলঃ ০১৫৫৮৩৪০৩৯০; ০১৭২৬৯৯৫৬৩৯।

ক্ষেত-খামার

সমন্বিত চাষাবাদে স্বাবলম্বিতা অর্জন

রংপুর তারাগঞ্জ উপযেলার নিচু প্রত্যন্ত এলাকা মেনানগর। এক যুগ আগেও এ গ্রামের বাসিন্দারা ছিল অভাবী। কার্তিকের মঙ্গা শুধু নয়, ফসলাদি ভাল হ'ত না বলে ১২ মাস অভাব লেগে থাকত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। ধানক্ষেতের পানিতে মাছ চাষ, গর্ত ও পুকুরের মাছের সঙ্গে হাঁস পালন ও জমির আইলে সুপারি গাছ লাগিয়ে এই গ্রামের মানুষ ভাগ্য বদলে ফেলেছেন। এছাড়া বসতভিটার পরিত্যক্ত জমিতে চলছে সবজির চাষ। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পালন করা হচ্ছে হাঁস, মুরগি, কবুতর, ছাগল ও গাভি। এভাবে ঐ গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত দুই শত পরিবারের বেশীর ভাগেরই অবস্থা আজ সচ্ছল।

আর গ্রামবাসীর ভাগ্য বদলের কারিগর হলেন ঐ গ্রামের বাসিন্দা ও উপযেলার হাড়িয়ালকুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। নাম তাঁর সোলায়মান আলী। ১২ বছর ধরে গ্রামবাসীকে তিনি শেখাচ্ছেন চাষবাস ও পশুপাখি পালনের নতুন কৌশল।

সোলায়মানের সংগ্রাম : সোলায়মান অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে ১৯৮৫ সালে স্নাতক পাস করেন। অনেক ঘোরাঘুরি করে চাকরি না পেয়ে ১৯৮৯ সালে নিজ উদ্যোগে তিনি একটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। এতে কিছু লাভ হওয়ায় তাঁর উৎসাহ বেড়ে যায়। কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা সোলায়মানের হাতে ছিল না। বাবার কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে রাগ করে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। ১৯৯০ সালে সোলায়মান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের চাকরি পেয়ে যান। টানা চার বছর চাকরি করে সেই অর্থ নিয়ে বাড়ি ফেরেন ১৯৯৪ সালে। এ বছরই একটি পুকুর খনন করে শুরু করেন মাছ ও হাঁসের চাষ। পাশাপাশি পুকুর পাড়ের চারদিকে পাঁচ শত সুপারির চারা রোপণ করেন। সেই সঙ্গে শুরু করেন ধান চাষ। কিন্তু সার, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের অগ্নিমূল্যের কারণে ধান চাষে তিনি লাভ করতে পারেননি। ফলে ১৯৯৮ সালে তিনি এক একর জমির ধানক্ষেতে মাছের চাষ করেন।

সোলায়মানের অর্জন : ১৬ বছর ধরে হাঁস ও মাছ চাষ এবং সুপারিগাছ লাগিয়ে সোলায়মান আধা পাকা বাড়ি করেছেন। দামি কাঠের আসবাবপত্রে সাজিয়েছেন ঘর। কিনেছেন চার একর জমি। জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য বসিয়েছেন দু'টি সেচপাম্প ও তিনটি শ্যালো মেশিন। বাড়িতে রয়েছে কবুতর, গাভি, ছাগল। খামারে রয়েছে ৬০০টি হাঁস। জমির চারদিকে লাগিয়েছেন এক হাযার সুপারি গাছ। ২৫ শতক জমিতে লিচু ও ২৮ শতক জমিতে আম-কাঁঠালের বাগান করেছেন। এ বছর চার একর ধানক্ষেতে মাছ চাষ করেছেন। তিনটি পুকুরের পানির উপর খামার করে করছেন মাছ ও হাঁসের চাষ। এখন তাঁর খামারে দু'জন কর্মচারী কাজ করছেন।

২০০৪ সালে উপযেলা কৃষি বিভাগ সোলায়মানকে আদর্শ কৃষকের ও ২০০৫ সালে মৎস্য বিভাগ দক্ষ মৎস্য চাষির পুরস্কার দেয়।

সোলায়মানের পথ ধরে : সোলায়মান গ্রামের বহু লোককে হাঁস ও মাছ চাষ এবং সুপারি গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেছেন। মেনানগর গ্রামের অনেকেই তাঁর মতো চাষাবাদ করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের পদ্ধতি : যে জমিতে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি উচ্চতায় পানি রাখা সম্ভব তাতে মাছ চাষ করা যায়। প্রয়োজনীয় পানি আটকে রাখতে জমির চারদিকের আইলগুলো উঁচু করে দিতে হয়। ধান রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে জমিতে মাছের পোনা ছাড়তে হয়। শিং, মাগুর, সরপুঁটি, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, সিলভারকাপ চাষ করলে তুলনামূলকভাবে বেশী লাভ হয়। মাছ চাষ করলে খেতে কীটনাশক দেওয়া যায় না। মাছই ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের ডিম খেয়ে ফেলে। যারা ক্ষেতে দু'বার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করেন, এক্ষেত্রে একই পরিমাণ সার তিন দফায় জমিতে দিতে হয়।

হাঁস দিয়ে ধানক্ষেত নিড়ানি : হাঁস দিয়ে ধানক্ষেত নিড়ানির কৌশল এক অভিনব উদ্ভাবন। খাবার সংগ্রহের সময় হাঁসগুলো ঠোঁট ও পা দিয়ে জমিতে বারবার আঘাত করে। এতে আগাছাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। রোপণের পর জমিতে ধান ছিটিয়ে দিলে হাঁস ধানক্ষেতে আসবে। ছিটানো ধান খাওয়ার সময় হাঁসগুলো ঠোঁট ও পা দিয়ে কাদায় বারবার আঘাত করবে। এতে নষ্ট হবে আগাছা ও আগাছার বীজ। এজন্য ধানগাছ রোপণের ১৫ দিন পর প্রতি একরে ১০ কেজি ধান ইউরিয়ার সারের মতো ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে সাত দিন পরপর তিনবার ধান ছিটিয়ে দিতে হবে।

সবুজ ঘাসে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে

ঝিনাইদহ যেলার কোটচাঁদপুর উপযেলার মাঠে মাঠে এখন লাভজনক নেপিয়ার ঘাস চাষ হচ্ছে। ঘাষের চাষ লাভজনক, এমন ধারণাই ছিল না উপযেলার বলুহর, কুশনা ইউনিয়নে কৃষকদের। কৃষি বিভাগের অনুরোধে ১/২ জন কৃষক প্রথমে এই চাষ শুরু করে। মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে এখন কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী যেলাগুলোতে বিস্তার লাভ করেছে এই চাষ। গড়ে উঠেছে ঘাসের বাজার। পূরণ হচ্ছে গো-খাদ্য। সাধারণত ফাল্গুন মাস থেকে লাগানো শুরু হয়। ৫ মাস পর থেকে ঘাস কেটে বিক্রি করতে পারেন কৃষকরা। বছরে ৬ থেকে ৭ বার কাটা যায়। এক বিঘা জমিতে চাষ করতে এক হাযার টাকার বীজ, জমি তৈরীতে চাষ খরচ হয় ৬শ' টাকা, লেবার খরচ হয় ৫শ' টাকা, পরিষ্কার করার খরচ ৩শ' টাকাসহ প্রায় ৩ হাযার টাকা খরচ হয়। সেখানে ঐ জমিতে ঘাস পাওয়া যায় ৩০ হাযার টাকার। এই নেপিয়ার ঘাস এলাকার গো-খাদ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী যেলাগুলোতেও বিক্রি হয়। তাছাড়া কোটচাঁদপুর শহরের গোডাউন এলাকা, ব্রীজঘাট এলাকা, কালীগঞ্জের মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তিনটি ঘাসের বাজার গড়ে উঠেছে। এখানে প্রতিদিন কয়েক ট্রাক ঘাস বিক্রি হয়।

[সংকলিত]

কবিতা

মুমিন বলি তাকে

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

শীতের কাঁথা উল্টে ফেলে
মুওয়ায্যিনের ডাকে
ভোর বিহানে মসজিদে যায়
মুমিন বলি তাকে।
ললাট যাহার সিজদা রত
ধরার ধূলার পরে,
সেই তো সঠিক বান্দা আল্লাহ্র
মুমিন বলি তারে।
সরল জীবন সত্য পথে
যে জন চলে সদা,
সেই তো মুমিন তাকেই ভাল
বাসতে পারেন আল্লাহ।
আল্লাহ্র ডাকে তৈয়ার থাকে
যে জন সর্বদায়
নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে
মুমিন বলি তায়।
মুমিন তো সেই বান্দা আল্লাহ্র
জীবন মরণ যিনি,
আল্লাহ্কে সে ভালবেসে
সব কিছু দেয় দানি॥

***

অহি-র দাওয়াত

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ওগো, তোরা দেখবি যদি আয়
হেরার জ্যোতির আলোর রেখা
এই নওদাপাড়ায়॥
হেথা কুরআন-হাদীছ পুঁজি করে
দ্বীনের পথে যাচ্ছে লড়ে
শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে
চেষ্টা সর্বদায়॥
ওগো, ইসলামী সমাজ স্বপ্ন যাদের
দাওয়াত এরা দিচ্ছে তাদের
তাক্বলীদের পথ ছেড়ে দিয়ে
এসো এ আঙ্গিনায়॥
তুমি কুরআন-হাদীছ মন্থন করে
দ্বীনের দামান ধর আঁকড়ে
শিরক-বিদ'আতী হ'লে রে ভাই
জাহান্নামে হবে ঠাঁই॥
আজ অহি-র দাওয়াত করলে কবুল
জীবন তোমার হবে মকবুল
তুমি শিরক-বিদ'আত রাখলে দূরে
আখের হবে রোশনাই॥
আজ শত ফিরক্বা হায় ইসলামে
তুমি খুঁজছ আসল কোন্ মোকামে?
মিষ্টি কথার সস্তা ছওয়াব
ছেড়ে আয় রে অহি-র ছায়ায়॥

***

ধরতেই হবে সিঁদেল চোর

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

আর দেরী নয় এখনই সময়
জাগ, জেগে থাক রাত্রি দিন।
খামার তোমার হামলা ও কার
তোমার খামারে বিরতিহীন?
পূর্বপুরুষ পিতা-পিতামহ
সবার প্রিয় এদেশ আবাস
এখানে সকলে বাস করে গেছে
তোমরাও এখানে করছ বাস।
দেশের উপরে শ্যেন-শকুনেরা
করছে সদাই নযরদারী
দেশের সকল ভাল-মন্দের
কে দিল ওদের যিম্মাদারী?
এদেশ লড়েছে মেরেছে মরেছে
শহীদ অথবা হয়েছে গাযী
এখনো এদেশ লড়বে লড়বে
মারতে-মরতে এখনো রাজী।
বাঁচাতেই হবে বখতিয়ারের
তিতু-সিরাজের শূন্য ধাম
বুকের তপ্ত লাল লহু যারা
দেশকে বাঁচাতে দিয়েছে দাম।
ভেদাভেদ ঠেলে দলাদলী ফেলে
বাঁচাতেই হবে দেশটাকে
বর্গী ঠেঙাড়ে হার্মাদ ঠগী
ঠেকাতেই হবে একডাকে।
আজ জনতার ফুসে উঠবার
রুখে দাঁড়াবার ক্রান্তিকাল
ঐক্য গড় জাতীয় ঐক্য
ফেলো ছিঁড়ে ফেলো ভ্রান্তি জাল।
গণতন্ত্রের শাস্ত্রিরা সব
জাগ জেগে থাক রাত্রি ভোর।
সুবহে কাযেবে সুবহে ছাদেকে
ধরতে হবে সিঁদেল চোর।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-এর সঠিক উত্তর

১। ILO (আই.এল.ও) জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
২। UNESCO প্যারিস, ফ্রান্স।
৩। WHO জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৪। UNICEF নিউইয়র্ক, আমেরিকা।
৫। IFC ওয়াশিংটন, আমেরিকা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (পুলিশ)-এর সঠিক উত্তর

১। INTERPOL (ইন্টারপোল)।
২। IGP (আই.জি.পি)।
৩। পুলিশ কমিশনার।
৪। ১৯৭৬ সালে।
৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মহাশূন্য)

১। সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা কত?
২। সৌরজগতের উপগ্রহের সংখ্যা কত?
৩। জীবন ধারণের উপযোগী একমাত্র আদর্শ গ্রহ কোনটি?
৪। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের একবার ঘুরে আসতে কত সময় লাগে?
৫। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ কোনটি?

সংগ্রহে : শিহাবুদ্দীন আহমাদ
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কম্পিউটার)

১। আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে?
২। বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার হয় কত সালে?
৩। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রথম কম্পিউটার কোনটি?
৪। সুপার কম্পিউটারের উদ্ভাবক কে?
৫। ROM কি?

সংগ্রহে : আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন

রাজশাহী ৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে ২০০৯-২০১১ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। নব মনোনীত পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ হ'লেন-

নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	যেলা
১। ইমামুদ্দীন	পরিচালক	এম. এ.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
২। আব্দুর রশীদ	সহ-পরিচালক	এম.এ (শেষ বর্ষ)	সাতক্ষীরা
৩। আব্দুর রাযযাক	সহ-পরিচালক	বি.এ (অনার্স), ৪র্থ বর্ষ	দিনাজপুর
৪। গোলাম কিবরিয়া	সহ-পরিচালক	বি.এ (অনার্স), ২য় বর্ষ	নওগাঁ
৫। বযলুর রহমান	সহ-পরিচালক	বি.এ (অনার্স), ৩য় বর্ষ	সাতক্ষীরা

বড়াইতলা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ২৬ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বড়াইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদেরকে ইসলামী রীতি-নীতিতে গড়ে ওঠার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মারকাযের হেফয বিভাগের সহকারী শিক্ষক হাফেয মাস'উদুর রহমান। সমাবেশে সোনামণি শাখা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মধ্য ভুগরইল, পবা, রাজশাহী ২৩ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬-টায় মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা জনাব নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া ও বযলুর রহমান। পরিশেষে সোনামণি বালক-বালিকা উভয় শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

বানেশ্বর, রাজশাহী ২৩ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রাযযাক।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতা ২০১০-এর পুরস্কার বিতরণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০১০-এর দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বাদ জুম'আ তাবলীগী ইজতেমা প্যান্ডেলে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতা ২০১০-এর পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ.এইচ.এম. খায়রুযযামান লিটন। তিনি বিজয়ী শিশু-কিশোরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধর। আগামীতে তারাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। তাই তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

উল্লেখ্য, আটটি বিষয়ে সোনামণি বালক-বালিকাদের মাঝে ৪টি স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজয়ীরা হ'ল :

(ক) বালক গ্রুপ :

১। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত :
১ম- আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (রাজশাহী)
২য়- আব্দুল হাকীম (গাইবান্ধা)
৩য়- ইউসুফ (সাতক্ষীরা)

২। অর্থসহ হাদীছ পাঠ :
১ম- আব্দুল কাফী (বগুড়া)
২য়- রামাযান শেখ (বাগেরহাট)
৩য়- ইমামুল মোল্লা (বাগেরহাট)

৩। আক্বীদা :
১ম- সাঈদুর রহমান (সাতক্ষীরা)
২য়- আশিকুল ইসলাম (নওগাঁ)
৩য়- আযাদুর রহমান (সাতক্ষীরা)

৪। সোনামণি সংগঠন ও সাধারণ জ্ঞান :
১ম- আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া)
২য়- আব্দুল মুমিন (সিরাজগঞ্জ)
৩য়- আব্দুল কাফী (বগুড়া)

৫। সোনামণি জাগরণী :
১ম- ইলিয়াস (বগুড়া)
২য়- শাহাদত হুসাইন (বগুড়া)
৩য়- হাবীবুর রহমান (সাতক্ষীরা)

৬। ছবি অংকন (বাংলাদেশের মানচিত্র) :
১ম- আবু রায়হান ছিদ্দীক (বগুড়া)
২য়- সাইয়্যেদুযযামান (দিনাজপুর)
৩য়- হাবীবুর রহমান (গাইবান্ধা)।

৭। কুইজ (সোনামণি জ্ঞানকোষ-১) :
১ম- নাজমুল হুদা (সিরাজগঞ্জ)
২য়- আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া)
৩য়- সাঈদ আল-মাহমূদ (ঝিনাইদহ)

৮। স্বরচিত সংলাপ :
১ম- সাঈদ আল-মাহমূদ (ঝিনাইদহ)
২য়- এনামুল হুদা (সাতক্ষীরা)
৩য়- আব্দুল হাকীম (গাইবান্ধা)

(খ) বালিকা গ্রুপ :

১। সোনামণি সংগঠন ও সাধারণ জ্ঞান :
১ম- রুবিয়া পারভীন (সিরাজগঞ্জ)
২য়- নাজনুর পারমিতা (সিরাজগঞ্জ)

২। কুইজ (সোনামণি জ্ঞানকোষ-১) :
১ম- রুবিয়া পারভীন (সিরাজগঞ্জ)
২য়- নাজনুর পারমিতা (সিরাজগঞ্জ)

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ভণ্ড পীরের চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসা!

চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসার অভিযোগে গত ১২ এপ্রিল সকাল আটটায় পুলিশ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপযেলার বালুচর ইউনিয়নের খাসনগর গ্রামের আস্তানায় অভিযান চালিয়ে ভণ্ডপীর আমজাদকে তিন সহযোগী সহ গ্রেফতার করেছে। সহযোগীরা হচ্ছে- নূরু মেম্বার, ইলিয়াস মাতবর ও আবুল কালাম। সবার বাড়ী একই গ্রামে। জানা গেছে ভণ্ডপীর আমজাদ চিকিৎসার নামে রোগীদের শারীরিকভাবে অমানবিক নির্যাতন করতো। ছোট শিশুদের পানিতে চুবিয়ে, ঝুলিয়ে রেখে এমনকি লাথি মেরে চিকিৎসা দিত।

আড়াই মাসের যমজ শিশু দীপা-নীপার জ্বর হ'লে মা পুষ্পরাণী তাদের নিয়ে আসেন কথিত ভণ্ডপীর আমজাদ ফকীরের কাছে। শিশু দু'টিকে দেখে সে বলে, এদের ভূতে ধরেছে। একথা বলার পর আমজাদ তাদের পা কাপড় দিয়ে বেঁধে খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেন। আধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখার পর পায়ের বাঁধন খুলে তাদের নামানো হয়। এরপর আমজাদ দুই হাতে দুই শিশুর পা ধরে চার দিকে চরকার মতো ঘোরাতে থাকেন। ঘোরানো শেষ হ'লে শিশু দু'টিকে মাটিতে ফেলে প্রথমে লাথি মারতে মারতে উঠানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত নেন আমজাদ। সবশেষে আমজাদ আড়াই মাসের শিশু দু'টির পেটের উপর উঠে দাঁড়ান। শিশুরা প্রসাব করে দিলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর পুষ্পরাণী বাদী হয়ে থানায় মামলা করলে অবশেষে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পরে আমজাদকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে তিনটি মামলাও দারে করা হয়েছে। জানা গেছে, দুই মাস আগে আমজাদ প্রথম নূরু মেম্বারের মা গোলেনুর বেগমের চিকিৎসা করেন। তিনি প্যারালাইজড ছিলেন। তার রোগ ভাল হয়েছে-এটা গ্রামের মানুষের কাছে প্রচার করা হয়। আমজাদ জানান, নূরু মেম্বার প্রথম তাকে প্ররোচনা দেন এই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে। পরে নূরু মেম্বার ১৪ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। প্রথম দিকে রোগী কম ছিল। প্রচার করার পর রোগী বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিদিন তিন থেকে চারশ' হয়।

কমিটির সদস্যরা রোগীদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন। টাকা আমজাদসহ সবাই ভাগাভাগি করে নিতেন। সর্বনিম্ন ১০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক-দেড় হাযার টাকা নিতেন তারা। আমজাদ বলেন, 'কমিটির লোকজন আমাকে সহায়তা করেছেন বলে আয়ের টাকার বেশীর ভাগ তারাই নিয়ে যেতেন। আমাকে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে চলতে চাল ও ডাল কিনে দিতেন'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অবৈধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। পৃথক দু'টি রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে গত ১৩ এপ্রিল বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমাদ এবং বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ দেন। ২০০০ সালে পার্বত্য অধিবাসী মুহাম্মাদ বদীউযযামান এবং ২০০৭ সালে এডভোকেট তাজুল ইসলাম রিট দু'টি দায়ের করেন। এসব রিটে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান যেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ সংশোধনী আইন-১৯৯৮-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আদালত শান্তিচুক্তি সে সময় এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল কি-না এবং এ চুক্তির মাধ্যমে সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেনি বিধায় এ বিষয়ে রায়ে কিছু উল্লেখ করেনি। তবে পার্বত্য খাগড়াছড়ি যেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, পার্বত্য বান্দরবান যেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং পার্বত্য রাঙ্গামাটি যেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ আইন তিনটি বাতিল করে। আইনগুলো বাতিলের ফলে এসব যেলায় চাকরি, শিক্ষাসহ উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত বিভিন্ন কোটা বাতিল বলে গণ্য হবে। রায়ে উল্লেখ করা হয় যে, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ রাষ্ট্রের একক চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সার্বভৌম একক রাষ্ট্রের ভেতর আরেকটি রাষ্ট্রের চরিত্রের অস্তিত্ব থাকা অসাংবিধানিক। তাই এটি বাতিল করা হ'ল। অবশ্য সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৬ সপ্তাহের জন্য এ রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়।

মোবাইল ফোনে টাকা প্রেরণ

প্রিয়জনের কাছে টাকা পাঠানো যাবে মোবাইল ফোনে। কয়েক টাকা খরচ করলেই এক ঘণ্টায় টাকা পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির হাতে। এ রকম একটি ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে ডাক বিভাগে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মোবাইলে মানি অর্ডার সার্ভিসে ১শ' টাকা থেকে ১ হাযার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে ২০ টাকা খরচ হবে। ১০০১ টাকা থেকে ২ হাযার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে ৩০ টাকা, ২০০১ থেকে ৩ হাযার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে ৪০ টাকা, ৩০০১ টাকা থেকে ৪ হাযার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে ৫০ টাকা এবং ৪০০১ টাকা থেকে ৫ হাযার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে খরচ হবে ৬০ টাকা। এ সেবার মাধ্যমে ১ ঘণ্টায় প্রাপকের হাতে টাকা পৌঁছানো যাবে।

ছানায় মেশানো হচ্ছে ফর্মালিন ও ময়দা

সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলার প্রায় ২০টি কারখানায় মিষ্টি জাতীয় পণ্যের মূল উপকরণ দুধের ছানা তৈরী হচ্ছে ভেজাল উপকরণ দিয়ে। নোংরা পরিবেশে তৈরী এসব ছানা তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফর্মালিন ও ময়দা। সূত্র মতে, সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলা সদর, জিয়ালা নলতা, পাটকেলঘাটা থানা সদর, সরুলিয়া বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছোট বড় মিলে ২০টির মত ছানার কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় প্রতিদিন ১শ' থেকে ১৫০ মণ ছানা উৎপাদন শেষে তা ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাটসহ দেশের বিভিন্ন যেলায় অবস্থিত মিষ্টির দোকানে বিক্রি করা হয়। জানা গেছে, এক মণ দুধ থেকে ৩ কেজি ননি হয়। ঐ দুধ থেকে ননি তুললে বা না তুললেও ৮ কেজি ছানা হয়। ১মণ দুধের দাম বর্তমানে ১ হাযার ২শ' টাকা। ননিবিহীন প্রতি কেজি ছানার দাম ১২০-১৪০ টাকা। ননিযুক্ত প্রতিকেজি ছানার দাম ১৮৫-১৯০ টাকা। তবে ননি তোলার পর ঐ ছানায় সীমিত খরচে ডালডা ও সয়াবিন মিশিয়ে ননিযুক্ত ছানা বলে বিক্রি করতে পারলে ঐ ভেজাল ছানায় বেশী লাভ হয়। এজন্য ভেজাল ছানা উৎপাদনে কারখানা মালিকদের আগ্রহ বেশী।

বিদেশ

কাগজের স্কুল!

তাইওয়ানের পরিবেশ সচেতন এক দম্পতি ফেলে দেওয়া কাগজ দিয়ে একটি স্কুলঘর নির্মাণ করেছেন। বাড়ীতে তৈরী মিশ্রণকারী যন্ত্রের মাধ্যমে এ কাজ করা হয়েছে। এতে ব্যবহৃত হয়েছে এক হাযার কিলোগ্রামের বেশী কাগজ। কানাডায় জন্মগ্রহণকারী জন লেমোরি (৫৯) এবং তার তাইওয়ানী বংশোদ্ভূত স্ত্রী শেলি উ দক্ষিণ তাইওয়ানের পিং তাং কাউন্টিতে বসবাস করেন। তারা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহৃত ফেলে দেওয়া কাগজ সংগ্রহ করেন। এ কাগজ দিয়েই এক বছরের মধ্যে তৈরী করেন ৭৫ বর্গমিটার আয়তনের স্কুলঘর। এতে ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে ক্লাস করা যাবে। বৃষ্টিজনিত ক্ষতিরোধের জন্য পুরো স্কুলঘরটিকে সিলিকনের আবরণে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। স্কুল নির্মাণ কাজের পরিদর্শক জানান, বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া ধারণার ভিত্তিতেই কাগজ মিশ্রণকারী যন্ত্রটি তৈরী করা হয়েছে। এ কাজে একটি ট্র্যাকের অংশ এবং ঘাস কাটার যন্ত্রের ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে তৈরী করা মিশ্রণকারী যন্ত্রের ভেতর কাগজ, পানি এবং সিমেন্ট দেওয়া হয়।

লিভ টুগেদারের পক্ষে রায় দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত নারী-পুরুষের লিভ টুগেদারকে বৈধতা দিলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এক রায়ে বলা হয়, লিভ টুগেদার কোন অপরাধ তো নয়ই; বরং জীবনের অধিকারের মধ্যে পড়ে। বিয়ের আগের সহবাস বৈধ। দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী খুশবুর এক মামলার রায় দিতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৫ সালে দক্ষিণীয় সিনেমার হার্টথ্রব নায়িকা খুশবু তার বিরুদ্ধে আনা এ ধরনের ২২টি ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছিলেন সুপ্রিমকোর্টে। সেসব মামলার শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতিরা বলেছেন, এ ধরনের সম্পর্ক কোনভাবেই অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে না।

ইরাকের যুদ্ধকবলিত এলাকায় জন্ম নিচ্ছে খর্বাকৃতির শিশু

মার্কিন আগ্রাসনের শিকার ইরাকে শিশুরা মায়ের পেটেই যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটির যুদ্ধকবলিত অঞ্চলে খর্বাকৃতির শিশু জন্ম নিচ্ছে। এদের উচ্চতা একই সময়ে মোটামুটি নিরাপদ অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের চেয়ে দশমিক ৩ ইঞ্চি কম। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশটির দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে উদ্বেগজনকহারে খর্বাকৃতির শিশু জন্ম নিচ্ছে। অন্য অঞ্চলের তুলনায় এ প্রদেশগুলোতে সহিংসতার হারও অনেক বেশী। গবেষক দলের প্রধান গ্যাব্রিয়েলা গুরেরোসারফান বলেন, এসব এলাকার শিশুদের উচ্চতা নিরাপদ এলাকায় জন্ম নেওয়া শিশুদের তুলনায় গড়ে দশমিক ৩ ইঞ্চি (দশমিক ৮ সেন্টিমিটার) কম। গবেষণায় দেখা গেছে, খর্বাকৃতির শিশু জন্মের জন্য মায়েদের নিম্নমানের খাবার ও অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহারের বিষয়টি অনেকাংশে দায়ী। গবেষকরা জানান, নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ এবং ডায়রিয়াসহ নানাবিধ রোগের কারণে এসব খর্বাকৃতি শিশুর জন্ম হ'তে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নথি থেকে ইসলামিক পরিভাষা বাদ দেওয়া হচ্ছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নথি থেকে কিছু ইসলামিক পরিভাষা বাদ দেয়া হচ্ছে। 'জিহাদ' 'ইসলামিক পন্থী' ইত্যাদি পরিভাষাগুলো কেন্দ্রীয় নথি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টারা বাদ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকর্তারা মুসলিম বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চান যে, তাদের দৃষ্টিতে মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী নয়। বুশের আমল থেকে ওবামার শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের ঐ পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন অনেকে।

চীনে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত ২০৬৪ জন

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কিঙ্গাই প্রদেশে ১৪ এপ্রিল এক শক্তিশালী ভূমিকম্প স্থানীয় সময় সকাল ৭-টা ৪৯ মিনিটে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল গোলমাড নগরীর ৩৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে এবং সমুদ্রতলের ৪৬ কিলোমিটার গভীরে। চীনের ভূমিকম্প জরিপ প্রশাসন বলেছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.১। তবে মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে জানায়, রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৬.৯। এ ভূমিকম্পে ২০৬৪ জন মৃত্যুবরণ করেছে। আহত হয়েছে ১২ হাযার। নিখোঁজ রয়েছে ১৭৬ জন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া লোকদের উদ্ধার তৎপরতা চলছে। সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানায়, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের কাছে অবস্থিত জেইগু শহরের ৮৫ শতাংশের বেশী বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পে হাযার হাযার আহত ও বাস্তুহারা লোকজন চিকিৎসা ও সাহায্যের আশায় অপেক্ষার প্রহর গুণছে। বরফশীতল আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩ হাযার ফুট উচ্চতাজনিত নানা সমস্যা ও বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে ত্রাণ কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে নিদারুণ কষ্টে হাযার হাযার মানুষ দিনাতিপাত করছে।

বেলজিয়ামে বোরক্বা পরা নিষিদ্ধ

বেলজিয়াম ২২ এপ্রিল থেকে বোরক্বা পরা নিষিদ্ধ করেছে। মার্চের ৩১ তারিখ বেলজিয়ামে সারাদেশে বোরক্বা নিষিদ্ধ করার সংসদীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এটি যে মানবে না তাকে ১৫-২৫ ইউরো (২০-৩৪) ডলার জরিমানা দিতে হবে অথবা তাকে বোরক্বা পরার জন্য পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। সরকার ও বিরোধীদল উভয়ের সম্মতিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুসলিম জাহান

বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার নির্মিত হচ্ছে মক্কায়

মক্কায় বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার নির্মাণের কাজ চলছে। এতে স্থাপন করা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘড়ি। এই টাওয়ারের নাম 'মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ার'। এর উচ্চতা হবে ৮১৭ মিটার। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার দুবাইয়ের 'বুর্জ খলীফা'র উচ্চতা ৮২৮ মিটার। সঊদী সরকারের পক্ষে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন লাদেন গ্রুপ এ টাওয়ার তৈরী করছে। এ টাওয়ার আগামী জুন মাসে জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে। পবিত্র রামাযান মাসের আগে জুলাইয়ের শেষ দিকে এই টাওয়ারে চালু করা হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঘড়ি। এই ঘড়ি হবে লন্ডনে অবস্থিত বিখ্যাত 'বিগ বেল' এর চেয়ে ছয়গুণ বড়। প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক জানান, টাওয়ারের ৬৬২ মিটার পর্যন্ত অবকাঠামো নির্মিত হবে কংক্রিটে। তারপর থেকে উপরের দিকে ১৫৫ মিটার পর্যন্ত নির্মিত হবে ধাতব অবকাঠামোর উপর। যে অংশটুকু কংক্রিটে নির্মিত হবে তার উচ্চতা বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার তাইওয়ানের 'তাইপে ১০১'-এর চেয়েও বেশী হবে। তাইপে ১০১-এর উচ্চতা হচ্ছে ৫০৮ মিটার। জার্মানীর তৈরী ৪৫ মিটার প্রশস্ত ও ৪৩ মিটার লম্বা ঘড়ি টাওয়ারে বসানো হবে। এটি টাওয়ারের চারপাশ থেকেই দেখা যাবে। রাতের বেলায় ১৭ কিলোমিটার এবং দিনে ১১-১২ কিলোমিটার দূর থেকে ঘড়িটি নযরে আসবে। এটি নির্মাণে ব্যয় হবে তিনশ' কোটি মার্কিন ডলার। এতে তিন হাযার কক্ষ থাকবে।

সাদ্দামের বাড়ীগুলো পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করা হচ্ছে

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার প্রাসাদোপম বাড়ীগুলোকে ধরার স্বর্গোদ্যান করে গড়ে তুলেছিলেন। আর এখন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তার এ প্রাসাদগুলোকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছে। সূত্র মতে, সাদ্দামের পরিত্যক্ত ৭৬টি বাড়ী এবং তিকরিতের শত শত একর জমিই হতে পারে অর্থসংকট জর্জরিত এ অঞ্চলের সম্ভাবনাময় স্বর্ণ খনি। সাদ্দামের এ বিশাল কীর্তি গড়ে উঠেছে বাগদাদের ১৫ মাইল উত্তরে শক্তিশালী আদিবাসী ঘাঁটি তিকরিতে। এর মধ্যে ছয়টি ভিলা তিনি বানিয়েছিলেন তার জন্মস্থান আল-আজওয়া গ্রামে। এরপর তিনি বানান সবচেয়ে বড় তিকরিত প্রাসাদ কমপ্লেক্স। কৃত্রিম হ্রদ আর ফলের বাগান বেষ্টিত এক হাযার একরেরও বেশী জায়গা জুড়ে মোট ১৩৬টি ভবন আছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী।

তৃতীয় প্রজন্মের সেন্ট্রিফিউজ চালুর ঘোষণা ইরানের

ইরান আরও দ্রুতগতিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে সক্ষম নতুন ধরনের সেন্ট্রিফিউজ চালুর ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞার হুমকির মুখেও পরমাণু কর্মসূচী এগিয়ে নেয়ায় অটল থাকার ইঙ্গিত দিল ইরান। ইরানের বার্ষিক জাতীয় পরমাণু দিবস উপলক্ষে এক ভাষণে ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান আলী আকবর ছালেহী বলেন, ইরান এখন তৃতীয় প্রজন্মের সেন্ট্রিফিউজ চালু করবে। প্রথম প্রজন্মের সেন্ট্রিফিউজের তুলনায় এ প্রজন্মের সেন্ট্রিফিউজে ১০ গুণ বেশী দ্রুততায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করা যাবে। ইরান বর্তমানে যেসব সেন্ট্রিফিউজ ব্যবহার করছে সেগুলো তৈরী করা হয়েছে ১৯৭০-এর দশকের মডেল অনুযায়ী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গ্রিনহাউস গ্যাসখেকো গাছ!

গাছ কী খেয়ে বাঁচে? মাটির ভেতর থেকে শেকড়ের সাহায্যে জল আর লবণ। সূর্যের আলো। মানুষের নিঃশ্বাসে ছেড়ে দেওয়া কার্বণ ডাই-অক্সাইড আর গাড়ির কালো ধোঁয়ায় থাকা কার্বণ মনো-অক্সাইড খায় গাছ। এই গ্যাসগুলোকে বলে গ্রিনহাউস গ্যাস। এরা উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কিন্তু গাছ যদি এদের খেয়েই ফেলে, তাহ'লে তাপমাত্রা বাড়ছে কেন? কারণ আনুপাতিক হারে গাছের সংখ্যা কমছে। বাড়ছে মানুষ ও বাড়ছে গাড়ি। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক ধরনের কৃত্রিম গাছ বানিয়েছেন। একটা আসল গাছের চেয়ে হাযার গুণ বেশী গ্রিনহাউস গ্যাসখেকো এই গাছ। পুরো দিনে ২০টি গাড়ি যে পরিমাণ কালো ধোঁয়া বের করে, তার সবটুকু শোষণ করে নিতে সক্ষম এই কৃত্রিম গাছ।

ফোন করা যাবে টেলিভিশন থেকে

এক নতুন ধরনের টেলিভিশন তৈরী করেছে এলজি ইলেকট্রনিক্স। এ টেলিভিশন থেকে ভিডিও ফোন করা যাবে। ভিডিও কলিং সেবাপ্রতিষ্ঠান স্কাইপের সহযোগিতায় এ টেলিভিশনটি তৈরী করেছে এলজি। এতে রয়েছে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। ফলে একই সঙ্গে টেলিভিশনটিতে ভিডিও ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব। এতে আরো রয়েছে ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন। এর সাহায্যে ব্যবহারকারীরা টেলিভিশনের মাধ্যমেই ভিডিও ফোন করতে পারবেন।

আইপড টাচে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ

আপনার কাছে যদি একটি আইপড থাকে তবে তাকে গাড়ি চালনায় সহায়তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আইপড দিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে এর কার্যকারিতা দেখিয়েছেন আলোচিত গাড়ি হ্যাকার ডেভ ফিল্ল। তিনি আইপড টাচ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬৯ পেথিয়াক জিটিং কনভার্টিবল নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়েছেন। এভাবে তিনি গাড়ির সব সিস্টেমের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বলে জানা গেছে। আইপড টাচে নিয়ন্ত্রণ করতে গাড়িকে প্রথমে ওয়্যারলাস নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। সেখান থেকে আইপড টাচে সংযোগ পায় ওয়াই-ফাই সংকেত। এক্ষেত্রে রাউটার অন্যান্য কন্ট্রোলরের সাথেও যোগাযোগ রাখতে পারে। এ পদ্ধতিতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় গাড়ি।

বৈদ্যুতিক চোখ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছুটা হ'লেও আশার আলো দেখাচ্ছে এমআইটি। পুরোপুরি চোখের আলো ফেরাতে না পারলেও কারও মুখ চেনা কিংবা ঘরে একা একা চলাফেরা করার সুযোগ করে দিচ্ছে তারা। বিশেষ এক বৈদ্যুতিক চোখ উদ্ভাবন করেছে এমআইটি। ক্ষুদ্র একটি চিপ ব্যবহার করা হয়েছে এ চোখে। চিপটি বসানো হয় রোগের অক্ষিগোলক। আর তা পুরোটাই টাইটেনিয়াম ধাতুতে মোড়ানো, যাতে পানিতে ভিজে গিলেও কোন সমস্যা না হয়। ছোট্ট এ চিপটি কাজ করবে তখন, যখন রোগী ছোট্ট ক্যামেরাযুক্ত একটা চশমা পরবে। চশমার ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি চলে যাবে চিপে, এরপর চিপ সেই ছবিকে সংকেতে রূপান্তরিত করে সরাসরি রোগীর মস্তিষ্কে পাঠাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১০ সফলভাবে সমাপ্ত

রাজশাহী ১ ও ২ এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ২০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে গত ১ ও ২ এপ্রিল রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। নানা -প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে প্রথম নির্ধারিত তারিখ ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩ ও ১৪ ফাল্গুনের পরিবর্তে ১ ও ২ এপ্রিল মোতাবেক ১৮ ও ১৯ চৈত্র অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইজতেমা সম্পন্ন হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। দেশব্যাপী চৈত্রের প্রচণ্ড খরতাপ এবং রাজশাহীর তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাযার হাযার কর্মী ও সুধীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইজতেমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

বরাবরের ন্যায় এবারও দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধী ট্রেনের রিজার্ভ বগি, রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত রাজশাহী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে ভটভটি (শ্যালো চালিত ভ্যান), মটর সাইকেল ও বাইসাইকেল যোগেও বিপুল সংখ্যক শ্রোতা ইজতেমায় যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, স্থানাভাবে এবারের মহিলা প্যাণ্ডেল ট্রাক টার্মিনাল থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে নওদাপাড়া মহিলা মাদরাসার সুউচ্চ পাকা দেওয়াল ঘেরা সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে করা হয়। যা মাইক ও প্রজেক্টর দ্বারা মূল প্যাণ্ডেলের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

১ম দিন বাদ আছর (৪-৩০ মিঃ) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর অনুবাদ পেশ করেন হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তাবলীগী ইজতেমা ২০১০-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

উদ্বোধনী ভাষণঃ

উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আজকের এ দিনে স্পেনে মুসলমানদের প্রায় ৮শ' বছরের হুকুমত প্রতারণার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয়। খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের উত্থানকে বরদাশত করতে পারেনি। শক্তি দিয়ে যখন তারা ব্যর্থ হয়েছিল, প্রতারণা দিয়ে তখন তারা সফল হয়েছিল। তারা ধোঁকাবাজি করে সহজ-সরল মুসলিম নর-নারীকে মসজিদে ঢুকিয়ে বাহিরে তালা মেরে মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মুসলিমকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল আজকের এই দিনে। তখন রাণী ইসাবেলা এবং তার স্বামী ফার্ডিনাণ্ড তাচ্ছিল্য ভরে হাসতে হাসতে বলেছিল How fool the Muslims are! 'মুসলমানরা কতই না বোকা! যে, তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করল'। সেই Fool আজকে হয়ে গেছে April fool's day অর্থাৎ এপ্রিলের বোকা দিবস'। ইতিহাস সম্পর্কে বেখবর বাংলাদেশের তরুণ ছেলেরা এদিনে পরস্পরকে ধোঁকা দেয়। তারা জানে না যে, এর মাধ্যমে খৃষ্টান জাতি কিভাবে মুসলিম জাতির সাথে প্রতারণা করেছিল। সেই প্রতারণার জন্য আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত ছিল। অথচ আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ধোঁকা বিনিময় করে আনন্দ উপভোগ করে। কতই না মূর্খ আমরা! ১৪৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রায় ছয়শত বছরেও আমাদের হুঁশ ফেরেনি।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজ পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলিম নির্যাতন চলছে। অথচ মিডিয়াগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধেই মিথ্যাচার করছে। জঙ্গী জঙ্গী বলে সর্বত্র ধুঁয়া তুলছে। ইহুদী-খৃষ্টানরা মুসলিম ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীনের উপর অবিরতভাবে হামলা করে লক্ষ লক্ষ মা-বোন এবং নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করছে। অথচ তাতে তারা জঙ্গী হয় না; কিন্তু মযলূম মানুষ একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলেও তারা জঙ্গী হয়ে যায়। তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্বত্র দ্বীনদার মূসলমানদের জঙ্গী অপবাদ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে, বাংলাদেশও তার বাইরে নয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুসলমানরা জঙ্গী নয়। ভারতে প্রায় প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সে দেশের পত্রিকার হিসাব মতে সেখানে ১৩,৯০৫টি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত বিগত ৬২ বছরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু বিরোধী ৬২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাও ঘটেছে বলে প্রমাণ নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, Violence begets violence 'হিংসা হিংসা ডেকে আনে'।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ বিগত চারদলীয় জোট সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের উপর যে যুলুম করেছে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো আমাদের ব্যাপারে যে পরিকল্পিত মিথ্যাচার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ফরিয়াদ কেবল আল্লাহ্র কাছে। আমরা সর্বদা ভরসা করি কেবল আল্লাহ্র উপরে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এ তাবলীগী ইজতেমা জনগণের কাছে একটাই দাওয়াত নিয়ে এসেছে যে, হে মানুষ! দুনিয়ার সকল মত ও পথ ছেড়ে ফিরে এসো আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে। তবেই দুনিয়াতে শান্তি ফিরে আসবে। নাযিল হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অফুরন্ত রহমত ও বরকত।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমরা মানুষকে মানুষের পূজা করতে বলি না। আমরা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলি। সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বন্দ্ব চলছে একটাই, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, না মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক? এ দ্বন্দ্বের যেদিন ফায়ছালা হবে এবং যেদিন বিশ্বের সর্বত্র তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, সেদিন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পৃথিবীব্যাপী তার বিজয়ের চেহারা দেখবে ইনশাআল্লাহ। আমরা ততদিন পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না যতদিন না দেখব যে, বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতা বিরাজ করছে। আমরা ততদিন পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না, ক্লান্ত হব না, যতদিন না দেখব

যে, আমাদের শেষ নবীর রেখে যাওয়া পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মানের সাথে প্রতি ঘরে ঘরে বরিত ও পালিত হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত সেটা না হবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী যেখানেই থাকুক না কেন সর্বত্র একই দাওয়াত দিয়ে যাবে, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হই, তাহ'লে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য এবং আমীর ও শাসকের আনুগত্য করতে হবে। এই তিনটি আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আল্লাহ্র আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য এবং আমীর ও দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য আমরা করি। রাসূলের নির্দেশের কারণেই আমরা শাসককে উপদেশ দেই, শাসকের ভুল ধরিয়ে দেই, শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করি। কিন্তু শাসককে উৎখাত করার জন্য কোন চরমপন্থাকে কখনই সমর্থন করি না।

সবশেষে তিনি ইজতেমা ময়দানে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা ও ইজতেমার পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আজকের ন্যায় শেষ বিচারের দিন যেন আল্লাহ্র অনুগ্রহের ছায়াতলে সকলে সমবেত হ'তে পারি সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আল্লাহ্র নামে দু'দিন ব্যাপী ২০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর দলীলভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সমূহ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর এম,এম, সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), সাবেক সভাপতি ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ (বগুড়া), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), ডঃ মুহাম্মাদ আলী (নাটোর), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) প্রমুখ।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

হাফেযদের সনদ প্রদান :

১ম দিন বাদ এশা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী হেফয বিভাগ থেকে এবছর ফারেগ হওয়া ৬ জন ছাত্রের হাতে হেফযের সনদ তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান ও মারকাযের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। মঞ্চে উপস্থিত দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও সুধীবৃন্দ এবং ইজতেমায় উপস্থিত হাযারো মুছল্লী সনদপ্রাপ্ত তরুণ হাফেযদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য প্রাণ খোলা দো'আ করেন। সনদপ্রাপ্ত হাফেযদের নাম:

১. আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সাতক্ষীরা, আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠ পুত্র) ২. আসাদুল্লাহ আল-গালিব (নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) ৩. ওমর ফারূক (নেয়ামতপুর, নওগাঁ) ৪.আব্দুর রহমান (সরিষাবাড়ী, জামালপুর) ৫. সাইফুল ইসলাম (বিরল, দিনাজপুর) ৬. শাহীন রেযা (চারঘাট, রাজশাহী)।

আমীরে জামা'আত হাফেযদের উদ্দেশ্যে দো'আ করে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে কুরআনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন!

ওলামা সমাবেশ:

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় এক ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির ভাষণে সমবেত আলেমদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আলেমগণ জাতির দিক নির্দেশক। তাঁরা যদি ইখলাছের সাথে জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে আহ্বান জানান, তবে সমাজে দ্রুত সংস্কার সাধন সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আলেমদের মধ্যে তাক্বওয়া অবশ্যই থাকতে হবে। সেই সাথে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অনুভূতি সদা জাগরুক থাকতে হবে। তারা যেন সমাজে বিভক্তির কারণ না হন, সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। তিনি সমবেত ওলামায়ে কেরামকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীনে হক্ব-এর এই দাওয়াতী মিশন নিরন্তরভাবে চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শতাধিক আলেমের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

যুব সমাবেশ :

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন সকাল সাড়ে ১০-টায় 'দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'ইসলামী যুবসংঘ'-এর মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে, ইসলামী যুবসংঘে যে কোন মুসলিম যুবক প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু 'আহলেহাদীছ

যুবসংঘ'-এর কর্মী হ'তে হ'লে তাকে অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানতে হবে এবং শিরক ও বিদ'আত ছাড়তে হবে। তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীদের তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে। ১. তাদেরকে সৎ ও সাহসী হ'তে হবে, ২. আনুগত্যশীল হ'তে হবে এবং ৩. কর্মচঞ্চল হ'তে হবে।

যুবসমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও খুলনার পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক ও যুবসংঘের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড.এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা) প্রমুখ। যেলা সভাপতিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম।

সোনামণি সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ জুম'আ ইজতেমা ময়দানে 'সোনামণি' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ.এইচ.এম. খায়রুজ্জামান লিটন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। উক্ত সমাবেশে সোনামণির উদ্যোগে আয়োজিত কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

ইজতেমা ময়দানে মাননীয় মেয়র :

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব খায়রুজ্জামান লিটন প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে ইজতেমা ময়দানে এসে মুছল্লীদের সাথে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রচণ্ড গরমে মুছল্লীদের সীমাহীন কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আগামীতে নিয়মিতভাবে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে অথবা মার্চের প্রথমে তাবলীগী ইজতেমা করার ব্যাপারে যাবতীয় প্রশাসনিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন ও তাবলীগী ইজতেমার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে মহিলাদের জন্য নির্মিত পৃথক প্যাণ্ডেলে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আদর্শ জাতি গঠনে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। তাক্বওয়াশীল আদর্শ নাগরিক তৈরীর জন্য পরিবারে মাতাই হচ্ছেন সর্বপ্রথম শিক্ষিকা। তিনি আরো বলেন, সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম ও নিয়মিত ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য মায়েদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে শিখতে হবে ও নিজ সন্তানদের শিখাতে হবে। তাহ'লেই জাতির সূর্যসন্তানরা বেরিয়ে আসবে। যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে। এ সময় তাঁর সাথে থেকে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

বৈঠকী দান :

অন্যান্য বারের মত এবারেও উপস্থিত মুছল্লীগণ এই দ্বীনী দাওয়াতে সহযোগিতার জন্য নগদ বৈঠকী দান প্রদান করেন। এমনকি মা-বোনেদের কেউ কেউ স্বর্ণালংকার খুলে দান করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

'দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা:

২য় দিনের ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কুরআন ও হাদীছের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য 'দারুল হাদীছ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের ধনিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথক পরিবেশে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিশুদ্ধতম ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি এ মহতী স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন।

প্রস্তাবনা সমূহ :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা-২০১০-এর ২য় দিন নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং তা বিবেচনার জন্য দেশের সরকার ও জনগণের নিকটে পেশ করা হয়-

১. দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. শিক্ষার নিম্নস্তর হ'তে উচ্চস্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩. কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশেষ করে কৃষকদের জন্য সূদমুক্ত কৃষিঋণ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

৪. এ সম্মেলন যুবচরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বই-পত্রিকা ও ছবি সমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন আশু বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. এ সম্মেলন দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।

৬. এ সম্মেলন ইঙ্গ-মার্কিন চক্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখল এবং ফিলিস্তিনীদের প্রতি ইস্রাঈলী হামলা ও সেখানে ব্যাপক গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং ওআইসির প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন 'কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না' মর্মে মহাজোটের দেওয়া নির্বাচন-পূর্ব ওয়াদা

যথাযথভাবে পূরণের দাবী জানাচ্ছে এবং ইসলাম বিরোধী সকল আইন বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছে।

৮. অদ্যকার সম্মেলন ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং ১৯৭৪-এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা সহ অবরুদ্ধ ছিটমহলবাসীদের পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানাচ্ছে। সাথে সাথে সিলেটের বিপরীতে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের নতুন চক্রান্তের মাধ্যমে সিলেটসহ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করার নীল-নকশার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং দেশের নির্বাচিত সরকারকে এ সকল মৌলিক ও জাতীয় সমস্যা দ্রুত নিরসনের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৯. এ সম্মেলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের উপর বিগত চারদলীয় জোট সরকারের অন্যায় নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং তাঁদের উপর আরোপিত মিথ্যা মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি জোরালো আবেদন জানাচ্ছে।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

৩য় দিন শনিবার ফজরের জামা'আতে ইমামতি শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আবেগঘন সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন এবং দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শিক্ষা স্ব স্ব জীবনে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। অতঃপর সভা ভঙ্গের দো'আ ও বিদায়কালীন দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[ইজতেমার ভাষণ সমূহ আত-তাহরীকের ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করুন। এছাড়া ভাষণ সমূহের সিডি মাসিক আত-তাহরীক অফিস থেকে সংগ্রহ করুন]

ইসলামী সম্মেলন

সবদিক ছেড়ে ফিরে আসুন আল্লাহ্র অহি-র পথে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

তাহের নগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সম্মেলন গোমস্তাপুর থানাধীন তাহের নগর আবাসিক এলাকা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন মতবাদের নাম নয়; এটি একটা পথের নাম। যা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে। এ আন্দোলন মানুষকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়।

উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল করীম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর প্রমুখ।

পরানপুর, মান্দা, নওগাঁ ৭ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর মান্দা থানাধীন পরানপুর হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পরানপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরানপুর (উত্তর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পরানপুর কামিল মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ এহসানুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন (নওগাঁ) ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পরানপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মাযহারুল আনওয়ার।

ছহীহ হাদীছের আলোকে সর্বাগ্রে ধর্মীয় সংস্কার যরূরী

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঝিনাইদহ ৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের উজির আলী হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অহি-র আলোকে জীবন গঠনের মধ্যেই কেবল মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী সর্বাগ্রে আমাদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার আশু যরূরী।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ।

সুধী সমাবেশ

অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ'তে সাবধান হৌন ও পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হউন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাঘাটা, গাইবান্ধা ৫ এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সাঘাটা উপযেলা পাইলট হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন মূলক নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, মানুষের অন্যায় কর্ম সেদিন তার জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তার কান, চোখ ও দেহের ত্বক সেদিন সবকিছুর সাক্ষী হবে *(হা-মীম সাজদাহ ২০)*। আল্লাহ বলবেন, 'ধর একে গলায় বেড়ী পরাও'। 'অতঃপর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর'। 'তারপর শৃংখলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে' *(হা-ক্বাহ ৬৯/৩০-৩২)*। আমীরে জামা'আত বলেন, পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য দুনিয়াতেই পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে। আমাদেরকে নির্ভেজাল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন এ পথেই বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন মাতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এপথ মানবতার মুক্তির পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত।

ভাষণের শেষ পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এই এলাকায় আমরা ১৮টি জামে মসজিদ, ১৬টি ওযু খানা, ৪৫০টির মত টিউবওয়েল, জুমারবাড়ীতে নূরা জাহিম দাতব্য হাসপাতাল ও শিমুলবাড়ীতে দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট বিশালায়তন মাদরাসা, মসজিদ ও ইয়াতীমখানা কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছি। এছাড়াও বন্যার সময় নিয়মিত ত্রাণ সাহায্য দিয়েছি। প্রকল্প সমূহ পরিচালনার জন্য ২৮ বিঘা জমি কিনে দিয়েছি ও ১টি গোডাউন করেছি। এগুলি রক্ষা করার ও পরিচালনা করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা এগুলি রক্ষা করবেন কি-না, এ বিষয়ে জানতে চাইলে সকলে তিনবার সমস্বরে সম্মতি জানান। **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, মাদরাসা, হাসপাতাল ও ইয়াতীম খানার এক বিঘত জমি কেউ খরিদ বা নষ্ট করলে তিনি জাহান্নামের আগুন খরিদ করবেন। আমরা এগুলি প্রতিষ্ঠা করেছি আপনাদের কল্যাণের জন্য। আপনারা যদি এগুলো রক্ষা না করেন, তাহ'লে কাল ক্বিয়ামতের মাঠে আপনাদেরকে দাতাদের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। অতএব আল্লাহ্র মালগুলি রক্ষার জন্য আল্লাহ্র বান্দারা এগিয়ে আসুন।

স্থানীয় সুধী মাওলানা আব্দুল জাব্বার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও বগুড়া মোহাম্মাদ আলী হাসপাতালের চিকিৎসক জনাব ডাঃ এস,এম,এ, মামূন প্রমুখ। সমাবেশে যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব খলীলুর রহমান, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সাঘাটা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব সাঈদুর রহমান, সাবেক উপযেলা চেয়ারম্যান ও বর্তমান সাঘাটা মহিলা স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আলতাফ হোসায়েন সরকার, মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রবীণ সমাজ নেতা জনাব শাহ আলী সরদার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা জনাব নযীর হোসায়েন সরদার, জনাব আব্দুল জলীল, ৭নং হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এনামুল হক মণ্ডল এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ওলামায়ে কেরাম সহ যেলা 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা আহসান আলী এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মাওলানা ফযলুর রহমান।

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০০৯-১১ সেশনের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের পিতা কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর অন্যতম সুধী ও শুভাকাঙ্খী জনাব ফযলুল হক (৭৭) গত ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাত ১টা ১৫ মিনিটে কুমিল্লা যেলার বুড়িচং থানাধীন জগৎপুর গ্রামে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। দীর্ঘ ৩৮ বৎসর তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস-এ কর্মরত ছিলেন। সুবেদার মেজর হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

পরেরদিন বেলা ২-টায় জগৎপুর ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ৩য় পুত্র অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর ছদরুদ্দীন হাজী বাড়ীস্থ পারিবারিক গোরস্থানে পিতা-মাতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। জানাযার ছালাতে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক জনাব মুছলেহুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকরাম সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ, জগতপুর এডিএইচ সিনিয়র মাদরাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। জানাযাপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সালাম ও সমবেদনা পৌঁছে দেন এবং সকলের নিকট মাইয়েতের জন্য অন্তরখোলা দো'আ কামনা করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দান করুন-আমীন! -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১)ঃ স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যদি নেক আমল করে তাহ'লে মৃত্যুর পর তাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হবে কি?

-সুলতান
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জান্নাতী হ'লে আল্লাহ তাদেরকে একত্রে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দিবেন' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হয়ে থাকবে? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ইহকালে ও পরকালে আমার স্ত্রী' *(হাকেম, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২২৫৫)*। মু'আবিয়া (রাঃ) আবুদ্দারদার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি তা নাকচ করে বলেন, আমি আবুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহিলা তার শেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে *(বাগাভী, ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১২৮১)*। শুধু নেককার স্বামী-স্ত্রী নন, নেককার সন্তানেরাও পিতা-মাতার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে *(ত্বূর ৫২/২১)*।

[আল্লাহ আমাদেরকে সপরিবারে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন-আমীন!]

প্রশ্ন (২/২৮২)ঃ শিশু সন্তান মারা গেলে তারা কি ক্বিয়ামতের দিন পিতা-মাতার জন্য সুফারিশ করবে?

-খলীলুর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিশু অবস্থায় কোন ছেলে-মেয়ে মারা গেলে তারা ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুসলিম পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিম শিশু সন্তানেরা জান্নাতের 'শিশু খাদেম' হবে। তাদের কেউ পিতা-মাতা কাউকে পেলে তার কাপড় ধরে টেনে জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২)*। অবশ্য যদি আল্লাহ তাদেরকে সুফারিশের অনুমতি দেন, তাহ'লেই কেবল সেটা সম্ভব হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি নিজ পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জমা রাখতেন?

-আবুল কালাম আযাদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাযীর আত্মসমর্পণ করে *(আর-রাহীক্ব ২৯৭)*। বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত এই শত্রু সম্পদগুলিকে 'ফাই' বলা হয়। যা কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল *(হাশর ৫৯/৭)*। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে নিজ পরিবারের জন্য এক বছরের খোরাকী রেখে বাকীটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির এবং আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৫৫-৫৬ 'জিহাদ' অধ্যায় 'ফাই' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনটি সম্পদ বা ভূমি ছিল। ১. বনু নাযীরের 'ফাই' সম্পদ (যা ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে হস্তগত হয়)। ২. খায়বার ও ৩. ফাদাকের শস্যভূমি (যা ৭ম হিজরীর ছফর মাসে হস্তগত হয়)। বনু নাযীরের সম্পদ তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতেন। 'ফাদাক' ভূমির আয় মুসাফিরদের জন্য রক্ষিত ছিল। খায়বরের আয়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। দুই ভাগ মুসলিম জনসাধারণের জন্য ও একভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোষের জন্য। এরপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা গরীব মুহাজিরগণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন' *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪০৬২)*। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয বলেন, ফাদাক ভূমির আয় থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের (পরিবারের) জন্য ব্যয় করতেন। এতদ্ব্যতীত বনু হাশেমের শিশু-কিশোরদের চিকিৎসা সেবা দিতেন ও তাদের অবিবাহিতদের বিবাহ দিতেন। রাসূলের জীবদ্দশায় এবং আবুবকর ও ওমরের খেলাফত কালে এই নিয়ম বহাল ছিল *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪০৬৩)*। বনু নাযীর, ফাদাক ও খায়বারের আয় থেকে আবুবকর ছিদ্দীক্ব ও ওমর (রাঃ) স্ব স্ব খেলাফতকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারের জন্য নিয়মিতভাবে এক বছরের খোরাকী রেখে দিতেন *(বুখারী হা/৬৭২৮)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নবুঅত লাভের পূর্বে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা খাদীজার সাথে বিবাহের মাধ্যমে তাঁর অসচ্ছলতা দূর করে দেন। অতঃপর তিনি শূন্য হাতে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মাতুল গোত্র বনু নাজ্জারের কাছে আশ্রয় লাভ করেন, যারা তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। অতঃপর বদরের যুদ্ধে গণীমত লাভ করেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনোই অসচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু অতীব দানশীল হওয়ায় সংসারে প্রায়ই অনটনকষ্ট লেগে থাকত। যেসব হাদীছে তাঁর পারিবারিক অভাব-অনটনের কথা এসেছে, সেখানে কারণ ছিল এটাই। হিজরতের পর থেকে ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত রাসূলের পারিবারিক অবস্থা সঙ্গত কারণেই অসচ্ছল ছিল। পরে সচ্ছলতা আসে এবং ৪র্থ হিজরীতে বনু নাযীরের 'ফাই' সম্পত্তি, ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত শস্যভূমি এবং 'ফাই' হিসাবে প্রাপ্ত ফাদাকের খেজুর বাগান তাঁর জন্য বরাদ্দ হ'লে তাঁর পারিবারিক সচ্ছলতা পুরোপুরি ফিরে আসে *(আর-রাহীক্বুল মাখতূম পৃঃ ৩৭৪, ৩৭৭)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪)ঃ অনেকের মুখে শুনা যায় যে, ছালাতের জন্য ওযূ করতে বসলে চার জন ফেরেশতা একটি চাদরের চার কোণা ধরে ওযূকারীর মাথার উপর ধরে রাখে। ওযূকারী চুপচাপ না থেকে পরপর চারটি কথা বললে ফেরেশতাগণ চাদর ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এ বক্তব্য কি সত্য?

-সোলায়মান
আলাদীপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৫/২৮৫)ঃ 'বিশ্বনবীর কথা' নামক বইয়ে আছে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন। একথা কি সত্য?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম
নজীপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য নয়। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন। অতএব তার আগে 'উম্মাতী' 'উম্মাতী' বলার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন (৬/২৮৬)ঃ 'যে ব্যক্তি আছরের পর ঘুমায়, তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তখন সে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকে'। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হাদী
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ *(ইবনু হিব্বান, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯)*। উক্ত হাদীছের দোহাই দিয়ে অনেকে আছরের পরে ঘুমাতে নিষেধ করেন। অথচ শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী মানুষ যেকোন সময় ঘুমাতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রিকালে ও দিবসে তোমাদের নিদ্রা যাওয়া এবং এর মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য' *(রূম ৩০/২৩)*। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মাত্র ছয় মিনিটের গভীর ঘুম মানুষের সকল জড়তা দূর করতে ও মনে প্রফুল্লতা আনার জন্য যথেষ্ট'। ঘুম তাই আল্লাহ্র একটি বড় নে'মত। তাই বলে অধিক ঘুম অবশ্যই ক্ষতিকর। যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৭/২৮৭)ঃ জমি বন্ধক রাখা যায় কি? অর্থাৎ যে টাকা নিয়ে জমি বন্ধক রাখা হয়েছে, সে টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত টাকা প্রদানকারী জমি ভোগ করবে। এটা কি জায়েয?

-গোলাম রব্বানী
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি হারাম। বন্ধক এক ধরনের কর্য। আর কর্যের মাধ্যমে লাভ গ্রহণ করা সূদ। ছাহাবীগণ এমন কর্য নিষেধ করতেন যে কর্য লাভ আনয়ন করে *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮)ঃ ইমাম রুকূতে যাওয়া অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে সূরা ফাতিহা পড়ে শরীক হ'তে হবে, না ইমাম যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় শরীক হ'তে হবে?

-মুহাম্মাদ আল-আমীন
রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম যে অবস্থায় থাকবেন সে অবস্থায় মুক্তাদী ছালাতে যোগদান করবে । সূরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ... তোমরা যতটুকু পাবে ততটুকু (ইমামের সাথে) আদায় কর, আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ অন্যের জন্য কিভাবে দো'আ করতে হবে?

-আহমাদ
নবাব জায়গীর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্নভাবে দো'আ করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খাদেম আনাসের জন্য নিম্নোক্ত ভাবে দো'আ করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَــهُ 'হে আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বৃদ্ধি করুন এবং আপনি তাকে যা দিয়েছেন, তাতে বরকত দান করুন! আনাস বলেন, এতে তার মাল ও সন্তানে বিপুল প্রবৃদ্ধি আসে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৯৯ 'মানাক্বিব' অধ্যায় ১২ অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশার জন্য নিম্নরূপ দো'আ করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ-

'হে আল্লাহ! আপনি আয়েশার পূর্বাপর এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল গোনাহ মাফ করে দিন' *(বাযযার, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২২৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ আমরা শুনেছি, পিতার আগে ছেলে মারা গেলে সেই ছেলের সন্তানেরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হয় না। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিষয়টি সত্য। কেননা সম্পদের অংশ বণ্টনের বিষয়টি এরূপ যে, একজনের উপস্থিতিতে অন্যজন অংশ হ'তে বঞ্চিত হয়। যেমন ছেলের উপস্থিতিতে ছেলের ছেলে বঞ্চিত হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/৩৪৪ পৃঃ)*। অনেক সময় একজনের উপস্থিতিতে অন্যজন সম্পদ কম পায়। যেমন- স্ত্রী স্বামীর সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পায়। তবে স্বামীর কোন ছেলে-মেয়ে থাকলে আট ভাগের এক ভাগ পায় *(নিসা ১২)*। আবার ছেলে-মেয়ে থাকলে মা পায় ৬ ভাগের এক ভাগ আর ছেলে-মেয়ে না থাকলে ৩ ভাগের এক ভাগ *(নিসা ১২)*। প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় দাদা তার পৌত্রের জন্য অছিয়ত করে যাবেন *(লাজনা দায়েমাহ, ফাৎওয়া নং ১৫০৩১, ১৬/৩২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য মসজিদের মুছল্লীদেরকে নিয়ে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? কেউ মৃতের জন্য দো'আ চাইলে কিভাবে দো'আ করতে হবে?

-এনামুল হক
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদের মুছল্লীদেরকে নিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য হাত তুলে দো'আ করা যাবে না। এটি বিদ'আত, যা

পরিত্যাজ্য। মৃত ব্যক্তির জন্য কেউ দো'আ চাইলে অথবা নিজে থেকে দো'আ করলে ব্যক্তিগতভাবে নিম্নের দো'আটি পড়া যায়। ছাহাবী আবু সালামাহ (রাঃ) মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য নিম্নের দো'আটি পড়েছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ واخْلُفْهُ فِى عَقَبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ واغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ، رواه مسلم-

'হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করুন। হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দিন, তার উত্তরসুরীদের জন্য আপনি তার প্রতিনিধি হৌন। আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। হে বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক! আপনি তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করুন এবং সেখানে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করুন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯ 'জানাযা' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত জানাযার দো'আগুলিও পড়া যায়।

প্রশ্ন (১২/২৯২)ঃ ইক্বামতের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে হবে, না একবার করে বলতে হবে?

-হুমায়ুন কবীর
যশোর।

উত্তরঃ আযানের শব্দ দু'বার এবং ইক্বামতের শব্দ একবার করে বলতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আযান দু'বার করে এবং ইক্বামত একবার করে দেয়া হ'ত *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৪৩)*। বেলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, আযান দিবে জোড়া জোড়া এবং ইক্বামত দিবে একবার একবার করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। উল্লেখ্য, দু'বার করে ইক্বামত দেওয়ার আবু মাহযূরাহ বর্ণিত হাদীছটি ছিল তা'লীমের জন্য। তিনি নিজে এবং তাঁর পুত্র বেলালী নিয়মে একবার করে ইক্বামত দিতেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আওনুল মা'বূদ হা/৪৯৫-এর ব্যাখ্যা; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪০-৪১)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩)ঃ জনৈক আলেম বলেন, কসম ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে একটানা ৩টি ছিয়াম পালন করা। মাঝে একটি ছুটে গেলে তিনটির সাথে আরো একটি যোগ করতে হবে। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-ফিরোজ
কেল্লাপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ কসমের কাফফারা হচ্ছে ১০ জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করা কিংবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। আল্লাহ এখানে পর পর ছিয়াম পালনের কথা বলেননি। কাজেই কসমের কাফফারার ছিয়াম পালন করার সময় বিশেষ কারণে একটি ছুটে গেলে তার জন্য আরো একটি ছিয়াম বেশী করে চারটি পালন করতে হবে না। বরং মোট ৩টিই করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, নূহ (আঃ)-এর এক ছেলে সাগরে নামলে তার এক হাঁটু পানি হ'ত। সে সাগরে মাছ ধরে সূর্যের তাপে সিদ্ধ করে খেত।

-জুয়েল রানা
মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা মিথ্যা। ঘটনাটি নূহ (আঃ)-এর ছেলের সাথে নয়; বরং মূসা (আঃ)-এর যুগের। ফেরাঊনের হাত থেকে নাজাত পাবার পর মূসা (আঃ) যখন ইহুদীদেরকে তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তীন দখলকারী মহাশক্তিধর আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেন এবং সেখানে বারো জন প্রতিনিধি পাঠান, তখন সেখানে গিয়ে তারা বিশালদেহী ও শক্তিশালী লোকদের দেখতে পান, যার মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিল যার নাম আওজ ইবনে আনাক ইবনে আদম। তার দৈর্ঘ্য ছিল তিন হাযার তিনশত তেত্রিশ গজ এবং দেহের প্রস্থ ছিল তিন গজ। লাঠি দ্বারা আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে সে পানি পান করত। সাগরের মাছ ধরে সূর্যের তাপে সিদ্ধ করে খেত। তার বয়স ছিল তিন হাযার ছয় শত বছর। কেউ কেউ বলেন, মূসা (আঃ) আওজের টাখনুর নীচে রগের উপর মেরে তাকে নীল নদের উপর ফেলে দিয়েছিলেন। দেশবাসী তাকে এক বছর যাবৎ সেতু হিসাবে ব্যবহার করে *(কুরতুবী ৬/৮৪; তাফসীর ইবনে কাছীর, মায়েদাহ ২২ নং আয়াত, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ১/৩৮৩)*। মুফাসসিরগণ এ ঘটনাকে সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ নবী করীম (ছাঃ) ওযূ ও গোসলে সাধারণত কতটুকু পানি খরচ করতেন? ফরয গোসলে তিনি কতটুকু পানি ব্যবহার করতেন?

-আফযাল
রামপুরা, ঢাকা।

উত্তরঃ পানির অপচয় না করে ওযূ ও গোসলে পরিমাণ মত পানি খরচ করা সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওযূ করতেন এক মুদ পানি দ্বারা এবং গোসল করতেন এক 'ছা' হ'তে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দ্বারা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৯)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এক 'ফারাক্ব' বা তিন 'ছা' পানি দ্বারা গোসল করতেন *(মুসলিম, ফাতহুল বারী ১/৩৭২)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ওযুর চেয়ে ফরয গোসলে পানি বেশী লাগতে পারে।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬)ঃ হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা বলেন যে, ফিক্বহ শাস্ত্রের উৎপত্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে হয়েছে। দলীল হিসাবে বলেন, একবার মু'আয ইবনু জাবালকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামনে গভর্ণর করে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, কুরআন দ্বারা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কুরআনে না পেলে? তিনি বললেন, হাদীছ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাদীছে না পেলে? তিনি বললেন, আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব। তখন তিনি তার উপর খুশী হ'লেন। এ হাদীছ কি ছহীহ?

-নাঈম
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আভিধানিক অর্থে ফিক্বহ বা শরী'আতের বুঝ ছাহাবায়ে কেরাম সহ সকল যুগে ছিল ও থাকবে। তবে প্রশ্নে বর্ণিত উছূলভিত্তিক ফিক্বহ শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর অনেক পরে। দলীল হিসাবে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার *(সিলসিলা যাঈফাহ হা/৮৮১; আবুদাঊদ হা/৩৫৯২; তিরমিযী হা/১৩২৭)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭)ঃ পাঁচটি কারণে ছিয়াম নষ্ট হয় সেগুলো হচ্ছে- (১) মিথ্যা কথা বলা (২) গীবত করা (৩) চোগলখুরী করা (৪) মিথ্যা কসম করা (৫) কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া। একথার দলীল জানতে চাই।

-শহীদুল্লাহ
আন্ধারিয়া পাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছিয়াম নষ্ট হওয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে বর্ণিত কারণ সমূহে ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কর্ম ছাড়ল না তার খানাপিনা ত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮)ঃ সন্তানের নাম আরাবী রাখা যাবে কি?

-রাবিয়া
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ আরবী বা আরাবী নাম রাখা যায়। আরাবী শব্দের অর্থ আরবের অধিবাসী বা আরবী ভাষী। তবে বাংলাভাষী বা অনারব কোন ছেলের নাম 'আরবী' রাখা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সবচেয়ে উত্তম নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯)ঃ সহো সিজদা দেয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার পর যদি সহো সিজদা দিতে ভুলে যায় তাহ'লে করণীয় কী?

-ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সালাম ফিরানোর পর যখন মনে পড়বে তখন সহো সিজদা দিতে হবে। কারণ এটাও একটা ভুল। আর ভুলের প্রতিকার হচ্ছে সহো সিজদা দেয়া। সালামের পরেও সহো সিজদা দেয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০)ঃ শুধু রামযান মাসে সাহারীর আযান দেয়া হয়, বাকী ১১ মাস দেয়া হয় না। এটা কি বিদ'আত নয়?

-মঈনুল ইসলাম
হরিহরা,পাকুড় ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ কোন মহল্লায় যদি সারা বছর তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস জারি থাকে, তবে সারা বছরই তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দেওয়া যাবে। যেমন মক্কা-মদীনার দুই হারামে চালু আছে *(ফাৎহুল বারী ২/১২৭ পৃঃ, হা/২২১, ২২২, ২২৩)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১)ঃ জনৈক ইমামের ক্বিরাআত শুদ্ধ নয়। অনেক সময় হরকতেও ভুল হয়। অনেক মুছল্লী তার পিছনে ছালাত আদায় করতে চায় না। কিছু প্রভাবশালী লোকের সহযোগিতায় ইমামতি করেন। এ অবস্থায় তার পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
ছাতিয়ানপাড়া, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ এ অবস্থায় ছালাত হবে। তবে ক্বিরাআত শুদ্ধ এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা আবশ্যক *(মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/১১১৭, ১৮, ২৬)*। ইমাম ভুল করলেও মুক্তাদীদের ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামের গোনাহ তার উপরে বর্তাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। মুছল্লীরা কোন শারঈ কারণে ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লে ইমামের ছালাত কবুল হবে না *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১১২২, ২৩, ২৮)*। অতএব মুক্তাদীদের সন্তুষ্টির বিষয়টি ইমামের লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রশ্ন (২২/৩০২)ঃ আমার স্ত্রীকে কোর্টের মাধ্যমে দেড় বছর পূর্বে তালাক দিয়েছিলাম। সে এখন ফিরে আসতে চায়। তাকে ফেরত নেয়া যাবে কি?

-তারিক হাসান
কুঠিপাড়া, পাবনা।

উত্তরঃ কোর্টের মাধ্যমে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাকই গণ্য হবে। সুতরাং তিন মাসের মধ্যে ফেরত নিলে পুনরায় বিবাহ ছাড়াই দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে ফেরত নেওয়া যাবে। আর তিন মাস পার হয়ে গেলে পুনরায় মোহর নির্ধারণ করে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে পারে *(হাইআতু কিবারিল ওলামা ২/৭১১)*। হাসান (রাঃ) বলেন, মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসারের বোন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় সে তাকে তালাক দিল। পুনরায় ফিরিয়ে আনল না। এভাবে তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সে আবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল। মা'ক্বিল এতে রাগান্বিত হ'লেন। তিনি বললেন, সময়মত ফিরিয়ে নিল না, এখন আবার প্রস্তাব দিচ্ছে। তিনি তাদের মাঝে বিয়ের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন, 'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তারা নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা বাধা দিয়ো না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মা'ক্বিলকে ডাকলেন এবং তার সামনে আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন তিনি তার যিদ পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ্র আদেশের আনুগত্য করলেন' *(বুখারী হা/৫৩৩১ 'তালাক' অধ্যায় ৪৪ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩)ঃ ওয়াকফকৃত জমিতে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। এখন ওয়াক্বফকারী অন্য জমিতে মসজিদ করে দিতে চায় এবং পূর্বের মসজিদ নিজ কাজে ব্যবহার করতে চায়। এভাবে পরিবর্তন করা যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন

কাসিয়াপুকুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরানোটির পরিবর্তে নতুন যে মসজিদ নির্মাণ করা হবে তা মুছল্লীদের জন্য অধিক কল্যাণকর হ'লে এবং কোন প্রকার শারঈ বাধা না থাকলে পরিবর্তন করা যাবে এবং পূর্বের মসজিদ নিজের কল্যাণ কর্মে ব্যবহার করা যাবে। যেমন ওমর (রাঃ) কূফার মসজিদ পরিবর্তন করেছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২-১৩)*। তবে ওয়াক্বফের ব্যাপারে সাবধান থাকা কর্তব্য। এটাকে মোটেই হালকাভাবে দেখা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪)ঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলেম-ওলামা ও বুযর্গ ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি দিয়ে লটারী বিক্রয় এবং ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য সহ সিংগাপুরের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মুসলিম লটারী ক্রয় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

মু'আয্‌যম
সিঙ্গাপুর।

উত্তরঃ লটারী ও জুয়া ধোঁকাবাজির অন্তর্ভুক্ত এবং তা প্রকাশ্য হারাম *(মায়েদাহ ৯০; মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*। অতএব আলেম-ওলামার উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে বৈধ করা যাবে না। সউদী আরব সহ মুসলিম বিশ্বের কোন যোগ্য আলেমই প্রচলিত লটারীকে জায়েয বলেননি।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫)ঃ মোহাম্মদ বায়েজিদ খান পন্নী তার 'দাজ্জাল! ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা' বইয়ে দাবী করেছেন যে, আধুনিক ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল। এ বিষয়ে একটি সিডিও বাজারে ছাড়া হয়েছে। লেখকের দাবী কি সঠিক?

-আতীকুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ এটা ভ্রান্ত দাবী। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি সহ কোথা থেকে সে বের হবে, কারা তার সঙ্গী হবে, সে কী কী ঘটাবে এবং তার মৃত্যু কোথায় হবে, কে তাকে কোন্ সময় হত্যা করবেন, সবই বর্ণনা করে গেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭১-৫৪৮২)*। অতএব হাদীছকে অস্বীকার করে কাল্পনিক ব্যাখ্যা করা অন্যায় *(আলোচনা দেখুনঃ ইউসুফ ইবনু আব্দিল্লাহ, 'আশরা-তুস সা-'আহ্')*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬)ঃ গান গাওয়া, লেখা, সুর করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো প্রভৃতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি? এর সমর্থক হওয়া যাবে কি?

-মুমিনুল ইসলাম
কামারপাড়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ অশ্লীল কোন বস্তুকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা বা তার সমর্থক হওয়া যাবে না। বাদ্যযন্ত্র হারাম *(লোকমান ৬; বুখারী, মিশকাত হা/৫৩৪৩)*। তবে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া ইসলামের জন্য উপকার বয়ে আনবে এরূপ গান লিখলে, গাইলে, সুর দিলে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এতে কোন সমস্যা নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৮৯; দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭, সনদ হাসান 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭)ঃ সূর্যাস্তের কত সময় পূর্ব থেকে ছালাতের নিষিদ্ধ সময় শুরু হয়?

-তাওফীক আমান
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের বা মাগরিবের পূর্বে যদি এক রাক'আত ছালাত আদায় করার মতও সময় না থাকে তাহ'লে সেটাই ছালাতের জন্য নিষিদ্ধ সময়। কারণ কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের এক রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারে, তাহ'লেই সে আছরের ছালাত পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে *(বুখারী হা/৫৫৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০১)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮)ঃ অনেকে বিতর ছালাতে রুকূ হাত বেঁধেই দো'আ কুনূত পাঠ করে। আবার কেউ কেউ দো'আ শেষে দু'হাত মুখে মাসাহ করে। এগুলি কি হাদীছ সম্মত?

-মুন্সি আবু তালেব
চালা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রুকূর পূর্বে ক্বিরাআত শেষে বুকে হাত বাঁধা অবস্থায় কুনূত পড়ার দলীল পাওয়া যায় না। একইভাবে 'তাকবীরে তাহরীমা'র ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে পুনরায় বুকে বাঁধারও কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে রুকুর আগে বা পরে উভয় অবস্থায় দু'হাত উঠিয়ে দো'আয়ে কুনূত পড়ার দলীল পাওয়া যায় *(মির'আত ৪/২৯৯-৩০০; ইরওয়া ২/৭১ পৃঃ)*। দো'আ শেষে মুখ মাসাহ্ করার হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/১৪৮৫; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫; ইরওয়া হা/৪৩৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯)ঃ রুকূ' ও সিজদায় কত বার তাসবীহ পাঠ করতে হবে?

-আমীর হামযাহ
চালা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম ও সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা কম পক্ষে তিনবার বলবে *(ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮)*। অন্য দো'আও পাঠ করা যাবে। বেশী বলার নির্ধারিত সংখ্যা নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো দীর্ঘ সময় রুকূ ও সিজদাতে থাকতেন এবং দো'আ সমূহ পাঠ করতেন *(আবুদাঊদ হা/৮৭৪)*। উল্লেখ্য, সর্বাধিক দশবার দো'আ পাঠের হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/৮৮৮; মিশকাত হা/৮৮৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০)ঃ দরিদ্র ব্যক্তি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিবাহ না করলে তার গোনাহ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ গোনাহ্ হবে না। তবে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিয়ে করতে না পেরে পাপে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে 'ছিয়াম' পালন করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কেউ কি কখনো জিনদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং জিনদের সহায়তায় কারো চিকিৎসা করেছেন?

-মুহসিন আকন্দ

বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম জিনদের সহায়তায় নিজেদের বা অন্যের চিকিৎসা করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাছাড়া দুষ্ট জিনেরা সর্বদা মানুষকে বিপথে প্ররোচিত করে থাকে *(আন'আম ১২৮; জিন ৬)*। একদা কিছু লোক রাসূলের কাছে এসে বলে, হে রাসূল (ছাঃ)! গণৎকাররা কেমন? এদের কথা অনেক সময় সত্য হয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওরা কিছুই নয়। ওরা আকাশে ফেরেশতাদের আলোচনা থেকে কিছু কথা চুরি করে এনে দুনিয়ায় তার বন্ধুর কানে ভরে দেয়। তারপর ঐ জ্যোতিষী বন্ধু তাতে শত মিথ্যা যোগ করে মানুষকে বলে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫৯২-৯৩, 'জ্যোতিষীর গণনা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গণৎকারের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য ভেবে) তার কাছে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল করা হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২)ঃ রোগমুক্তির জন্য কোন আলেমের দেওয়া তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাসনা বেগম
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শুধু রোগ মুক্তির জন্য নয়, যে কোন উদ্দেশ্যে তাবীয ব্যবহার করা হারাম। তা কুরআনের আয়াত লিখে হোক আর অন্য কিছু দিয়ে তৈরি করা হোক। এর বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাল সে শিরক করল *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩)ঃ ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করে ২ রাক'আত 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ছালাত আদায় করার পর ২ রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' আদায় করা যাবে কি? প্রতি ওয়াক্তে এভাবে পড়া যাবে কি?

-অধ্যাপক ছফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ পড়া যাবে। যেমনটি বেলাল (রাঃ) পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২; তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬)*। তবে সময় সংক্ষেপ হ'লে কেবল ফরয ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত পড়তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪)ঃ ছালাতের জামা'আতে ছোট বাচ্চারা কোথায় দাঁড়াবে? কোন কোন মসজিদে বাচ্চারা সামনের কাতারে দাঁড়ালে বয়স্করা তাদের ধমকায়। ফলে তারা ছালাত ছেড়ে দিয়ে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। এটা কি হাদীছ সম্মত?

-ছফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ইমামের পিছনে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৯)*। এরপরে সবাই স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবে। বাচ্চাদের পিছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫)ঃ ক্বিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে প্রত্যেক মানুষ তার নিজ পাপের সমপরিমাণ ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-এনামুল হক
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম হা/২৮৬৪; মিশকাত হা/৫৫৪০ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের চরিত্র ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-এন.এইচ. এম. মুনীর
হাউজিং এস্টেট, সি -৭৫, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত শর্তে বিবাহ করতে পারবে না। এরূপ মেয়াদ ও চুক্তিভিত্তিক শর্তে বিয়ে করা হারাম। একে 'নেকাহে মুৎ'আহ' বা ঠিকা বিবাহ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৭)*। রবী' ইবনু সাবরাহ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সাবধান! আজকের দিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটা হারাম করা হ'ল' *(মুসলিম হা/৩৪৩০)*। মেয়ের পিতা বা প্রকৃত অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করাও হারাম। এরূপ কেউ করলে তা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭)ঃ শহীদ কারা? প্রকৃত শহীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মুসলমান আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে লড়াই করবে, কেবলমাত্র সেই-ই আল্লাহ্র পথে লড়াই করল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪)*। অতএব যারা তাওহীদের কালেমাকে সমুন্নত করার খালেছ নিয়তে আল্লাহ্র পথে লড়াই করে মারা যাবে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত শহীদ। আর শহীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে লড়াই করবে না, তাকে বাহাদুর বলা হবে এ উদ্দেশ্যে বা লোককে শুনানোর উদ্দেশ্যে লড়াই করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩১৬; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, সে ব্যক্তি জান্নাতী এবং শহীদ *(আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৯১০; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১)*। তিনি বলেন, যে মুসলমান (১) তার দ্বীনের জন্য নিহত হ'ল, সে শহীদ (২) যে তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (৩) যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (৪) যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ

(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫২৯)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায়, সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় (কলেরা, ডায়রিয়া) মারা যায়, সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায়, সে ব্যক্তি শহীদ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৯)*। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ' *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি তার ন্যায্য অধিকার রক্ষায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ' *(আবু ইয়ালা হা/৬৭৭৫, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮)ঃ আমি বিবাহের সময় কনের পক্ষের লোকজনের চাপে ৫ লক্ষ টাকা মোহর ধার্য করে বিবাহ করি, যার সম্পূর্ণটা বাকী। কিন্তু স্ত্রীর সম্মতিতে ও কাযীর পরামর্শে কাবিন নামায় গহনা বাবদ ২ লক্ষ টাকা নগদ ও ৩ লক্ষ টাকা বাকী উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এসব টাকার কিছুই পরিশোধ করা হয়নি। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হয়েছে? এখন আমাকে কি ঐ সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হবে? বর্তমানে পুনরায় মোহর নির্ধারণের কোন সুযোগ আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
পাঁচগাও বি.ডি.আর ক্যাম্প, চৈতা
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহে মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তবে বিয়ে বৈধ হয়েছে। ধার্য মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। পুনরায় মোহর নির্ধারণের কোন সুযোগ নেই। অবশ্য স্ত্রী স্বেচ্ছায় কিছু অংশ ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪)*। কিন্তু তার কাছে এজন্য কিছু চাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯)ঃ পবিত্র কুরআনে দাস প্রথা নিষিদ্ধ করা না হ'লেও বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা রহিত করেছেন। শরী'আতে এরূপ আর কী কী বিধান আছে যা কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিষিদ্ধ করেছেন?

-শাহজাহান
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাস প্রথাকে রহিত করেননি। বরং তিনি দাস-দাসীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। অমুসলিমদের সাথে জিহাদ সংঘটিত হ'লে এখনও দাস-দাসী সৃষ্টি হ'তে পারে। জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালাকে কেউ মেনে নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলে সে মুমিন হ'তে পারবে না *(নিসা ৬৫; আহযাব ৩৬)*। ইসলামে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন গৃহ পালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া, হিংস্র প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা, চুনকাম করা, সেখানে বসা ও লিখা, যেনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, গণকের উপার্জিত অর্থ, ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা, যুদ্ধের সময় কাফের শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি। কুরআনে না থাকলেও এগুলো আল্লাহ্র 'অহি' মোতাবেক তিনি নিষিদ্ধ করেছেন *(নাজ্ম ৩-৪)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০)ঃ মসজিদের নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণের স্বার্থে নির্মাণকালীন সময়ের জন্য পার্শ্ববর্তী সরকারী জমিতে সরকারের অনুমতিক্রমে অস্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে জুম'আ-জামা'আত কায়েম করা যাবে কি?

-নির্মিতব্য গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষ
গুলশান-২, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে জুম'আ-জামা'আত কায়েম করা যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনায় হিজরত করার পর মসজিদ নির্মাণের স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু নাজ্জারকে বললেন, তোমরা তোমাদের বাগানটি আমার নিকটে বিক্রয় করে দাও। জবাবে তারা বলল, আমরা আপনার নিকট থেকে এর বিনিময়ে কোন মূল্য নেব না। কেবল আল্লাহ্র নিকট থেকে বিনিময় চাই। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মতিক্রমে সেটি গ্রহণ করলেন ও সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন' *(বুখারী হা/১৮৬৮ 'মদীনার মর্যাদা' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১২০১ 'মাসাজিদ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৪৫৩ 'ছালাত' অধ্যায় ১২ অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৭১০, ইবনু মাজাহ হা/৭৯১)*। মৌখিক অনুমতিই যথেষ্ট। তবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিবেচনায় লিখিত অনুমতি বাঞ্ছনীয়। কেননা এটি একটি সাময়িক চুক্তির মত বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও'.. *(বাক্বারাহ ২৮২)*। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরায়েশদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেছিলেন *(বুখারী হা/৪০০৫ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায় ৪১ অনুচ্ছেদ; ঐ, মিশকাত হা/৪০৪২, ৪৪ 'জিহাদ' অধ্যায় 'সন্ধি' অনুচ্ছেদ)*।

পরবর্তীতে স্থায়ী মসজিদে গমনের পর অস্থায়ী মসজিদটি উঠিয়ে দিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কূফার পুরানো মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করেন এবং পরিত্যক্ত স্থানটি খেজুর ব্যবসায়ীদের বাজারে রূপান্তরিত করেন *(মুগনী ইবনু কুদামাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ৬/২২৬, ২৪৩; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ 'ওয়াক্বফ' অধ্যায় ৩১/২১৫-১৭; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ছালেহ আল-উছায়মীন 'ছালাত' অধ্যায়, ফৎওয়া সংখ্যা ৩১৫)*। অতএব সর্বোত্তম কল্যাণ বিবেচনায় সরকারী বা বেসরকারী কোন জমিতে সাময়িকভাবে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়ায় ও অনুমতিক্রমে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করায় এবং পরবর্তীতে তা স্থানান্তর করায় ও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা নেই *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : ১৪১২/১৯৯২) 'ওয়াক্বফ' অধ্যায়, ৩/৩০৮, ৩১৩ পৃঃ)*।